উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৭৩,০৩৩.৭৮ (+১১০৯.১০)

নিফটি : ২২,৭২১.৯৫ (+৩৫৮.৬০)

বৈভবকে নিয়ে টানাপোড়েন
সিরিজ দখলে চোখ ১২

গেট টপকে যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৯° সর্বনিম্ন

২৬ আশ্বিন ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 14 October 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 148

আজ চতুর্থী

উমার আগমনে সেজে উঠেছে মণ্ডপ। কলকাতার বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পুজোয়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

একজন ব্যক্তি পুরো ব্যবস্থাকে (সিস্টেম) উপহাস করে রেখে দিয়েছেন। এই আদালতের আগের নির্দেশ অমান্য করেছেন। কীভাবে এমন হতে পারে!

প্রশান্তয় সুপ্রিম বিস্ময়

গ্রেপ্তারে গড়িমসি নয়, কড়া শুভেন্দু

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : প্রশান্ত বর্মনের আশায় জল। সুপ্রিম কোর্ট তাঁর আবেদনে কানই দিল না। বরং হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের এই প্রাক্তন বিডিওকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করে শীর্ষ আদালত। প্রশান্তর আইনজীবীর প্রতি আদালত মন্তব্য করে, 'একজন ব্যক্তি পুরো ব্যবস্থাকে (সিস্টেম) উপহাস করে রেখে দিয়েছেন। এই আদালতের আগের নির্দেশ অমান্য করেছেন। কীভাবে এমন হতে পারে!'

গত মঙ্গলবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন প্রশান্ত। মঙ্গলবার সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি অরবিন্দ কুমার ও বিচারপতি মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চ সেই আবেদন কার্যত পত্রপাঠ খারিজ করে। প্রাক্তন বিডিও'র পাশাপাশি কোর্টের রোষের মুখে পড়ে রাজ্য সরকারও। বেঞ্চের বক্তব্য, 'আপনারা (রাজ্য প্রশাসন) কী করছেন? হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে এখনই পদক্ষেপ করুন।'

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগ গত মঙ্গলবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করলে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। সেদিন থেকে বেতন বন্ধ করতেও বলেছিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। সেই প্রক্রিয়া আদৌ শুরু হয়েছে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। রাজ্য সরকার সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত প্রশান্তের হদিস জানা নেই পুলিশের। খোঁজ চালাচ্ছে বলে ভাঙা রেকর্ডের মতো বলে চলেছে সিআইডি। প্রাক্তন বিডিও'র সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়াও সেভাবে এগোয়নি।

প্রশান্তর আচরণ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, 'আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি।' আদালত প্রশ্ন তোলে, 'পুলিশ কি অভিযুক্তের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে?' এরপরই পুলিশ ও সিআইডি-কে কড়া বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর নির্দেশ, 'যেভাবে

■ গত মঙ্গলবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রশান্তকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিল কলকাতা হাইকোর্ট

■ হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে প্রশান্ত

■ এদিন তাঁর জামিনের আবেদন নাকচ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট, ভর্ৎসনা পুলিশকেও

হোক, বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে খুঁজে বের করতে হবে। এব্যাপারে কোনও গড়িমসি আর বরদাস্ত করা হবে না।' শীর্ষ আদালতের কড়া ভর্ৎসনার খবরে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষুব্ধ বলে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর সূত্রের খবর।

তিনি জরুরিভিত্তিতে এই মামলার ফাইল চেয়ে পাঠান এবং ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিকদের তলব করে কৈফিয়ত চান।

এরপর দশের পাতায়

ডেরা বদলে নেপালে?

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

কোথায় গেলেন প্রশান্ত বর্মন? সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরও কেন তাঁকে ধরছে না পুলিশ? পশ্চিমবঙ্গে এটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। পুলিশের খাতায় পলাতক হলেও বিশ্বস্ত সূত্রের খবর অনুসারে, এক সপ্তাহ ধরে ডেরা বদলে কখনও উত্তরবঙ্গ, কখনও অসমে গা-ঢাকা দিচ্ছেন প্রশান্ত। তাঁর সঙ্গে বিশ্বস্ত দুজন শাগরেদ রয়েছেন। তাঁদের একজনের বাড়ি কোচবিহারের খোল্টা এলাকায়, অন্যজনের বোকালিরমঠে। শিলিগুড়ির এক আইনজীবীর মাধ্যমে যাবতীয় যোগাযোগ রাখছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যা হত্যার প্রধান অভিযুক্ত। তবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর প্রশান্ত শিলিগুড়ি হয়ে নেপালে পালিয়ে গিয়েছেন বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

৬ অক্টোবর হাইকোর্ট আত্মসমর্পণের জন্য প্রশান্তকে ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার পরও প্রশান্ত উত্তরবঙ্গেই ছিলেন। হাইকোর্টের রায়ের পরের দিনই তাঁকে দুই শাগরেদের সঙ্গে আলিপুরদুয়ারের তপসিখাতা এলাকায় দেখা গিয়েছে। আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া চৌপথি এলাকায় প্রশান্তর একটি বাড়ি আছে। বৃহস্পতিবার রাতে সেই বাড়িতে দুটি গাড়িতে করে কয়েকজন ঢোকেন। যদিও দিনেরবেলায় তাঁদের কাউকে আর দেখা যায়নি। প্রতিবেশীদের ধারণা, ভোরেই লোকজন বেরিয়ে গিয়েছেন। স্থানীয় এক বাসিন্দার কথা, 'প্রশান্ত মাঝেমধ্যেই আসেন, থাকেনও। তবে কখন আসেন, কখন যান তা বলা মুশকিল। কখনও দামি গাড়িতে করে অচেনা লোকজনও আসেন বাড়িটিতে।'

সূত্রের খবর, শুক্রবার গুয়াহাটির একটি গোপন ডেরায় দুই আইনজীবী ও কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রশান্ত। সেই বৈঠকে প্রশান্ত-

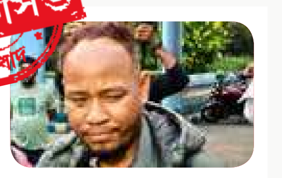

■ এক সপ্তাহ ধরে ডেরা বদলে কখনও উত্তরবঙ্গ, কখনও অসমে গা-ঢাকা দিচ্ছেন প্রশান্ত

■ হাইকোর্টের রায়ের পরের দিনই আলিপুরদুয়ারের তপসিখাতায় দেখা গিয়েছে

■ শুক্রবার গুয়াহাটির একটি গোপন ডেরায় দুই আইনজীবী ও কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর সঙ্গে বৈঠক করেন প্রশান্ত

■ সোমবার শিলিগুড়ির স্টেশন ফিডার রোডের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করেন প্রশান্তর এক শাগরেদ

ঘনিষ্ঠ শিলিগুড়ির আইনজীবীর এক জুনিয়ার উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই সুপ্রিম কোর্টের মামলা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ওই বৈঠকেই মেঘালয়ের একটি প্রত্যন্ত এলাকায় রিসর্টের খোঁজখবর করেন প্রশান্ত। সুযোগ বুঝে তিনি সেখানে গা-ঢাকা দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

বিরোধী অনৈক্য, উৎসবের মরশুমের অপেক্ষা পদ্মে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রাজধানীর রাজপথে গত তিনদিন ধরে যে সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে, জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার, তার অভিঘাত আটকে নেই শুধু দিল্লির সীমানায়। প্রতিবাদের সাইক্লোন ছড়িয়ে পড়েছে দেশের রাজনৈতিক মানচিত্রে।

একসময় যে কথাটা ফিশফিশ করে বলত লোকে, এখন সেটাই শোনা যাচ্ছে প্রকাশ্য রাস্তায়। দ্বিধাহীন, দ্বন্দ্বহীন। হকারদের মুখে, অটো ড্রাইভারদের মুখে, পথচারীর মুখে, ব্যবসায়ীর মুখে। বিজেপি ভোট জিতছে নির্বাচন কমিশনের সাহায্যে চুরি করে। 'ভোট চোর' শব্দটা অনেক দেওয়ালে সাদা চুনকাম করে মোছার চেষ্টায় দিল্লির পুলিশ। লাভ হচ্ছে কই ভাই?

ক্ষমতার সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষের ভয়। সেই ভয়টাই যদি ভেঙে যায়, তা হলে সরকারের হাতে আর কতটা শক্তি অবশিষ্ট রইল? রাজধানীর তিনদিনের ঘটনাবলি সেই প্রশ্নটাই সামনে এনে দিয়েছে। রাজপথে যাতে বিক্ষোভকারীরা শুয়ে পড়তে না পারে, সেইজন্য কর্পোরেশনের কর্মীরা ময়লা গাড়িতে এনে ঝকঝকে রাজপথে ফেলে দিচ্ছে। ভাবা যায়? কার মস্তিষ্কপ্রসূত এটা! যন্তরমন্তরও বন্ধ।

পশ্চিমবঙ্গই আপাতত একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে আছে গোটা দেশে। তরঙ্গহীন, প্রতিবাদহীন। বাকি সব রাজ্যে 'ভোট চোর' শব্দটা মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে গেঁথে গিয়েছে। মোদি সরকার যে নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোট চুরি করতে অভ্যস্ত, সেই অভিযোগ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। রাজধানীর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বললেই সবাই সমস্বরে বলছেন তা। সেখানে রাস্তাঘাটে যেভাবে সবাই প্রকাশ্যে ভোট চুরির কথা বলছেন, তাতে বোঝা যায়, আগের মতো ভয় উধাও চারদিক থেকে।

ভিপি সিং যখন রাজীব গান্ধি সম্পর্কে আওয়াজ তুলেছিলেন,

এরপর দশের পাতায়

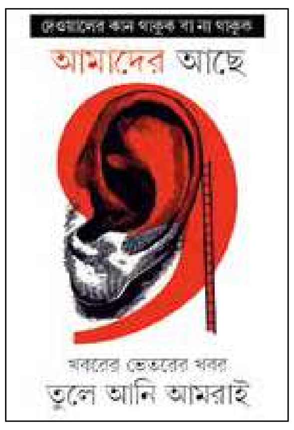

তৃতীয়াতেই উৎসবমুখর শহর

শিবশংকর সূত্রধর ও প্রসেনজিৎ সাহা

কোচবিহার ও দিনহাটা, ১৩ অক্টোবর : সূর্যের আলো তখন নিভু নিভু করছে। হালকা হিমেল হাওয়া বোঝা যাচ্ছিল বেশ। শরতের টুকরো টুকরো মেঘের দল একটু একটু করে অস্পষ্ট হওয়ার দিকে। কোচবিহারে একে একে জ্বলে উঠছে রংবেরংয়ের আলো। পিছিয়ে নেই মহকুমাগুলিও। মণ্ডপের আনাচকানাচে আগে থেকেই উঁকি দিচ্ছিলেন অপেক্ষায় থাকা লোকজন। অপেক্ষা ছিল শুধু প্রবেশপথের লাল ফিতে দু'খণ্ড হওয়ার। অতিথিরা ফিতে কাটতেই কার্যত ঢল নামল দর্শনার্থীদের। তৃতীয়াতেই বিগ বাজেটের পুজোমণ্ডপগুলিতে দর্শনার্থীদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। কোচবিহার থেকে দিনহাটা—এমনকি মাথাভাঙ্গাতেও দেখা গিয়েছে একই দৃশ্য।

কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে পুজো উপলক্ষ্যে দু'দিন ধরে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানেও ভিড় দেখা গিয়েছে। অনুষ্ঠান কিছুটা দেখার পর সেখান থেকে বেরিয়ে মণ্ডপের উদ্দেশে রওনা দিলেন অভিষেক দাস। সঙ্গী তাঁর বান্ধবী। অভিষেক বললেন, 'পরের দিকে যানবাহন নিয়ে অনেক কড়াকড়ি হয়। তাই হেঁটে হেঁটে ঘুরতে হয়। এখন মোটরবাইক নিয়ে প্যান্ডেল পর্যন্ত চলে যাওয়া যাবে। তাই বান্ধবীকে নিয়ে পুজো দেখতে বেরিয়ে পড়েছি।'

সন্ধ্যার পর শহরের নানা জায়গায় ট্রাফিক সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন পুলিশকর্মীরা। যানবাহনের হর্ন, মাইকে প্যান্ডেলের গান, পুজোমণ্ডপের হইহট্টগোলে সরগরম হয়ে ওঠে এলাকা। কেউ পরেছেন শাড়ি, আবার কেউ জিন্স-টপে মজেছেন।

তৃতীয়ার সন্ধ্যায় কোচবিহারের বেলতলা ইউনিটের পুজোর উদ্বোধন হয়। ৬৬তম এই পুজোর থিম 'বন্দে মাতরম'। উদ্বোধনের পর এলাকার বাসিন্দারা তো বটেই, দূরের দর্শনার্থীরাও ভিড় করতে থাকেন। ইউনাইটেড বাজারের মাঠে 'মিশরে মহিষাসুরমর্দিনী' থিম দেখতে উদ্বোধনের পর থেকেই ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। দ্বিতীয়ার সন্ধ্যাতেই বটতলা স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো উদ্বোধন হয়। সেখানে এদিনও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কোচবিহারের বাসিন্দা শ্রীপর্ণা সরকার এদিন প্যান্ডেল হপিংয়ে বেরিয়েছিলেন।

কোচবিহারের একটি মণ্ডপে তৃতীয়ার সন্ধ্যাতেই ভিড়। -জয়দেব দাস

এরপর দশের পাতায়

বাছাই করা খবর দেখতে স্ক্যান করুন

যাত্রীবাহী গাড়ির সিটের তলায় গোরু পাচার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যাত্রীবাহী গাড়ি। ভিতরে যাত্রীও রয়েছেন বলে সন্দেহ হতে পারে। কিন্তু গাড়ির দরজা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ! ডিকি ও সিটের নীচে নির্দয়ভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে গোরু। সোমবার রাতে কোচবিহার শহরের দুর্গাবাড়ি এলাকায় এমনই ছবি দেখে গোরু পাচারের অভিযোগে গাড়িটি ভাঙচুর করেন বাসিন্দারা। চালক ও তাঁর সহযোগী পালিয়ে যাওয়ার পর গোরু সহ গাড়িটি উদ্ধার করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গোরুগুলিকে পুরসভার খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে। সেগুলি কোথা থেকে আনা হচ্ছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জেলা পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, 'অবৈধভাবে গোরু পাচারের বিরুদ্ধে জেলা পুলিশের তরফে নিয়মিত অভিযান চলছে। এদিনের ঘটনায় পালিয়ে যাওয়া অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাবাড়ি এলাকা দিয়ে পিএন রোডের দিকে যাওয়ার সময় অসমের রেজিস্ট্রেশন নম্বর থাকা ছোট গাড়িটিকে দেখে সন্দেহ হয় বাসিন্দাদের। কয়েকজন গাড়িটি আটকানোর পর তল্লাশি চালাতেই ভিতরে গোরু দেখতে পান তাঁরা। এরপরই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। চালক ও তাঁর সহযোগী পালিয়ে গেলে গাড়িটিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয় কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

যাত্রীবাহী গাড়িতে এভাবেই পাচার হচ্ছিল গোরু।

স্থানীয় বাসিন্দা সুজিত রবিদাস বলেন, 'হঠাৎ করে দেখলাম কয়েকজন ওই গাড়িটিকে আটক করেছে। সেটি দুর্গাবাড়ির দিক থেকে পিএন রোডের দিকে যাচ্ছিল। ভিতরে দেখি কয়েকটি গোরু রয়েছে। আমাদের সন্দেহ, সেগুলি চুরি করে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।'

এরপর দশের পাতায়

পোশাকে সাজবে রেমোরা

ভুলুরা যত্নের অপেক্ষায়

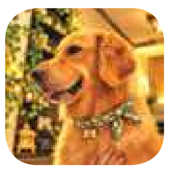

পুজো তো ওদেরও!

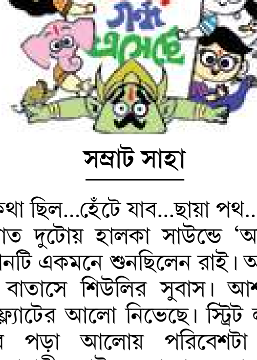

সম্রাট সাহা

কথা ছিল...হেঁটে যাব...ছায়া পথ...

রাত দুটোয় হালকা সাউন্ডে 'অন্তহীন'-এর গানটি একমনে শুনছিলেন রাই। আশ্বিনের রাত। বাতাসে শিউলির সুবাস। আশপাশের বাড়ি-ফ্ল্যাটের আলো নিভেছে। স্ট্রিট লাইটের ঠিকরে পড়া আলোয় পরিবেশটা আরও স্নিগ্ধ, মায়াবী। রাই দরজা খুলে ব্যালকনিতে দাঁড়ালেন। শিলিগুড়ির সুভাষপল্লির ফ্ল্যাটের ওই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গান শুনতে শুনতে তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছিল কলেজ জীবনের কথা। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, পুজোয় একসঙ্গে ঠাকুর দেখা, খাওয়া-দাওয়া। আরও কত্ত কী!

সেসব দিন কি ভোলা যায়! পুজো দরজায় কড়া নাড়ছে। পেশায় বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা রাই ভাবছিলেন, বাড়ির সবার জন্য কেনাকাটা মোটামুটি শেষ। চকোলেট-এর জন্যও তিনটি জামা কেনা হয়েছে। চারপেয়ে চকোলেট আদতে ল্যাবরাডর কুকুর। ধূপগুড়িতে রাইয়ের পৈতৃক বাড়িতে থাকে। বিস্কুট রং। মায়াভরা চাহনি। কখন যে সে পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে, কেউই টের পায়নি।

পুজোর দিনগুলিতে পরিবারের সঙ্গে হইহই করে কাটানোর অপেক্ষায় থাকেন রাই। অবশ্যই চকোলেট-এর সঙ্গে খুনশুটির অপেক্ষা। রাইয়ের কথায়, 'চকোলেট আমার সন্তানসম। পেশার সূত্রে বছরের বেশিরভাগ সময় শিলিগুড়িতে থাকি। সেকারণে ওকে খুব একটা সময় দেওয়া হয় না। পুজোর সময় তাই ওর যত সখ্য আমার সঙ্গে। দিনেরবেলা কাছেপিঠের মণ্ডপে ওকে নিয়ে যাই প্রতিবার। এবারও ইচ্ছে রয়েছে।'

এখন দুর্গাপুজো মানে শুধু একা বা পরিবারের সকলের সঙ্গে আনন্দ নয়, আনন্দের সমান অংশীদার হচ্ছে পোষ্যরা

বাড়ির আর পাঁচজনের মতো চকোলেট-এরও পুজোর পোশাক চাই। এক নয়, একাধিক। একটি পোশাকে চকোলেট-এর মন উঠবে কি না পরের কথা, কিন্তু রাইয়ের মন ভরে না। কী কী কিনেছেন চকোলেটের জন্য? রাই বললেন, 'অনলাইনে শেরওয়ানি, বো-টাই আর ব্যান্ডানা কিনেছি। পুজোয় চকোলেট পরবে। উৎসবে আমরা নতুন পরব, ও পরবে না, তা কেমন করে হয় বলুন!'

শুধু কি পোশাক, পুজোয় চকোলেট-এর ট্রিমিংয়ের পরিকল্পনাও রয়েছে রাইয়ে। একা রাই নন কিন্তু। এ গল্প রাইয়ের মতো আরও অনেক 'পেট-পেরেন্ট'য়ের। পোষ্যদের মালিক-মালকিনদের এটাই স্মার্ট পরিচয়-পেট-পেরেন্ট। তাঁদেরও বহু পরিকল্পনা পুজোয়। নিজের যত্ন, পোশাক, স্টাইল স্টেটমেন্ট নিয়ে তাঁরা যেমন সচেতন, তেমনই সতর্ক পোষ্যের যত্ন, তাকে সাজানো নিয়ে। শিলিগুড়ির আরাত্রিকা দাসের কথা ধরা যাক। নিজের ও পোষ্যের জন্য একই রংয়ের পোশাক কিনেছেন।

তিনি বললেন, 'নিজের জন্য অলিভ গ্রিন শাড়ি কিনেছি। আর জেরির (গোল্ডেন রিট্রিভার) জন্য একই রঙের বো-টাই। আর হ্যাঁ, সঙ্গে সানগ্লাসও।' ঠিক ধরেছেন, সানগ্লাস পরবে পোষ্যও। এতদিন পুজো মানেই ছিল পরিবারের সকলের নতুন জামা, প্যান্ডেল হপিং, আর জমজমাট খাওয়াদাওয়া।

এরপর দশের পাতায়

যৌন হয়রানি রুখতে কড়া শিক্ষা দপ্তর

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৩ অক্টোবর : কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি প্রতিরোধে এবার কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। রাজ্যের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবিলম্বে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি গঠনের নির্দেশ জারি করল স্কুল শিক্ষা দপ্তর। শুধু কমিটি গঠনই নয়, নির্দিষ্ট অনলাইন ফর্ম এবং ই-মেলের মাধ্যমে দ্রুত সেই কমিটির সদস্যদের বিস্তারিত তথ্য জমা দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা দপ্তরের এই কড়া নির্দেশিকা হাতে পেতেই আলিপুরদুয়ার সহ গোটা রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা এখন দ্রুত তা বাস্তবায়নে ব্যস্ত।

প্রাথমিক স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, মূলত ২০১৩ সালের 'কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানি (প্রতিরোধ, নিষেধাজ্ঞা ও প্রতিকার)' আইনটিকে সার্বিকভাবে কার্যকর করতেই এই উদ্যোগ। ওই আধিকারিকের কথায়, 'আইনে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে মহিলাদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে এই কমিটিগুলো গঠন করা হচ্ছে, যেখানে প্রায় ৭০ শতাংশ থাকছেন মহিলা সদস্য। সব স্কুল ইতিমধ্যে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ শুরু করেছে।'

শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, নির্দেশ জারির তারিখ থেকে আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে স্কুলগুলিকে। এই তথ্য সংগ্রহের সার্বিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকদের। তাঁরা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করবেন। নির্দেশিকায় স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, শুধু অনলাইন ফর্ম পূরণ করলেই চলবে না। তার পাশাপাশি, কমিটির সদস্যদের বিস্তারিত তথ্য সহ স্বাক্ষরিত নথির স্ক্যান কপি নির্দিষ্ট ই-মেল ঠিকানাতেও পাঠাতে হবে। অর্থাৎ, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে বিদ্যালয়গুলিকে উভয় পদ্ধতিতে তথ্য জমা দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা কম থাকায় কমিটি গঠনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। সেকথা মাথায় রেখে দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, পর্যাপ্ত সদস্য জোগাড় করতে অসুবিধা হলে এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদেরও এই কমিটিতে সদস্য হিসেবে যুক্ত করা যাবে। শিক্ষা দপ্তরের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষক মহল। জেলার একটি স্কুলের শিক্ষক পার্থ রায় বলেন, 'নতুন সরকার স্কুলে যেমন পড়ুয়াদের নিরাপত্তার ওপর জোর দিয়েছে, তেমনই শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের কথাও ভাবছে। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। ইতিমধ্যে আমাদের স্কুলের যাবতীয় তথ্য গুগল ফর্মে জমা করে দিয়েছি।'

এশিয়াটিক সোসাইটি-সাহিত্য সভার মউ

৫৩৯টি পুঁথির ডিজিটাল সংরক্ষণ

তন্দ্রা চক্রবর্তী

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : অবশেষে ডিজিটাল সংরক্ষণের পথে কোচবিহার সাহিত্য সভা লাইব্রেরি। গ্রন্থাগারে থাকা ৫৩৯টি শতবর্ষ প্রাচীন পুঁথিকে এবার ডিজিটাল সংরক্ষণ করা হবে। এজন্য কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে তিন বছরের মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের উদ্যোগে দেশজুড়ে প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষণের কাজ করছে জ্ঞান ভারত মিশন। সেই প্রকল্পের অধীনেই বিশেষজ্ঞরা কোচবিহারে এসে পুঁথিগুলির ডিজিটালাইজেশনের কাজ করবেন।

ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট পোর্টালের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও গবেষকরা ঘরে বসেই এই পুঁথিগুলি দেখতে ও গবেষণার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। এতে যেমন সংরক্ষণ সুনিশ্চিত হবে, তেমনি কোচবিহারের ইতিহাস নিয়ে গবেষণার নতুন দরজাও খুলবে বলে জানালেন গ্রন্থাগারের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি তথা বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক তাপস পাল।

এই গ্রন্থাগারে প্রায় সাড়ে পাঁচশোর বেশি প্রাচীন পুঁথি রয়েছে। বেশিরভাগই সংস্কৃত ভাষায় লেখা, কিছু বাংলায়। এই পুঁথিগুলির মধ্যে রয়েছে সংস্কৃত ব্যাকরণ, ধর্মশাস্ত্র, মহাভারতের অনুবাদ, মহারাজা প্রাণনারায়ণের সমসাময়িক কিছু পুঁথি, মহাভারতের আদিপর্ব, বিষ্ণুপ্রসাদম, অর্জুন মিশ্রের টিকা সংবলিত পুঁথি সহ বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। এই পুঁথিগুলির সবক'টিই বর্তমানে ন্যাশনাল মিশন ফর ম্যানুস্ক্রিপ্টের তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

গ্রন্থাগারটি প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে। তবে বৃহস্পতিবার সেটি বন্ধ থাকে। সেই অর্থে সাধারণ পাঠকের আনাগোনা কম হলেও ইদানীং গবেষকদের ভিড় বাড়ছে বলে জানান তাপস। বর্তমানে পুস্তক ও পুঁথির দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই রয়েছে।

শিলচর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ বিদেশ থেকেও প্রচুর গবেষক গ্রন্থাগারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। গ্রন্থাগারের সেক্রেটারি সিদ্ধার্থ সান্যাল জানান, কিছুদিন আগে উজবেকিস্তান থেকে একজন গবেষক এসে বৈষ্ণব ব্যাকরণের ওপর গবেষণার কাজ করে গিয়েছেন। আয়ুর্বেদের ওপর কাজ করার জন্য কানাডা থেকে এক গবেষক লাইব্রেরিতে মেল করেছেন। এছাড়া পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি সায়েন্সের ছাত্রছাত্রীরাও নিয়মিত যোগাযোগ করছেন। তবে একটা গ্রন্থাগার চালাতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, সেই অর্থের জোগান না থাকায় সমস্যার মুখে পড়তে হয়। সরকারি সাহায্য না মেলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সিদ্ধার্থ।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ এবং মহারানি ইন্দিরা দেবীর উৎসাহে কোচবিহারের প্রাচীন সম্পদ উদ্ধার, সংরক্ষণ এবং প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে কোচবিহার সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রিন্স ভিক্টর নিতেন্দ্রনারায়ণ। একসময় বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সহ নানা ধরনের দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা ও ঐতিহাসিক নিদর্শন এই লাইব্রেরিতে ছিল। পরবর্তীতে বহু জিনিসের আর খোঁজ মেলেনি। যা আছে, সেটুকুই যত্ন করে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন সদস্যরা। প্রাচীন পুঁথিগুলির ডিজিটালাইজেশন জরুরি হলেও, তা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য ছিল না তাঁদের। এবার সরকারি উদ্যোগে সেই স্বপ্নই পূরণ হতে চলেছে।

কোচবিহার সাহিত্য সভার লাইব্রেরিতে শতাব্দী প্রাচীন পুঁথি।

Govt. of West Bengal
Office of the Block Development Officer, Sadar Block, Jalpaiguri

আজ ১৪.১০.২০২৬ তারিখ নিম্নলিখিত সংঘ সমবায়ের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা ব্লক অফিস সহ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, সংঘ সমবায়ের অফিসে প্রকাশ করা হলো, বিস্তারিত জানতে ব্লক অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

সংঘ সমবায় সমূহ :
1. খড়িয়া ঐতির্য্য মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড
2. পাহারপুর সূর্য মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড
3. পাতকাটা অভিমুন্য মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড
4. মণ্ডলঘাট মন্দিরা মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড
5. বেলাকোবা প্রীতিলতা মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড
6. বারোপাটিয়া বৈশাখী মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড

Sd/- সহকারী রিটার্নিং অফিসার
সদর ব্লক, জলপাইগুড়ি

ভারত সরকার, রেলওয়ে মন্ত্রণালয়
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড (RRBs)
কেন্দ্রীভূত কর্মসংস্থান বিজ্ঞপ্তি (CEN) সংখ্যা - 07/2026

নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটাগরির (পূর্ব স্নাতক) বিভিন্ন পদে নিয়োগ
নির্দেশমূলক বিজ্ঞপ্তি

নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটাগরির (পূর্ব স্নাতক) বিভিন্ন পদের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। সমস্ত দিক থেকে সম্পূর্ণ আবেদনগুলি **শুধুমাত্র অনলাইন মোডের মাধ্যমে** জমা দিতে হবে (https://www.rrbapply.gov.in)।

আবেদন দাখিল করার তারিখ : 15/10/2026 (সম্ভাব্য)
আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : 13/11/2026 (রাত 23.59 ঘন্টা) (সম্ভাব্য)

পদের নাম	7ম CPC অনুযায়ী পে-লেভেল	মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড	01.01.2027 অনুসারে বয়স	আনুমানিক শূন্যপদ (সকল RRBs)
নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটাগরির (পূর্ব স্নাতক) বিভিন্ন পদ	লেভেল-2 এবং লেভেল-3	বিস্তারিত CEN অনুযায়ী	বিস্তারিত CEN অনুযায়ী	1,688

দ্রষ্টব্য:
1. প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের সময় তাদের প্রাথমিক তথ্য আধার ব্যবহার করে যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যাতে আধার যাচাই না করা আবেদনপত্রের নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে বিস্তারিত যাচাই-বাছাইয়ের কারণে অসুবিধা এবং বিলম্ব এড়ানো যায়।
2. আধার ব্যবহার করে সফলভাবে যাচাইকরণের জন্য আধারের নাম এবং জন্ম তারিখ আপডেট করতে হবে, যাতে দশম শ্রেণী পাশ করা সার্টিফিকেটে থাকা পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখের সাথে 100% মিল থাকে। একইভাবে, অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের আগে আধারটিতে নতুন ছবি এবং নতুন বায়োমেট্রিক্স (আঙুলের ছাপ এবং আইরিস) আপডেট করতে হবে।
3. এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকৃতিগতভাবে সম্পূর্ণ নির্দেশক প্রকৃতির (indicative), যা শুধুমাত্র সম্ভাব্য প্রার্থীদের আসন্ন বিস্তারিত CEN সম্পর্কে অবহিত রাখতে এবং আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় শংসাপত্র বা নথিপত্র প্রস্তুত রাখার উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে। এটিও স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, নিয়োগ সংক্রান্ত সমস্ত শর্তাবলী, যোগ্যতার মানদণ্ড, পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা কঠোরভাবে বিস্তারিত CEN নং 07/2026 (সময়ে সময়ে জারি হতে পারে এমন যেকোনো সংশোধনী সহ) অনুযায়ী হবে, যা শুধুমাত্র সমস্ত আরআরবি-এর সাধারণ ওয়েবসাইট অর্থাৎ https://rrb.indianrailways.gov.in-এ প্রকাশিত হবে। প্রার্থীরা এই সাধারণ ওয়েবসাইট থেকে পৃথক আরআরবি-এর ওয়েবপেজগুলোতে যেতে পারবেন।

নং- RRB/ADI/Advt./CEN/07/2026
তারিখ- 14.10.2026

চেয়ারপার্সন
রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড

'দালাল, প্রতারক, অবৈধভাবে চাকরি প্রদানের জালিয়াতি থেকে সতর্ক থাকুন।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
P.W.D e-TENDER NOTICE
NIT No.: WBPWD/AE/JESD/NIT 12e/T of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5079404_1. **Name of Work** Annual Comprehensive Maintenance of Split type, Window Type & Ductable type Air Conditioning system installed at Mother & Child Hub of Jalpaiguri Govt. Medical College & Hospital (district hospital campus) for the period of One (01) Year. The last date for submission of tender 06-11-2026 at 11:10 A.M. All details can be seen from the website – http://etender.wb.nic.in or http://www.pwdwb.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- A.K.DAN, AE/JESD/JALPAIGURI.
ICA-T19020(1)/2026

NOTICE
The undersigned invites NIeT issued Vide Memo No. 436/LA dt. 13.10. 2026, 437/LA dt. 13.10.2026, 438/LA dt. 13.10.2026, 439/LA dt. 13.10.2026 & 440/LA dt. 13.10.2026 i.c.w. LA project for (i) Kumedpur to Aluabari Road 3rd & 4th Railway Line Project, (ii) Gazole to Itahar new Railway Line, (iii) Raiganj to Dalkhola new Railway Line, (iv) Itahar to Raiganj new Railway Line & (v) Itahar to Buniadpur new Railway Line respectively. For details please visit **www.uttardinajpur.gov.in** & **www.tenders.wb.gov.in**
Sd/-
District Magistrate
Uttar Dinajpur

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e tender for the following works : NIeT-18 of 2026-27 of AE/MHSD [Sl No. 1]. 1. Road safety work in front of Ankur School from Ch. 0.60 km to 0.93 km of Odlabari Kranti Road under Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri. Rs. 4,46,912.00. 2. Odlabari Kranti Road from Ch. 0.00 kmp to Ch. 5.00 kmp, Painting of steel railing, concrete kerb, culvert in different stretches under Jalpaiguri Highway Division in the district of Jalpaiguri. Rs. 4,49,289.00. NIeT-18 of 2026-2027 of AE/MHSD [Tender ID: 2026_WBPWD_5079184_1]. 1. Bid submission start date (online): 14.10.2026 at 11:00 A.M. 2. Bid submission closing date (online) : 22.10.2026 at 12:30 P.M. 3. Bid opening date for Technical Evaluation (online) : 27.10.2026 at 1:00 P.M. Details of N.I.T and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Siddartha Mandal, Assistant Engineer, Mal Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Dte.
ICA-T19022(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E.NIT NO- CMOH/CBR/2026-2027/NHM/36(3RD Call)
E-Tender is hereby invited for instruments calibration for DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.tenders.wb.gov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB.
ICA-T18957(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged Tender Notice
General Manager, District Industries Centre, Cooch Behar under the Directorate of MSME, Govt. of West Bengal, invites e-tender vide no: 574/DIC-COB/E-TENDER/2026-27 dated 13-10-2026 and Tender ID No. 2026_MSME_1046177_1 from bonafide agency/ firm etc. Tender Documents and other relevant particulars in details may be seen from http://www.wbtenders.gov.in Sd/- General Manager, District Industries Centre, Cooch Behar
ICA-T19003(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
[1] Bid reference no.:- WBMSCL/NIT-821/2026; Dated–12/10/2026 "Electrical work for partition of two separate Isolation ward at Belda Super Speciality Hospital in the Dist Paschim Medinipur." [2] Bid reference no.:- WBMSCL/NIT-822/2026; Dated–12/10/2026 "SITC of AC machine at PP Unit at Ground Floor and female Ortho Ward at 4th floor including allied electrical installation work in Islampur Super Speciality Hospital in Uttar Dinajpur(3rd Call)." Last date of submission of bid (online) – 28.10.2026 up to 3:00 P.M. the tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in & www.wbtenders.gov.in on or after 14.10.2026 at 03:00 P.M. Clarification requests, if any may be sent to cpee@wbmsc.gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary to the Govt. of West Bengal, H&FWD.
ICA-T18965(2)/2026

PWD (GOVT. OF W.B) TENDER NOTICE
S.E./ N.B.C.C.-I, P.W.Dte. invites online e-tender for the works of:-
"Alipurduar - Patlakhaowa road from 0.150 Km to 0.320 Km, 0.528 Km to 0.780 Km, 1.100 Km to 1.800 Km, 5.740 Km to 6.240 Km -- Strengthening Work under Alipurduar Division, PWD in the district of Alipurduar."
Project ID: PD262754030S000
Estt. Amount: Rs. 5,04,72,138.00
e-NIT No.- WB/SE/NBCC-I/PWDte/eNIT- 09 /2026-2027 (1st Call)
Tender ID - 2026_WBPWD_ 5079507_1
Bid Submission start date (online) **14.10.2026 from 03.00 P.M.**
Bid Submission closing date (online) **04.11.2026 upto 03.00 P.M.**
Corrigendum if any will be published in website.
Details of N.I.T. and Tender documents may downloaded from:
http://tenders.wb.gov.in
Sd/-
S.E, NBCC-I, P.W.Dte.
Cooch Behar.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-NIT NO-CMOH/CBR/2026-2027/NTEP/38(2nd call)
Tender is hereby invited for Desktop under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.coochbehar.gov.in, www.tenders.wb.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti,CoB.
ICA-T18961(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE (2nd Call)
NIeT NO-CMOH/CBR/2026-2027/FOOD SAFTY/37(2nd Call)
E-Tender is hereby invited for engagement of third party auditing agency (FSSAI approved) under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.tenders.wbgov.in, www.coochbehar.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti,CoB.
ICA-T18963(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, PWD are invited Notice Tender no. WBPWD/EE/DDD/NIeT-04/2026-27_SL_01 - 03 for 3 (Three) nos. repairing building works of different hospitals under Dakshin Dinajpur District. Last date of Bid Submission 04-11-2026 upto 12:00 Hrs. All documents alongwith Corrigenda can be seen/obtained from the websites https://tenders.wb.gov.in and office notice board. Tender ID: 2026_WBPWD_5079375_1 to 3. Sd/- Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Division, P.W. Dte.
ICA-T19019(3)/2026

সমাবেশ কক্ষের ব্যবস্থা করা
টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৬/অক্টোবর/০১। নিচে উল্লেখিত কাজের জন্যে অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ) / ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: নিবিদা সংখ্যা. ডিওয়াইসিই-সিওএন-এমএলজি৩-বিএলডি-২০২৬-০১। কাজের নামঃ মাজুলী ওআরএইচ এর ছাদের উপরে সমাবেশ কক্ষের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ১,১৬,৫০,৮১৪.০৯/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৩৩,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে- ২৯-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in এ উপলব্ধ থাকবে।
উপ মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/এমএলজি-III/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. CON/2026/AUG/02, তারিখঃ 08-10-2026। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. CE/CON/NK/MB/2026/03। কাজের নামঃ নিউ বঙাইগাঁও - গোয়ালপাড়া টাউন - কামাখ্যা ডিএল প্রোজেক্ট-এর সাথে সম্পর্কিত আজারা - কামাখ্যা সেকশনে ব্রিজ নং. ৭৫৬-এর জন্য গার্ডার (2x24.40 CG + 1x106.70m OWG)-এর সরবরাহ, প্রস্তুতকরণ ও চালু, ব্রিজ নং. ৭৫০-এর জন্য পিএসসি স্ল্যাব (6x6.10m)-এর চালু ও সুরক্ষা কাজ; আপ ও ডাউন মেন লাইনের মধ্যে ক্রেন নির্মাণ, কেএম ১৭০/০-১৭৬/০ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। আনুমানিক মূল্যঃ ৩১,৮৭,২৭,৪৫০.৭০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৪:৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডার এবং যেকোনও সংশোধনীর বিশদ বিবরণ-এর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কামাখ্যা প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

গেজ ফেস লুব্রিকেটরের ব্যবস্থা করা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৮ অফ ২০২৬ তারিখঃ ০৮-১০-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা.এসআরডিইএনজিএইচওয়াই-১১-২০২৬। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার-নারেঙ্গি এবং চাংসারি-নারেঙ্গি-গেজ ফেস লুব্রিকেটরের ব্যবস্থা করা-১৫ টি সেট (৩ ডিগ্রি থেকে অধিক - ৭ সেট এবং ২ থেকে ৩ ডিগ্রী - ৮ সেট)। টেন্ডার রাশিঃ ২,৪০,০০,০০০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৭০,০০০/- টাকা। ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. এসআরডিইএনজিএইচওয়াই-১৪-২০২৬। কাজের নামঃ জিএসটি পাণ্ডুতে-ভূ পৃষ্ঠ থেকে ৩.০০ মিটার উচ্চতার কম্পাউন্ড ওয়াল (সর্বমোট দৈর্ঘ্য-৭৫০.০০ আরএম)। টেন্ডার রাশিঃ ১,৮৩,৫৮,২১৯.৪০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৭১,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ / খোলার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-১০-২০২৬ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ মণ্ডল অভিযন্তা/গুয়াহাটি
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আহমেদাবাদ - মালদা টাউন - আহমেদাবাদ স্পেশাল ট্রেন
আসন্ন দুর্গাপূজা, দীপাবলি ও ছট উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৯৪০১ / ০৯৪০২ আহমেদাবাদ - মালদা টাউন - আহমেদাবাদ স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ ও গঠন অনুযায়ী চলবেঃ-

আহমেদাবাদ - মালদা টাউন স্পেশাল			(০৯৪০১) (০৯৪০২)	মালদা টাউন - আহমেদাবাদ স্পেশাল		
দিন	পৌঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঃ	ছাঃ	দিন
বুধবার	--	১৫.৩০	↓ আহমেদাবাদ জং.	১৩.০০	--	রবিবার
	২০.৩৫	২০.৪০	রথলাম জং.	০৬.২৫	০৬.৩০	
বৃহস্পতিবার	০৯.৫৫	১০.০০	গোবিন্দপুরী	১৬.৩৫	১৬.৪০	শনিবার
শুক্রবার	০০.০২	০০.১২	পাটনা জং.	০৪.৫০	০৫.০০	
	০৫.৫৫	০৬.০০	ভাগলপুর জং.	২১.৪৫	২১.৫৫	শুক্রবার
	০৭.২৮	০৭.৩০	সাহিবগঞ্জ	১৯.৫৮	২০.০০	
	১০.০০	--	মালদা টাউন ↑	--	১৮.১০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি উভয় অভিমুখে পথিমধ্যে নাদিয়াদ জংশন, আনন্দ জংশন, ছায়াপুরি, গোধরা জংশন, নাগদা জংশন, কোটা জংশন, সোয়াই মাধোপুর, ইদগাহ আগ্রা জংশন, টুন্ডলা জংশন, এটাওয়া, সুবেদারগঞ্জ, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জংশন, বক্সার, আরা, দানাপুর, বখতিয়ারপুর জংশন, মোকামা জংশন, কিউল জংশন, অভয়পুর, জামালপুর জংশন, সুলতানগঞ্জ, কাহালগাঁও, বারহারওয়া জংশন এবং নিউ ফারাক্কা জংশন স্টেশনেও থামবে।
● চলাচলের তারিখ ও দিনঃ আহমেদাবাদ জংশন থেকে ০৯৪০১ঃ ১৪.১০, ২১.১০, ২৮.১০, ০৪.১১, ১১.১১, ১৮.১১ ও ২৫.১১.২০২৬ তারিখ (বুধবার) = ০৭ ট্রিপ এবং মালদা টাউন থেকে ০৯৪০২ ঃ ১৬.১০, ২৩.১০, ৩০.১০, ০৬.১১, ১৩.১১, ২০.১১ ও ২৭.১১.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ০৭ ট্রিপ।
● গঠন ঃ এসি ৩ টায়ার - ১২, স্লিপার ক্লাস - ০৮, এলএসএলআরডি - ০১, পাওয়ার কার - ০১ = মোট ২২টি কোচ; ● ক্যাটাগরি ঃ মেল/এক্সপ্রেস।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট
আমার ভোটার কার্ড নং WB/01/005/471074 যেখানে আমার বাবার নাম Upen Modak-এর পরিবর্তে শুধুমাত্র Mantu নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 28-07-2026, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Nikhil Chandra Modak, S/o Late Upen Modak এবং Nikhil Chandra Modak, S/o Mantu এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। Nikhil Chandra Modak, S/o Mantu-এর পরিবর্তে Nikhil Chandra Modak, S/o Late Upen Modak সঠিক নাম উপরোল্লিখিত ভোটার কার্ডে ব্যবহার করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম-শিমুলগুড়ি, পোঃ রাশিডাঙ্গা-II, থানা-কোতোয়ালি, জেলা-কোচবিহার। (C/123737)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
NIeT NO-CMOH/CBR/2025-2026/NVBDCP/39(3rd Call)
Tender is hereby invited for print and supply various printing items (flex,vinyl etc) under DH&FW Samiti, CoB for details please visit www.coochbehar.gov.in, www.tenders.wb.gov.in & www.wbhealth.gov.in Sd/- CMOH & Secretary, DH & FW Samiti, CoB.
ICA-T18962(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED NOTICE
Notice Inviting 'e' TENDER No.- WBIW/EE/TLBD/e-NIT-04/26-27 (2nd Call)
The Executive Engineer, Teesta Left Bank-Division, invites tender for 1 (One) no. work from the eligible and resourceful contractors having sufficient, necessary credential and financial capability for execution of works of similar nature. Bid Submission Start Date 14th October 2026 from 10:00 A.M. Bid Submission End Date is 03rd November, 2026 upto 10:00 A.M. under A.E/SDS(M)/GA head. Amount put to tender is below Rs. 35.00 lakhs for this work. For further details regarding "Scope of work" & "Opening of tenders", Please visit https://tenders.wb.gov.in (direct site). Sd/- (D. Rakshit), Executive Engineer, Teesta Left Bank Division, Oodlabari, Jalpaiguri.
ICA-T18953(3)/2026

অ্যাফিডেভিট
ভুলবশত আধার কার্ডে ও প্যান কার্ডে যথাক্রমে আমার নাম মুদ্রিত হয়েছে Suchitra Mandal ও Suchitra Sarkar. গত 31.08.26 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Suchitra Mandal Sarkar করা হলো। উল্লেখ্য, Suchitra Mandal Sarkar, Suchitra Mandal ও Suchitra Sarkar একজনেরই নাম। (S/N)

●

আমি আব্দুল লতিফ, গ্রাম+পোঃ ভাঙনি-১, দিনহাটা, কোচবিহার। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স (WB-632015 0956747)-এ ভুলবশত পিতার নাম Haydar Ali হওয়ায় দিনহাটা কোর্টে 13-10-2026 ইং তারিখে 8661 নং অ্যাফিডেভিটে তা Haidar Ali করা হলো। উভয়ই এক ব্যক্তি। (D/S)

●

আমার RC No. SPHH 0012555869, যেখানে আমার এবং আমার বাবার নাম Nripen Modak, S/o Upen Modak এবং আমার ভোটার কার্ড নং WB/01/005/471633 যেখানে আমার এবং আমার বাবার নাম Nripenchandra Modak, S/o Mantu নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 28.07.2026, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা উল্লেখিত Nripen Chandra Modak, S/o Upen Modak এবং Nripen Modak, S/o- Upen Modak এবং Nripendrachandra Modak, S/o- Mantu এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার এবং আমার বাবার সঠিক নাম সর্বত্র যেমন আমার রেশন কার্ড এবং ভোটার কার্ডে উল্লেখিত তথ্যাদির পরিবর্তে Sri Nripen Chandra Modak, S/o Upen Modak প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম- শিমুলগুড়ি, পোঃ- রাশিডাঙ্গা-II, থানা- কোতোয়ালি, জেলা-কোচবিহার। (C/123738)

মালদা টাউন-হরিদ্বার-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন
সংশোধনী
০৩৪৩৭/০৩৪৩৮ মালদা টাউন-হরিদ্বার-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন চলাচল সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষস্থিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে, ০৩৪৩৮ হরিদ্বার-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনটি হরিদ্বার থেকে পূর্বে প্রকাশিত ১৮.৪৫ ঘ.-এর পরিবর্তে ১৮.৩৫-ঘ.-তে ছাড়বে। অন্যান্য সকল বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

দ্য জাস্টিস (অবসরপ্রাপ্ত) আর.এম লোধা কমিটি (পিএসিএল লিমিটেডের বিষয়ে)
জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
দিল্লি, পশ্চিম দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ-হাওড়া এবং মধ্যপ্রদেশ, বালাঘাটে অবস্থিত পিএসিএল লিমিটেডের সম্পত্তির ই-নিলাম।
১. বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) আর.এম লোধা কমিটি (পিএসিএল লিমিটেডের বিষয়ে) সুব্রত ভট্টাচার্য বনাম সেবি (SEBI) এবং অন্যান্য সিভিল আপিল নং ১৩৩০১/২০১৫ সম্পর্কিত বিষয়ে মহামান্য ভারতের উচ্চতর আদালত কর্তৃক ২রা ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে প্রদত্ত আদেশের অধীনে গঠিত যাতে পিএসিএল লিমিটেড দ্বারা ক্রয়কৃত জমি বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ বিনিয়োগকারীদের দেওয়া যায়। উপরোক্ত বিষয়ে মহামান্য ভারতের উচ্চতর আদালত কর্তৃক ৮ই অগাস্ট ২০২৪ সালের প্রদত্ত আদেশ অনুপালনে **দিল্লি-পশ্চিম দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ-হাওড়া এবং মধ্যপ্রদেশ-বালাঘাটে** অবস্থিত সম্পত্তিগুলির ই-নিলাম শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং ফলস্বরূপ এই প্রোপোজালের অনুরোধ (RFP) জারি করেছে যা https://www.sebi.gov.in/notice-for-eoi-proposals.html এবং https://www.bankeauctions.com-এ দেখা যেতে পারে।
২. সম্পত্তিগুলির নথিপত্র https://sebipaclproperties.com এবং https://www.bankeauctions.com-এ উপলব্ধ রয়েছে।
৩. আরএফপি-তে উপলব্ধ ই-নিলামে অংশগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণ এবং আরএফপি প্রধান তারিখগুলি নিম্নে উল্লেখ্যঃ-
- **আরএফপি প্রকাশের তারিখ** - ১৪ই অক্টোবর, ২০২৬
- **দরপত্র জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ** - ১৪ই অক্টোবর, ২০২৬
- **দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময়** - ২০শে নভেম্বর, ২০২৬ (বিকেল ০৫:০০টা)
- **ই-নিলাম শুরুর তারিখ** - ৭ই ডিসেম্বর, ২০২৬ (সকাল ১১:০০টা)

প্রযোজ্য শর্তাবলিঃ-
৪. সমস্ত সম্পত্তি 'যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা কিছু আছে'-ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে এবং ক্রেতা এই বিষয় সংক্রান্ত সমস্ত দাবি, দায়বদ্ধ এবং/অথবা দায়বদ্ধতার জন্য দায়ী থাকবে।
৫. এই বিজ্ঞপ্তি এবং আরএফপি-তে উল্লেখ করা সম্পত্তিগুলির বিবরণ বিক্রেতার কাছে উপলব্ধ বিবরণ অনুযায়ী প্রদান করা হয়েছে এবং কোনও কারণেই সম্পত্তির পরিমাণের পরিবর্তনের জন্য বিক্রেতা বা সংস্থা কোনওভাবেই দায়ী নয়।
৬. কমিটি কোনওভাবেই সম্পত্তি/তাদের মালিকানা সংক্রান্ত দলিলের কোনও অসংগতির জন্য দায়ী থাকবে না এবং দরদাতাদের সম্পত্তির স্বত্ব মালিকানার বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করার পরবর্তীতে দরপত্র জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে।
cbc 15204/11/0121/2627

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭৯০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪১৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২০৯০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২১০০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

রিফিউজি রাত ৯.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.১৫ কেলোর কীর্তি, ১০.৩০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, দুপুর ১.৩০ সংঘর্ষ, বিকেল ৫.০০ সাত পাকে বাঁধা, রাত ৯.৩০ গোলমাল
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ সাথী আমার, দুপুর ১.৩০ শুভদৃষ্টি, বিকেল ৫.০০ লে হালুয়া লে, রাত ৯.৩০ রিফিউজি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বৌমা, বেলা ১১.৩০ অভিমান, দুপুর ২.০০ বাবা কেন চাকর, বিকেল ৫.০০ কমলার বনবাস, সন্ধে ৭.০০ হাঁদা ভোঁদা, রাত ৯.১০ ওস্তাদ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রিয়জন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সাগর বন্যা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় সামান্য মন্দা। বাবার পরামর্শে সাংসারিক সমস্যা মিটবে। বৃষ : আজ কোনও শুভ যোগাযোগ হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির আশা। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। মিথুন : চিকিৎসায় সাফল্য মিলবে। বাড়ির কোনও কাজে অর্থব্যয় হবে। বন্ধুর সঙ্গে অকারণেই বিতর্কে মানসিক কষ্ট। কর্কট : আজ কাজে উদ্যম বাড়বে। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের ইচ্ছাপূরণ। পেটের কারণে ভোগান্তি। সিংহ : পাওনা আদায় নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও কাজ নিয়ে অসম্পূর্ণতা থাকবে না। প্রেমে সাফল্য। কন্যা : বন্ধুর দ্বারা ক্ষতি হতে পারে। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ। তুলা : ঋণমুক্তিতে আজ স্বস্তি মিলবে। আপনার উদারতার সুযোগ নিয়ে কেউ অন্যায় কাজ করতে পারে। সৃজনশীল কাজে স্বীকৃতি। বৃশ্চিক : বিশ্বাস করে কাউকে টাকা ধার দিয়ে অনুতাপ করতে হতে পারে। বাড়ি সংস্কারে অর্থ ব্যয়। পথে বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। ধনু : জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ করে আনন্দ। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে তেমন কোনও ঝুঁকি নেই। মায়ের রোগমুক্তি। মকর : সংসারের ছোট্ট সদস্যটির জন্য অর্থব্যয়। ব্যবসায় জটিলতা বৃদ্ধি পাবে। বিজ্ঞানী ও অধ্যাপকগণের শুভ যোগ। কুম্ভ : সৎকাজে ব্যয় করে আনন্দ। পাওনা আদায়ে মানসিক শান্তি। মীন : চিকিৎসায় সাফল্য মিলবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে চলা বিবাদের মীমাংসা হবে।

দিনপঞ্জি

২৬ আশ্বিন, ভাঃ ২২ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর,২০২৬, ২৬ আহিন, সংবৎ ৪ আশ্বিন সুদি, ২ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৩৭, অঃ ৫।১১। বুধবার, চতুর্থী রাত্রি ১১।৫১। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ৩।৫৫। আয়ুষ্মানযোগ রাত্রি ৯।৪০। বণিজকরণ দিবা ১১।৬ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১১।৫১ গতে ববকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৩।৫৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-নৈর্‌ঋতে, রাত্রি ১১।৫১ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৮।৩০ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২৪ গতে ১২।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩০ গতে ৪।৩ মধ্যে। যাত্রা-শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৮।১৫ গতে নৈর্‌ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, রাত্রি ১১।৫১ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ২।৩০ গতে যাত্রা নাই, শেষরাত্রি ৪।৩ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-চতুর্থীর একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। মানচতুর্থীব্রত। পূর্বাহ্ন ৯।২৮ মধ্যে কিন্তু কালবেলানুরোধে দিবা ৮।৩০ মধ্যে শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর শুক্লাচতুর্থীবিহিত পূজা প্রশস্তা। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৩৩ মধ্যে ও ৭।১৮ গতে ৮।২ মধ্যে ও ১০।১৪ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৬।৩৫ মধ্যে ও ৮।১৯ গতে ৩।১৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৬।৩৩ গতে ৭।১৮ মধ্যে ও ১।১১ গতে ৩।২৩ মধ্যে

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শারদোৎসবে বাজছে সম্প্রীতির সানাই

মা আসছে

জাকির হোসেন

শুকটাবাড়ি, ১৩ অক্টোবর : দেশের নানা প্রান্তে হিন্দু-মুসলিম নিয়ে রাজনীতির শেষ নেই। তারই মধ্যে সম্প্রীতির অন্য ছবি ধরা পড়ছে কোচবিহার-১ ব্লকের শুকটাবাড়িতে। দুর্গাপুজোর আয়োজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষ। চাঁদা সংগ্রহ থেকে প্রতিমা বিসর্জন, সব কাজেই রয়েছে তাঁদের যৌথ অংশগ্রহণ। বড় বাজেট নয়, পারস্পরিক সহযোগিতাই মহিলা পরিচালিত শুকটাবাড়ি সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির মূল শক্তি।

সংখ্যালঘু অধ্যুষিত শুকটাবাড়ি বাজারের একমাত্র দুর্গোৎসব এবার হীরক জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কের ধারে বাজারের কালী মন্দির চত্বরে পুজোর আয়োজন চলছে। বাড়ির হেঁশেল সামলে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত কমিটির মহিলারা। পুজোর কয়েক দিন ধরে থাকবে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। বাজেট লক্ষাধিক টাকা। ইতিমধ্যে মণ্ডপ তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে বাজারে ভিড় জমবে বলে আশা আয়োজকদের। ধর্মীয় পরিচয়ের ভিন্নতা পুজোর কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। বরং একসঙ্গে আয়োজন সামলাতে গিয়ে তৈরি হয় পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সৌহার্দ্যের পরিবেশ।

কালী মন্দিরের সামনে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। শুকটাবাড়ি বাজারে।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, সরকারি অনুদান না মিললেও পুজোর নিয়মনীতি পালনে কোনও খামতি থাকবে না। পুজো কমিটির সভানেত্রী সবিতা কার্জির কথায়, 'সকলে সারাবছর একসঙ্গে বসবাস করি। সকলে মিলে পুজো সুন্দরভাবে পরিচালনা করি। চাঁদা সংগ্রহ থেকে প্রতিমা বিসর্জন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি। পুরুষরাও ভীষণভাবে সহযোগিতা করেন।'

পুজো কমিটির সহ সম্পাদিকা অঞ্জনা রায় ও মুক্তি কার্জি জানালেন, বাজারের একমাত্র পুজোয় সবাই ঘুরতে আসে। কচিকাঁচারা কুইজ, কবিতা আবৃত্তি, আরতি সহ নানা আয়োজনে অংশ নেয়। সম্প্রীতির মেলবন্ধনই তাঁদের মূল হাতিয়ার। স্থানীয় ব্যবসায়ী হাসিনুর রহমান বললেন, 'সকলে মিলে চাঁদা সংগ্রহ করি আবার একসঙ্গে বসে প্রসাদ খাই। সর্বজনীন দুর্গাপুজো সবার পুজো।' স্থানীয় আবদুল গফফারের দাবি, 'আমাদের দুর্গোৎসব সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সম্প্রীতির অনন্য নজির হয়ে থাকবে।' এ পুজো শুধু উৎসবের আয়োজন নয়, এলাকার মানুষের মিলেমিশে থাকারও ছবি। ধর্মের পরিচয় আলাদা হলেও পুজোর কাজে তাঁদের একসঙ্গে পথ চলাই শুকটাবাড়ির সম্প্রীতির বার্তা।

পুজোর আগে বক্সার জট কাটা কঠিন

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : 'হয় এবার, না হলে নেভার'— এই স্লোগানকে সামনে রেখেই লাগাতার আন্দোলন করছেন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা। অন্যদিকে, বন দপ্তর সহ জেলা প্রশাসনের কর্তারা 'ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ' নীতি নিয়ে চলেছেন। আন্দোলন ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে শেষপর্যন্ত উঠে যাবে বলেই মনে করছে প্রশাসন। দুই পক্ষই নিজেদের জায়গায় অনড় থাকায় পুজোর মরশুমে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পকে ঘিরে পর্যটন যেন অলীক স্বপ্ন হওয়ার পথে। সমাধানসূত্র বের হচ্ছে না। আর দুর্গাপুজোর মুখে ভরা পর্যটন মরশুমে ফাঁকা বক্সা, জয়ন্তীর মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলো। কিছু পর্যটক এলেও তাঁরা ঘুরে চলে যাচ্ছেন, কেননা জঙ্গল সাফারিই হচ্ছে না।

মঙ্গলবার রাজাভাতখাওয়ায় ধর্না অষ্টম দিনে পা দিল। এদিন আন্দোলনকারীরা বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর, দুই ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর, পুলিশ সুপার, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চিঠি দিয়ে আন্দোলনের কারণ জানিয়েছেন। গত ১০ অক্টোবর রাজাভাতখাওয়ায় রাস্তা অবরোধ করে বড় আন্দোলন করার পর আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসে আধিকারিকরা জানান, কেন আন্দোলন হচ্ছে এবং যে দাবিগুলো করা হচ্ছে সেগুলোর পিছনে কী কী বিষয় যুক্ত রয়েছে, তা বিস্তারিত লিখে জানাতে হবে। সেইমতো এদিন লিখিতভাবে তা জানানো হয় মহা গ্রামসভা যৌথ সংগ্রাম কমিটি এবং উত্তরবঙ্গ বনজন শ্রমজীবী মঞ্চের তরফে। এদিন আন্দোলনকারীদের মধ্যে লালসিং ভুজেল বলেন, 'রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট তুলে দেওয়া আমাদের মূল দাবি। সেইসঙ্গে আরও কিছু দাবি রয়েছে। প্রশাসন লিখিতভাবে দাবির কথা জানাতে বলেছে। সেটা জানানো হল। এবার প্রশাসন কী করবে, সেটা দেখার। সমস্যা না মিটলে ধর্না চলবে।' আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা বলেন, 'চিঠি দেখে আলোচনা হবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।'

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অন্তর্গত ১৮টি গ্রামের বাসিন্দারা আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। নিজেদের পর্যটন ব্যবসার ক্ষতি করেই আরও আন্দোলন করার হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন তাঁরা। ওই গ্রামগুলোর মূল উপার্জনের রাস্তা পর্যটন, যা বর্তমানে সংকটের মুখে। গত ৬ অক্টোবর থেকে লাগাতার ধর্না চলছে। বন দপ্তর অবশ্য ১০ অক্টোবর থেকে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পর্যটন নিয়ে বিধিনিষেধ তুলে দিয়েছে। পর্যটকরা আসতে পারবেন, সাফারি করতে পারবেন। খাতায়-কলমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও বাস্তবে সেটা নয়। সাফারির চালকরা গাড়ি চালাচ্ছেন না। অনেক পর্যটক ব্যবসায়ী বুকিং নিচ্ছেন না। কয়েকজন বুকিং নিলেও পর্যটকরা এসে হতাশ হচ্ছেন, কেননা বক্সার মূল আকর্ষণ জঙ্গল সাফারি হচ্ছে না।

প্রশাসনকে চিঠি আন্দোলনকারীদের

চাষের জল নিয়ে ক্ষোভ

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের পূর্ব বনচুকামারিতে ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পের বেহাল দশায় ক্ষোভ বাড়ছে চাষিদের মধ্যে। আগের তুলনায় অনেক কম জল পাওয়া যাচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁদের। বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার ২ ব্লকের বিডিও-কে ফোন করা হলে তিনি ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

১৯৮৪ সালে তৈরি এই প্রকল্পে নদী থেকে জল তুলে খেতে দেওয়ার ব্যবস্থা (আরএলআই) রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যন্ত্রপাতি পুরোনো হয়ে যাওয়ায় এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঠিকমতো জল উঠছে না। জল সরবরাহের অফিসটির অবস্থাও ভগ্নপ্রায়। ভেঙে পড়ছে দেওয়াল, দরজা-জানলা নষ্ট।

কৃষক গগনচন্দ্র রায়ের ক্ষোভ, 'শীতের দিনে নদীতে জল কমে গেলেই সমস্যা আরও বাড়ে। সরকার যদি নতুন মেশিন বসিয়ে ভবনটা সারিয়ে দেয়, তাহলে আমরা বাঁচি। সবসময় জল পেলে চাষের কাজে খুব উপকার হবে।'

প্রাক্তন ফরওয়ার্ড ব্লক বিধায়ক দীপক সরকারও। তাঁর দাবি, দ্রুত সংস্কার না হলে এলাকার কৃষিকাজ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায় জানিয়েছেন, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে।

হাতির তাণ্ডব

নাগরাকাটা, ১৩ অক্টোবর : সোমবার গভীর রাতে বামনডাঙ্গা চা বাগানে হানা দিয়ে দুটি হাতি একটি র‍্যাশন দোকান তছনছ করে দেয়। প্রেম আগরওয়াল নামে এক ডিলারের র‍্যাশন দোকান ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে হাতি দুটি। তিন বস্তা চিনি, চার বস্তা গম ও চার বস্তা ময়দা খেয়ে মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ ফের জঙ্গলে ফিরে যায় হাতি দুটি।

দপ্তরে কর্মীসংকট, রেশম চাষ তলানিতে

জয়দীপ রায়

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : কোচবিহারের সেরিকালচার ফার্ম এবং ডেপুটি ডিরেক্টর অফ সেরিকালচার অফিসের অবস্থা বর্তমানে শোচনীয়। তীব্র কর্মী সংকটে জেরবার গোটা দপ্তর। কর্মীর অভাবে ধুঁকছে রেশম চাষ, যা একসময় জেলার গর্ব ছিল।

শহর সংলগ্ন খাগড়াবাড়িতে ১৭ একর জমির উপর অবস্থিত কোচবিহার সেরিকালচার ফার্ম এবং ডেপুটি ডিরেক্টর অফ সেরিকালচার অফিস। এটি গোটা জেলার রেশম চাষের প্রধান অফিস। এর অধীনে জেলায় চারটি শাখা অফিস এবং চারটি ফার্ম রয়েছে। ডেপুটি ডিরেক্টরের অফিসে ২৪ জন বিভিন্ন ক্যাটিগোরির স্টাফ থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে কর্মীসংখ্যা মাত্র চারজন। অন্যদিকে, ফার্মে ১৮ জন কর্মী থাকার কথা থাকলেও রয়েছেন মাত্র দুজন। একই অবস্থা জেলার বাকি ফার্মগুলিরও।

কর্মীর অভাবে জেলার অন্যান্য জায়গায় থাকা সেরিকালচারের শাখা অফিসগুলিকে তুলে এনে কোচবিহার অফিসের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই কর্মী সংকটের সরাসরি প্রভাব পড়েছে উৎপাদনে। ২০১৬ সালের তুলনায় ২০২৬ সালে এসে মালবেরি সিট ককুন এবং মুগার ফলন কমে গিয়েছে প্রায় কয়েকগুণ। কোচবিহারে এই দপ্তর চালু হওয়ার পর ২০১৬ সাল পর্যন্ত কোচবিহারে রেশম চাষ ভালো হত। তবে ধীরে ধীরে সেই গরিমা তলানিতে এসে ঠেকেছে।

সেরিকালচার দপ্তর সূত্রে খবর, আগে বছরে পাঁচটি সিজনে প্রায় ২.৫০ কোটি মালবেরি সিট ককুন উৎপন্ন হত, বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩ থেকে ৪ লক্ষে। একইভাবে আগে মুগা চাষ হত বিপুল পরিমাণে। বর্তমানে তা এসে দাঁড়িয়েছে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষে। এখন কর্মীর অভাবে উৎপাদনও খুব একটা ভালো হচ্ছে না।

ডেপুটি ডিরেক্টর অফ সেরিকালচার অফিস। খাগড়াবাড়িতে।

- ডেপুটি ডিরেক্টরের অফিসে ২৪ জন বিভিন্ন ক্যাটিগোরির স্টাফ থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে কর্মীসংখ্যা মাত্র চার
- ফার্মে ১৮ জন কর্মী থাকার কথা থাকলেও রয়েছেন মাত্র দুজন, একই অবস্থা জেলার বাকি ফার্মগুলিরও
- ২০১৬ সাল পর্যন্ত কোচবিহারে রেশম চাষ ভালো হত, তবে ধীরে ধীরে সেই গরিমা তলানিতে এসে ঠেকেছে

শুধু উৎপাদনই নয়, চাষিদের সংখ্যাও কমতে কমতে তলানিতে ঠেকেছে। একসময় জেলায় পাঁচশোর বেশি চাষি রেশম চাষের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বর্তমানে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১০০ থেকে ১৫০ জনে। কোচবিহার ফার্মের এবং অফিসের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও পুরোনো হয়ে গিয়েছে। সেগুলিতেও আরও আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন।

এ বিষয়ে কোচবিহার সেরিকালচারের এক আধিকারিক বলেন, 'বিষয়টি আমি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বারবার জানিয়েছি। আমাদের ফার্মে ১৮ জনের মধ্যে একজন, আর ডেপুটি অফিসে ২০ জনের মধ্যে চারজন দিয়ে কাজ চালানো সত্যিই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। কর্মী নেই বলে আমরা চাষিদের সময়মতো পরিষেবা দিতে পারছি না। উৎপাদন কমছে। কোচবিহার রেশম চাষের জন্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট জায়গা, কিন্তু লোকবল না থাকলে এই শিল্পকে বাঁচানো মুশকিল। দ্রুত কর্মী নিয়োগের জন্য আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি।'

কোচবিহারের আবহাওয়া এবং মাটি মালবেরি ও মুগা চাষের জন্য অত্যন্ত উৎকৃষ্ট বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং কর্মী থাকলে এই জেলা থেকেই বিপুল পরিমাণ রেশম উৎপাদন সম্ভব। কিন্তু দপ্তরের কর্মী সংকটের জেরে সেই সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এনিয়ে কোচবিহার উত্তরের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, 'আগের সরকারের শিল্পের দিকে কোনও ঝোঁক ছিল না। সরকার বদলেছে। ওই দপ্তরকে কীভাবে ফের পুরোপুরি সচল করা যায় তা খতিয়ে দেখা হবে।'

শৌচাগারের খোঁজে শহরে চক্কর

মাথাভাঙ্গা, ১৩ অক্টোবর : উৎসবের আলোয় সেজেছে চারপাশ। হাতেগোনা আর মাত্র কয়েকটা দিন। তাই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মাথাভাঙ্গা শহরের বাজারগুলিতে পুজোর শেষমুহূর্তের কেনাকাটায় উপচে পড়া ভিড়। কিন্তু এই উৎসবের আনন্দটা কখনও ফিকে হয়ে যাচ্ছে একটি ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবার অভাবে। শহরের প্রাণকেন্দ্র চৌপথি, ইমিগ্রেশন রোড, বাজার রোড থেকে শুরু করে শীতলকুচি রোড— সর্বত্রই ক্রেতা ও বিক্রেতাদের ভিড় লেগেই রয়েছে। অথচ, এই ব্যস্ততম বাণিজ্যিক চত্বরে মহিলাদের জন্য একটিও পরিষ্কার বা ব্যবহারযোগ্য সুলভ শৌচাগার নেই। দীর্ঘদিনের এই সমস্যায় ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের দরজায় বারবার কড়া নাড়তে নাড়তে রীতিমতো ক্লান্ত। শৌচাগারের অভাবে পুরুষেরা বাধ্য হয়ে যত্রতত্র শৌচকর্ম সারলেও, সবচেয়ে শোচনীয় এবং অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়ছেন বাইরে থেকে আসা মহিলারা। পুজোর মুখে শান্তিতে কেনাকাটা করারও জো নেই তাঁদের।

ঠিক যেমন মঙ্গলবার চরম অস্বস্তিতে পড়েন ধূপগুড়ির এক মহিলা ক্রেতা। মাথাভাঙ্গা শহরের একটি ওষুধের দোকানে ডাক্তার দেখাতে এসে তিনি 'ওয়াশরুমে'র খোঁজ করেন। তখন দোকানের মালিক তাঁকে জানান, অনেকটা দূরে মাথাভাঙ্গা এনবিএসটিসি বাস টার্মিনাসে যেতে হবে। অগত্যা তাঁকে ছুটতে হয় সেখানেই। একই রকম ভোগান্তির শিকার জামালদহ থেকে স্বামী-সন্তানকে নিয়ে পুজোর কেনাকাটা করতে আসা এক বধূ। একটি বস্ত্র বিপণিতে তিনি শৌচাগারের খোঁজ করায়, দোকানের তরফে তাঁকে চৌপথি সংলগ্ন একটি সিনেমা হলের শৌচাগার ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় পুরসভার দুটি শৌচাগার থাকলেও, একটিতে চিরস্থায়ী তালা ঝুলছে। আর অন্যটি নিয়মিত সাফাই না হওয়ায় দুর্গন্ধ ও নোংরায় ব্যবহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য অবস্থায়।

চৌপথি এলাকার এক ব্যবসায়ী কৌশিক দে-র ক্ষোভ, ''চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় 'পে অ্যান্ড ইউজ' পদ্ধতিতে একটি সুলভ শৌচাগার অত্যন্ত প্রয়োজন। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই পুরসভার কাছে আমরা ব্যবসায়ীরা দাবি জানিয়ে আসছি।''

শহরের বাসিন্দা তথা বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক মনোজ ঘোষের বক্তব্য, 'শীতলকুচি রোডে পুরসভার মার্কেট কমপ্লেক্সের পেছনে বর্তমানে যে বেহাল শৌচাগারটি রয়েছে, সেখানে অত্যাধুনিক সুলভ শৌচাগার তৈরির প্রস্তাব পুরসভা কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে।' এদিকে, মাথাভাঙ্গা পুরসভার নির্বাহী আধিকারিক স্বপনকুমার পাত্রের দাবি, 'চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় সুলভ শৌচাগার তৈরির জায়গা না থাকায় সেখানে তা তৈরি করা যাচ্ছে না।'

হতাশ ব্যাবসায়ীরা

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ নং: এমসি_এসসি_গৌড় ইএক্সপি_এসডিএইচ_২০২৬। তারিখ: ১০.১০.২০২৬ সিনিয়র ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, রুম নং: ৪২, ১ম তলা, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সক্ষমতা সম্পন্ন খ্যাতনামা ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিচে উল্লিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে "সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেম"-এ সিলমোহরযুক্ত খোলা টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম/বিবরণ:** "এক বছরের জন্য ১৩১৫৩/৫৪ গৌড় এক্সপ্রেসে লিনেন বিতরণ পরিষেবা" **টেন্ডারের মূল্য:** ₹ ৫৯৩৭৫৬০.২০। **বায়না মূল্য:** ₹ ১১৮৮০০.০০। **চুক্তির মেয়াদ মাসে:** ১২ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ১৯.১০.২০২৬। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০২.১১.২০২৬ তারিখে ১৫.০০ টায়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়:** ০২.১১.২০২৬ তারিখে ১৫.০০ টায়। ই-টেন্ডার নোটিশ এবং কাজের যোগ্যতার মাপকাঠি সহ টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in (ওয়েবসাইট ইউআরএল) থেকে দেখা ও ডাউনলোড করা যেতে পারে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না। SDAH-261/2026-27

পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পুজোর দিনগুলোয় আপনাদের পরিষেবায় WBSEDCL

২৪ ঘন্টা কন্ট্রোল রুম খোলা

দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো এবং ছট পুজোর ছুটিতে বিদ্যুৎ ভবনে ডিস্ট্রিবিউশন কন্ট্রোল রুম ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে। গ্রাহকদের সুবিধার্থে কিছু জরুরি ফোন নম্বর নিচে দেওয়া হল :

বিদ্যুৎ ভবন কন্ট্রোল রুমে দিনরাতের যোগাযোগ নম্বর
8900793503/8900793504

- 24x7 হেল্পলাইন পরিষেবা : 19121
- বিদ্যুৎ না থাকলে SMS করুন : 8422990336
- বিদ্যুৎ না থাকলে (WhatsApp)-এ জানান : 8433719121
- বিদ্যুৎ না থাকলে মিসড কল দিন : 8422990337
- বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি বা বিপদ দেখলে জায়গার নাম সহ ছবি (WhatsApp) করুন : 9230962100

ক্যাশ অফিসও আপনার জন্য খোলা

পুজোর ছুটিতেও প্রিয় গ্রাহকদের সুবিধার্থে **WBSEDCL**-এর প্রত্যেক রিজিওনাল অফিস ও কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের (সিসিসি'র) আওতায় সকল ক্যাশ কালেকশন কাউন্টার এবং বিদ্যুৎ ভবনে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কমার্শিয়াল)-এর অধীনে ক্যাশ কালেকশন কাউন্টার **১৫.১০.২০২৬, ১৬.১০.২০২৬, ২৩.১০.২০২৬, ২৬.১০.২০২৬, ১০.১১.২০২৬, ১২.১১.২০২৬** এবং **১৬.১১.২০২৬** তারিখে খোলা থাকবে। ছুটির এই দিনগুলিতে ক্যাশ কালেকশন কাউন্টার **সকাল ৯:৩০** থেকে **দুপুর ৩:৪৫** পর্যন্ত খোলা থাকবে।

WBSEDCL আপনাকে জানায় পুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ)
রেজিস্টার্ড অফিস : বিদ্যুৎ ভবন, ব্লক-ডি জে, সেক্টর-II, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১
CIN : U40109WB2007SGC113473, www.wbsedcl.in
WBSEDCL
ICA-D1600(21)/2026

রসিকবিলে তৈরি হচ্ছে শিশুদের উদ্যান

সায়নদীপ ভট্টাচার্য ও জয়দীপ রায়

বক্সিরহাট ও কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : যে কোনও মেলায় ঘুরতে গেলে শিশুদের চোখ পড়ে মিকি মাউস বাউন্স স্লাইডের দিকে। আরও কত কী যে তাদের নজর কাড়ে, গুনে শেষ করা যাবে না। তবে এবার এই আনন্দগুলো নেওয়ার জন্য আর মেলা পর্যন্ত অপেক্ষার দরকার নেই। রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে তৈরি হচ্ছে নতুন শিশু উদ্যান। সেখানেই বসানো হচ্ছে এমন স্লাইড। শুধু মিকি মাউস নয়, প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দোলনা, স্প্রিং রাইডার, সি-স, স্লিপার সহ উন্নতমানের খেলার সামগ্রী বসানোর কাজ চলছে সেই উদ্যানে। শীতের মরশুমে শিশুদের আকর্ষণ বাড়াতে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রসিকবিল মিনি জু চত্বরে প্রায় বিঘেখানেক এলাকাজুড়ে শিশু উদ্যান গড়ে তোলা হচ্ছে। সেই উদ্যানে প্রবেশের জন্য আলাদা টিকিট কাউন্টার খোলা হবে বলে বন দপ্তর জানিয়েছে।

রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে এতদিন শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য পার্ক না থাকায় অভিভাবকরাও বিমুখ ছিলেন। শীতের মরশুম মানেই দুপুরের মিঠে রোদের পর শিশুদের নিয়ে পার্কে যাওয়া। সেখানে খেলে বেড়ানোর স্বাধীনতা শিশুমনে আনন্দ জাগায়। তাই রসিকবিল মিনি জু চত্বরে শিশু উদ্যান গড়ছে বন দপ্তর। সেজন্য ঝুলন্ত সেতুর পাশের জায়গাটি বেছে নেওয়া হয়েছে। কোচবিহারের এক বনকর্তা বলেন, 'একঘেয়ে রুটিন থেকে বেরিয়ে সুন্দর পরিবেশে খেলে শিশুদের মন যাতে ভালো থাকে, সেজন্য এই উদ্যোগ।'

রসিকবিল মিনি জু-তে পার্ক তৈরির কাজ চলছে।

জেলা পরিষদের তরফে কিছু খেলনার জিনিসপত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রায় ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দে শিশু উদ্যানকে ফুটিয়ে তোলার কাজ চলছে। নভেম্বরের মধ্যেই পুরো কাজ শেষ করার আশায় দপ্তর।

মঙ্গলবার রসিকবিলে বেড়াতে আসা অর্পিতা দাস বলেন, 'এ ধরনের স্লাইডগুলি সাধারণত মেলায় দেখা যায়। এবার রসিকবিলে এই স্লাইড সহ খেলার সামগ্রী বসানোয় শিশুরা খুব খুশি হবে।' আরেক পর্যটক সৌম্যজিৎ রায়ের মন্তব্য, 'এখন বাচ্চারা মোবাইলে বেশি সময় কাটায়। এমন পরিবেশের মধ্যে শিশুদের জন্য উদ্যানের ব্যবস্থা ভালো উদ্যোগ।'

সভাধিপতি নির্বাচন আজ

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : বুধবার কোচবিহার জেলা পরিষদে সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি নির্বাচন। জেলা পরিষদে নতুন কারা দায়িত্ব নেবেন, তা নিয়ে কোচবিহারে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, সভাধিপতি হওয়ার দৌড়ে পাল্লা ভারী নারী ও শিশু কর্মাধ্যক্ষ হিমানী ঈশোরের। রাজ্য সরকারের পরিবর্তনের পর জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন ও সহকারী সভাধিপতি আবদুল জলিল আহমেদের বিরুদ্ধে হিমানী ঈশোরের নেতৃত্বেই অনাস্থা আনেন তৃণমূলের ১৯ জন সদস্য। এরপর দুটি পৃথক তলবি সভায় সেই অনাস্থা পাশ হয়। ১৪ অক্টোবর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি নির্বাচনের দিনক্ষণ ধার্য করে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ। সেইমতো আগামীকাল বেলা সাড়ে ১২টায় সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

দাবিপত্র

মাথাভাঙ্গা, ১৩ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের দ্রুত অপসারণ ও গ্রেপ্তারি, সকল বৈধ নাগরিকদের নাম ভোটার তালিকায় নথিভুক্তি সহ ট্রাইবিউনালে বিচার না হওয়া পর্যন্ত কোনও নাগরিক পরিষেবা বন্ধ না করার দাবিতে আন্দোলনে নামল ভোটাধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতির মাথাভাঙ্গা মহকুমা কমিটি। মঙ্গলবার দাবিগুলি লিখিতভাবে মাথাভাঙ্গা মহকুমা শাসকের নজরে আনা হয়। এরপর মিছিল করে মাথাভাঙ্গা শহর পরিক্রমা করা হয়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদিয়া - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জিত রায় - কে 24.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 66J 32663 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমাদের এলাকার অনেকের মতো আমিও কয়েকটি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনেছিলাম এবং প্রথম পুরস্কার হিসেবে এক কোটি টাকা জিতেছি। ভাগ্য আমার সহায় হয়েছে এবং এই অত্যন্ত আনন্দের মুহূর্তে আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পাটের ভালো মূল্যে স্বস্তিতে চাষিরা

তুফানগঞ্জ, ১৩ অক্টোবর : আশার আলো তুফানগঞ্জের পাটহাটে। সোমবার সেখানে গিয়ে দেখা হল পাটচাষি সমীর শেখ এবং আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে। দুজনেরই মুখে চওড়া হাসি। আর হবে নাই বা কেন! প্রতিবছর পাটের দাম বেড়ে চলেছে। পাটের বাজারদর এবারও ভালো থাকায় পুজোর কেনাকাটা থেকে শুরু করে সংসারের বকেয়া মেটানোর সুযোগ মেলায় স্বস্তিতে চাষিরা।

গতবছর কুইন্টাল প্রতি পাটের বাজারদর ছিল ৮ হাজার থেকে ৯ হাজার টাকা পর্যন্ত। কৃষি দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এবছর পাটের সহায়কমূল্য কুইন্টাল প্রতি ৫ হাজার ৯৫০ টাকা। আর বাজারে চলতি বছর এক কুইন্টাল পাট বিক্রি হচ্ছে ১২ হাজার থেকে ১৪ হাজারে। যা সহায়কমূল্যের দ্বিগুণ। এতে কৃষকদের মুনাফা হচ্ছে। কৃষকদের পাট চাষের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে।

পাটচাষি যুগল দাসের কথায়, 'পাট চাষে বীজ, সার, কীটনাশক, শ্রমিকের মজুরি এবং পাট জাগ দেওয়ার খরচ ক্রমশ বেড়েছে।

লাভ হওয়ায় বাড়ছে আগ্রহ

ফলে ভালো দাম না পেলে লাভের মুখ দেখা কঠিন হয়ে পড়ে। দু'তিন বছর ধরে পাটের দাম বেড়েই চলেছে। তাই এবার একটু বেশি জমিতে পাট চাষ করেছি।'

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার তুফানগঞ্জ পুরসভা এলাকায় পাটের হাট বসে। তুফানগঞ্জ মহকুমার বালাভূত, মারুগঞ্জ, চিলাখানা, দেওচড়াই, মানসাই, বক্সিরহাট, ধলপল, অন্দরান ফুলবাড়ি ইত্যাদি এলাকার বেশিরভাগ কৃষক পুজোর আগে পাট বিক্রি করেন নতুন কাপড় কেনার জন্য। পাট ব্যবসায়ী অমল সাহা জানান, এদিনের বাজারে ৭০০ থেকে ৮০০ মন পাট আমদানি হয়েছে। এবার পাটের বাজার ভালো থাকায় কৃষকরা লাভবান হবেন।

চড়া দামেও চাহিদা তুঙ্গে বোরোলির

মৎস্যপ্রেমীদের মুখে হাসি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৩ অক্টোবর : বাঙালি যে মাছে-ভাতে থাকতে ভালোবাসে, তা সকলেই জানে। আর পাতে যদি পড়ে বোরোলি, তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে মাছের জোগানে। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রায়ডাক নদীতে তিন-চার দিন ধরে ধরা পড়ছে বোরোলি মাছ। তবে পরিমাণে তা বড়ই সামান্য। ভোর ভোর বক্সিরহাট বাজারে এসেও বোরোলি অধরা থেকে যাচ্ছে। এদিকে, দামও অনেকটাই বেশি, খুচরো বাজারে কেজিপ্রতি বোরোলি মিলছে ১২০০ টাকায়। দাম বেশি হলেও বোরোলির স্বাদ পেতে চাইছেন সকলে। স্থানীয় বাসিন্দা দীপিকা রায়ের কথায়, 'ইদানীং বাজারে সামান্য পরিমাণে বোরোলি উঠছে বলে শুনেছি। কিন্তু দাম বেশ চড়া। ইচ্ছে রয়েছে ওই মাছের স্বাদ নেওয়ার।'

মৎস্যজীবীরা জানালেন, রায়ডাকে চেল্লী, ঘরেয়া, পিঠকাঁটার মতো সুস্বাদু মাছ অনেক আগে থেকে পাওয়া গেলেও বোরোলি অধরাই ছিল। তবে ক'দিন ধরে সামান্য পরিমাণে বোরোলি পাওয়া যাচ্ছে। মৎস্য দপ্তরের তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের এক আধিকারিক বলেছেন, 'ইদানীং বোরোলি মৎস্যজীবীদের জালে ধরা পড়ছে। তবে নদীয়ালি মাছ ধরতে কেউ কোথাও যেন বিষপ্রয়োগ এবং ইলেক্ট্রিক শক ব্যবহার না করে, সে বিষয়ে দপ্তরের তরফে সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে।'

তুফানগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন বাজারে নদীয়ালি মাছ কমবেশি পাওয়া যায়। ক্রেতারাও নদীয়ালি মাছ কিনতে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাই রায়ডাকের ঘাকসি, পিঠকাঁটা সহ অন্য নদীয়ালি মাছ বাজারে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। নদীয়ালি ওই মাছ খুচরো বাজারে ৪০০-৬০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়। এসবের মাঝে বোরোলি মাছের স্বাদ অনেকেই ভুলতে বসেছিলেন। ওই মাছ বর্ষাকালে নদীর জল বাড়লে খুব একটা ধরা যায় না বলে জানালেন মৎস্যজীবীরা। নদীর জল কমলেই মূলত বোরোলি ধরা পড়ে।

ঘোনাপাড়ার বাচ্চু মিয়াঁ বলেন, 'চারদিন ধরে জালে অল্প পরিমাণে বোরোলি ধরা পড়ছে। তিন ঘণ্টা রায়ডাকে জাল দিয়ে মাছ ধরলে প্রায় তিন কেজি নদীয়ালি মাছ পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রায় হাফ কেজিই বোরোলি মাছ। পাইকাররা ১ হাজার টাকা দিয়ে বোরোলি কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।' অনেকে খুচরোও বিক্রি করছেন। খুচরো মাছ বিক্রেতা সুবোধ সাহানির কথায়, 'বোরোলি খুব কমই আসে। সেজন্যই বোরোলি আনা মাত্রই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।'

মাছ বিক্রেতাদের থেকে জানা গেল, সকাল সাড়ে ছয়টা-সাতটার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে ক্রেতারা বাজারে এসেও খালি হাতে ফিরে যাচ্ছেন। বক্সিরহাটের বাসিন্দা সুভাষ দাস জানালেন, নদীতে এখন জল কম থাকায় ইদানীং বোরোলি জালে ধরা পড়ছে। ভারী বৃষ্টি না হলে রায়ডাকে এরপরেও ভালো পরিমাণে বোরোলি পাওয়া যেতে পারে। সেই আশাতেই রয়েছেন বক্সিরহাটের বাসিন্দারা।

বাংলাদেশের ইলিশের চড়া দাম হলেও তা কেনার সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না মাছপ্রিয় বাঙালি। ইলিশের প্রতি বাঙালির দুর্বলতা যতটা, রায়ডাক নদীর বোরোলির প্রতিও খাদ্যরসিকরা ততটাই দুর্বল। বোরোলির ঝাল, ঝোল, চচ্চড়ি- সব ধরনের পদই সুস্বাদু। এতদিন বক্সিরহাটে বোরোলি মাছ মিলত না, তাই পুজোর আগে বোরোলি মহার্ঘ হলেও তা কেনার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না এলাকাবাসী।

- সাধারণত নদীতে জল কম থাকলে বোরোলি মাছ বেশি ধরা পড়ে
- তিন-চারদিন ধরে রায়ডাক নদীতে অল্প বোরোলি ধরা পড়ছে
- পাইকারদের কাছে এক কেজি বিক্রি হচ্ছে এক হাজার টাকায়, খুচরো বাজারে দাম ১২০০ টাকা

> ইদানীং বাজারে সামান্য পরিমাণে বোরোলি উঠছে বলে শুনেছি। কিন্তু দাম বেশ চড়া। ইচ্ছে রয়েছে ওই মাছের স্বাদ নেওয়ার।
>
> **দীপিকা রায়**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

তীরে তরী।। সুটুঙ্গা নদীতে ছবিটি তুলেছেন মাথাভাঙ্গার কাজল রায়।

প্রস্তুতি সভা

চ্যাংরাবান্ধা, ১৩ অক্টোবর : স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিয়ে এগজিকিউটিভ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হল মঙ্গলবার। চ্যাংরাবান্ধা হাইস্কুল চত্বরে সভাটি হয়।

উপস্থিত ছিলেন প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান শচীমোহন বর্মন, চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা উৎসব কমিটির আহ্বায়ক সুনির্মল গুহ, যুগ্ম আহ্বায়ক দীপেন রায় এবং স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

শচীমোহন বর্মন বলেন, '২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে যে উৎসবের সূচনা হয়েছিল, তার সমাপ্তি হবে ২০২৭ সালের ২৪ থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এ বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ক্রীড়াবিষয়ক অনুষ্ঠানগুলি শীঘ্রই শুরু হবে।'

চোখ রাঙাচ্ছে ভাঙনাসুর

মানিকচক ও মোথাবাড়ি, ১৩ অক্টোবর : সব জায়গায় ঢাকে কাঠি পড়ার অপেক্ষা। কোথাও মণ্ডপে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি। কোথাও আবার নতুন পোশাক কেনার ভিড়। অথচ ভূতনির আলাদিয়ায় আর মোথাবাড়ির পঞ্চানন্দপুর ফেরিঘাট ও সুলতানটোলা গ্রামে দুর্গাপুজোর আনন্দের বদলে এখন বিসর্জনের বিষাদ। কোথাও ফুলহরের আগ্রাসনে, কোথাও গঙ্গার দাপটে ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কায় দিন গুনছেন গ্রামের বাসিন্দারা।

আলাদিয়ায় তো নদী এখন চলে এসেছে একেবারে উঠোনে। ইতিমধ্যে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে বাড়ি, নিশ্চিহ্ন হয়েছে রিং বাঁধের প্রায় ৩০০ মিটার। উৎসবের মুখে তাই নতুন জামাকাপড় নয়, ঘর ছেড়ে পালানোর প্রস্তুতিতেই ব্যস্ত আলাদিয়া ও পঞ্চানন্দপুরের বাসিন্দারা।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ফুলহরের ভাঙন চলছে আলাদিয়ায়। রিং বাঁধের বিস্তীর্ণ অংশ গ্রাস করার পর গত রবিবার থেকে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বাঁধ থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরের ঘনবসতি এলাকায় পৌঁছে গিয়েছে নদী। ভাঙন রোধে প্রশাসন ও সেচ দপ্তরের কোনও উদ্যোগ নেই— অভিযোগ বাসিন্দাদের।

স্থানীয় বাসিন্দা দেবব্রত ঘোষ বলেন, 'যেভাবে নদী গ্রাম গিলছে, তাতে আগামীদিনে আলাদিয়া গ্রামের কোনও চিহ্ন থাকবে কি না, সন্দেহ। এবার আমাদের কোনও পুজো নেই। নদীভাঙনই আমাদের আনন্দ কেড়ে নিয়েছে।' আর মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'প্রকৃতির কাছে আমরা নিরুপায়। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে আমরা রয়েছি। তাঁদের সব ধরনের সাহায্য দেওয়া হবে।'

এদিকে, মালদা জেলারই আরেক প্রান্তে, মোথাবাড়ির পঞ্চানন্দপুরে গঙ্গার জলস্তর নীচে নামতেই ফের ভাঙন শুরু হয়েছে। বড় বোল্ডার দিয়ে বাঁধানো গঙ্গার পাড় ভেঙে নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। সোমবার সন্ধ্যা থেকে শুরু করে গভীর রাত পর্যন্ত চলে লাগাতার ভাঙন।

সোমবার সন্ধ্যার সময় আচমকাই গঙ্গার গর্জন শুনতে পান এলাকার বাসিন্দারা। দেখতে পান, গঙ্গার জল আছড়ে পড়ছে নদীর পাড়ে আর পাথর দিয়ে বাঁধাই করা অংশ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। পঞ্চানন্দপুর ঘাটের ২০ মিটারেরও বেশি অংশ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নদীতে তলিয়ে যায়। রবিউল শেখ নামে এক গ্রামবাসী বলেন, 'সকলে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছি। তাই সারারাত জেগে কাটিয়েছি। স্থায়ীভাবে পাড় বাঁধাই না করলে বারবার মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে পড়তে হবে।'

এদিন সকালে ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান কালিয়াচক-২ ব্লকের বিডিও কৈলাস প্রসাদ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অলক মণ্ডল সহ অন্য আধিকারিকরা। গ্রামবাসীরা ব্লক আধিকারিকদের কাছে স্থায়ী গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধ করার দাবি জানান। বিডিও বলেন, 'খবর পাওয়ার পরেই আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের জানিয়ে দিয়েছি। সকাল থেকেই সেখানে ভাঙন প্রতিরোধের কাজ শুরু হয়েছে।' বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মোথাবাড়ি বিধানসভার বিধায়ক নজরুল ইসলাম।

যে সময়ে নতুন জামার গন্ধে ভরে ওঠার কথা ঘর, সেসময় ঘর বাঁচানোর শেষ চেষ্টা চলছে ভাঙনকবলিত মালদার বিস্তীর্ণ এলাকায়। পুজোর কেনাকাটা, নতুন পোশাক কিংবা উৎসবের প্রস্তুতি— সবই এখন সেখানে অর্থহীন।

আগমনী

পুজো আসার আগে গ্রাম-শহরের বাতাসে বদলে যায় গন্ধ, রং, শব্দ। নতুন জামার টান, কাশফুলের দোলা, ঢাকের অপেক্ষা- সব মিলিয়ে উৎসবের সেই চেনা ডাক। সেই ডাকের নামই 'আগমনী'

প্রতিপদেই শুরু পুজো

বাড়ির পুজো

তন্দ্রা চক্রবর্তী

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : আর পাঁচটা বনেদি বাড়ির পুজোর থেকে অনেকটাই আলাদা চক্রবর্তীবাড়ির দুর্গাপুজো। কোচবিহার-১ ব্লকের হাঁড়িভাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিমুলগুড়ি গ্রামে চক্রবর্তীবাড়িতে মা দুর্গার পুজো হয় বৈষ্ণব মতে।

প্রায় তিনশো বছর আগে এই পরিবারের পূর্বপুরুষ প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন। তবে সেটা কোচবিহারে নয়, তৎকালীন অবিভক্ত বাংলাদেশের রংপুর জেলার তম্বুলপুর গ্রামে। তারপর তোর্ষা দিয়ে বহু জল গড়িয়েছে। বাংলাদেশ থেকে কোচবিহারে এসে নতুন করে জীবন শুরু করেছে ওই পরিবার। শিকড় উপড়ে গেলেও সেই পুজো বন্ধ হতে দেয়নি তারা। একই নিয়মনিষ্ঠায় কোচবিহারের মাটিতে পারিবারিক সেই দুর্গাপুজো এখনও হয়ে আসছে।

এখানে প্রতিমা একচালার। বাড়ির মণ্ডপেই এই মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরি হয়। জন্মাষ্টমীর দিন কুমোর এসে প্রথমে গজাননের মূর্তির শুঁড় তৈরি করেন। পুরোনো রীতি মেনে এই মাথা পুজোর মধ্য দিয়েই দেবীর প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়। বৈষ্ণব মতে ১০ দিন ধরে এই পুজো চলে। প্রাচীন রীতি মেনে আজও বৃহৎ নন্দীকেশর পুরাণ মতে মহালয়ার পরদিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে পুজো শুরু হয়। প্রতিপদের দিন দেবীর মন্দিরে পুজোর ঘট বসে। এই ঘটে ষষ্ঠী অবধি পুজো হয়। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বেলগাছের নীচে বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস সম্পন্ন হয় বলে জানালেন এই পরিবারের বর্তমান সদস্য বিকাশ চক্রবর্তী।

গতবছরের পুজোর মুহূর্ত। শিমুলগুড়ির চক্রবর্তীবাড়িতে।-ফাইল ছবি

পরিবারের পাঁচজন সদস্য একসঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই পুজো করেন। পুজোর দিনগুলোতে প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ, হোম ও ভোগ নিবেদন করা হয়। বৈষ্ণব মতের পুজোয় মাষকালাই-যব-হলুদ ও আতপ চাল দই দিয়ে মেখে দেবীকে উৎসর্গ করা হয়, যার আনুষ্ঠানিক নাম মাষভক্ত বলি। নবমীর দিন প্রাচীন নিয়ম মেনে বিশেষ রীতিতে দধিকাদো খেলা হয়। এই খেলা সাধারণত জন্মাষ্টমীর পরের দিন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এখানে নিয়ম মেনে নবমীর দিনই এই খেলা মহাসমারোহে আয়োজিত হয়। গ্রামের শিশু-কিশোর-তরুণরা ওই দিন কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে নারকেল সহ কয়েক রকম ফল পেটের কাছে চেপে ধরেন। অন্যরা তা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এই খেলা দেখতে প্রচুর লোকজন ও গ্রামবাসীরা ওই বাড়িতে আসেন।

অন্যান্য পারিবারিক পুজোর থেকে এই পুজো যে অনেকটাই স্বতন্ত্র, তা এসব রীতি থেকেই বোঝা যায়। নবমীর খিচুড়ি প্রসাদ সন্ধ্যায় সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। দশমীতে দেবীকে বাড়ির নিজস্ব পুকুরে বিসর্জন করা হয়। বহু বছর ধরে এই একই নিয়ম চলে আসছে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে বর্তমান প্রজন্ম তা পালন করে চলেছে। পুজোর কয়েকদিন আরতি প্রতিযোগিতা সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয় বাড়িতে। পুজোর দিনগুলি চক্রবর্তী পরিবার মিলনমেলায় পরিণত হয়। বর্তমান সদস্য সাধন চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি সেই পুরোনো রীতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখার।'

এই রংটা ঠিকঠাক, তাই না? কোচবিহারে পুজোর আগে কেনাকাটার ছবিটি তুলেছেন অর্পণা গুহ রায়।

বাঁশশিল্পে নজর কাড়বে শালডাঙ্গা

দুগ্গা এলো

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৩ অক্টোবর : বাঁশের তৈরি নানা শিল্পকর্মে ফুটে উঠবে বাংলার গ্রামীণ শিল্পের ঐতিহ্য। বাঁশের মতো সাধারণ উপকরণ দিয়েও যে এত সুন্দর শিল্পকর্ম গড়ে তোলা যায়, তারই নিদর্শন দেখা যাবে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালডাঙ্গায়। পুজোর ৭৯তম বর্ষে শালডাঙ্গা শ্রী দুর্গা নাট্য সংস্থা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির বিশেষ আকর্ষণ 'বাঁশ সুন্দরী'। প্রায় দেড় মাস ধরে পড়শি রাজ্য অসমের বাঁশশিল্পীরা মণ্ডপসজ্জায় ব্যস্ত রয়েছেন। পঞ্চমীতে উদ্বোধনের পর দর্শনার্থীদের জন্য মণ্ডপ খুলে দেওয়া হবে।

মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রী দুর্গা নাট্য সংস্থার মাঠ প্রাঙ্গণে জোরকদমে চলছে পুজোর প্রস্তুতি। হারিয়ে যেতে বসা বাঁশশিল্পে গোটা মণ্ডপ সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। বাঁশের বুনন, নকশায় মণ্ডপটি দর্শনার্থীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে আশা উদ্যোক্তাদের। মণ্ডপের দায়িত্বে রয়েছেন বক্সিরহাটের বাবন সাহা। তিনি বলেন, 'গ্রামবাংলার বাঁশশিল্প মূলত বিলুপ্তির পথে। সেই শিল্পকে তুলে ধরতেই পুরো মণ্ডপ বাঁশের কারুকার্যে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে।'

গ্রামীণ অর্থনীতিতে বাঁশশিল্পের গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর। একসময় বাংলার ঘরে ঘরে বাঁশ দিয়ে তৈরি কুলো, চালুন, মোড়া, খাঁচা কিংবা নানা ধরনের ঝুড়ি ও গৃহস্থালীর নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি হত। কিন্তু আধুনিক প্লাস্টিক ও মেটালের সামগ্রীর ভিড়ে সেই ঐতিহ্য আজ কোণঠাসা। এই বিলুপ্তপ্রায় হস্তশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে অসম ও বাংলার এই মিলন এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাঁশের নিপুণ বুনন এবং পরিবেশবান্ধব এই কাঠামো ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করতে দারুণ ভূমিকা রাখবে বলেই মনে করছেন আয়োজকরা।

পুজো কমিটির সম্পাদক শুভঙ্কর দাস বলেন, 'দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করতেই এই বিশেষ থিমের ভাবনা। বিগত বছরের তুলনায় বাজেট বাড়িয়ে ছ'লক্ষ টাকা করা হয়েছে। আশা করছি, বহু মানুষের সমাগম হবে। প্রায় ৪০০ মানুষকে নিয়ে বিসর্জনের শোভাযাত্রা বের হবে।' পঞ্চমীতে বস্ত্রদান কর্মসূচি, সপ্তমীতে বিশেষ প্রদর্শনী এবং অষ্টমীতে প্রসাদ বিতরণের আয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি ক্লাবের প্রবীণ সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে। মণ্ডপে নিরাপত্তা বাড়াতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে। বাঁশের কারুকার্যে সাজানো 'বাঁশ সুন্দরী' যে পুজোর অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে চলেছে, সেবিষয়ে নিশ্চিত উদ্যোক্তারা।

রাজস্থানের ছোঁয়া জিগনিতলার মণ্ডপে

রাজস্থানের হাওয়া মহল, মরুভূমির উট আর রঙিন লোকশিল্পের টান এবার তুফানগঞ্জে। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে চামটা জিগনিতলা ক্লাবের দুর্গাপুজোয় থিম 'এক টুকরো রাজস্থান'। মণ্ডপে ঢুকলেই দর্শনার্থীদের মনে হবে, তাঁরা যেন পৌঁছে গিয়েছেন মরুরাজ্যে।

থিমে আছি থিমে নেই

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৩ অক্টোবর : রাজস্থানে না গিয়েও দেখা মিলবে হাওয়া মহলের আদলে তৈরি স্থাপত্য, রঙিন সাজ আর লোকশিল্পের। তুফানগঞ্জের চামটা জিগনিতলা ক্লাবের দুর্গাপুজোয় এবার সেই অভিজ্ঞতাই দিতে চলেছেন উদ্যোক্তারা। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে তাঁদের থিম 'এক টুকরো রাজস্থান'। পুজোর বাজেট প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা।

হোগলা পাতা, বাঁশের ধারাই, বেতি ও থার্মোকল দিয়ে সাজানো হচ্ছে মণ্ডপ। রাজস্থানের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের আদল, নান্দনিক কারুকার্য এবং রঙের বৈচিত্র্যে ফুটিয়ে তোলা হবে মরুরাজ্যের ছবি। মণ্ডপে ঢুকতেই চোখে পড়বে মরুভূমির জাহাজ উট। গোটা মণ্ডপ সাজাতে ব্যবহার করা হয়েছে ২৭৫টি পুতুল। রাজস্থানের প্রাসাদ, দুর্গ, হাভেলি, রঙিন সংস্কৃতি ও লোকশিল্পের ছাপ এই সজ্জায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন উদ্যোক্তারা।

বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়েই দর্শনার্থীরা পাবেন রাজস্থানের ঐতিহ্যের স্বাদ। মণ্ডপের প্রতিটি সাজে রাজস্থানের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। পরিচিত পরিবেশ থেকে বেরিয়ে অন্য রাজ্যের সংস্কৃতিকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ করে দেবে এই আয়োজন।

এক টুকরো রাজস্থানের কিছু অংশ।

উদ্যোক্তাদের দাবি, এই আয়োজন শুধু প্রতিমা দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। মণ্ডপের মধ্য দিয়ে দেশের অন্য প্রান্তের শিল্প, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগও পাবেন দর্শনার্থীরা। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের কাছে ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য জানার আকর্ষণীয় মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে এই থিম। উৎসবের দিনগুলিতে পরিবারের সঙ্গে মণ্ডপে ঘুরতে আসা মানুষও এই সজ্জার মধ্যে দিয়ে রাজস্থানের ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

পুজো কমিটির সদস্য অপূর্ব বসাকের কথায়, 'ঐতিহ্য ও আধুনিক ভাবনার মেলবন্ধনে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের এই আয়োজন তুফানগঞ্জের দুর্গোৎসবে নতুন মাত্রা যোগ করবে। যাঁরা রাজস্থানে যেতে পারেননি, তাঁরা স্বচক্ষে রাজস্থানকে দেখতে পাবেন। আশা করি প্রতিদিন, দূরদূরান্তের প্রায় ৫০ হাজার দর্শনার্থীর ভিড় জমবে।'

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
CAJS 5
১৪ অক্টোবর ২০২৬

সব্যসাচীর জামিন

প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর জামিনের আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। অপরদিকে তোলাবাজির মামলায় এদিন কলকাতা হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত।

জরুরি শুনানি নয়

মিডিয়া ট্রায়ালের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়ে দেন, এখনই এই মামলার শুনানি সম্ভব নয়।

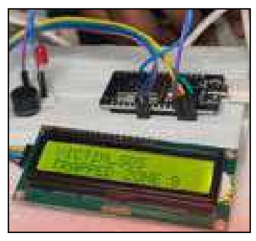

খোঁজার যন্ত্র

হারিয়ে যাওয়া আপনজনকে এবার খুঁজে পাওয়া যাবে সহজেই। বীরভূমের কীর্ণাহারের দশম শ্রেণির ছাত্র ফাইজুল হক এমনই একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেছে। উদ্ধারকারী দলের অবস্থানও যন্ত্রের মাধ্যমে সহজেই জানা যাবে।

গিল্ডের কমিটি

বুকসেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ডের নয়া কমিটিতে সভাপতি পদ পেলেন সুধাংশু শেখর দে। যুগ্ম সহ-সভাপতি পদে দায়িত্ব পেয়েছেন অশোক দে ও অশোক নারায়ণ বর্মন এবং সাম্মানিক সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মেঝেতে ছড়ানো চালচিত্রে তুলির টান বৃদ্ধার। মঙ্গলবার নদিয়ায়। -পিটিআই

মমতার ওপর হামলার চেষ্টা, আটক ১

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : খাস কলকাতায় ফের আক্রান্ত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দলীয় অনুষ্ঠানে না থাকলেও পাড়ার মোড়ে কালীঘাট মিলন সংঘের পুজো উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন তিনি। বাড়ির গলিতে হেঁটে যাওয়ার সময় তাঁকে নিগ্রহের চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে যায়। এই ঘটনায় কালীঘাট থানায় ইমেল মারফৎ অভিযোগ দায়ের করেন মমতা-তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন। ইতিমধ্যে এক মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জেড প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর আক্রমণ হল সেটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

কালীঘাটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে মণ্ডপের দিকে যাচ্ছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাঁর পিছনে কয়েকজন নেতাকর্মী ছিলেন। সেই ভিড়ে আচমকাই ঢুকে পড়েন ওই মহিলা। তারপর দূরত্ব কমার সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করেন। রাস্তায় শুয়ে গালিগালাজও করেন বলে অভিযোগ। শেষপর্যন্ত মমতার নিরাপত্তকর্মীরা ওই হামলাকারীকে ধরে ফেলেন। পরে তাঁকে কালীঘাট থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। কেন তিনি এই কাণ্ড ঘটালেন খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কালীঘাট-তৃণমূলকে বাধা পুলিশের

মিছিল শুরু ও শেষ রাজাবাজারেই

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে প্রতিবাদ মিছিলে শহরে থেকেও এলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্ঞানেশ-কাণ্ডে প্রথম কলকাতায় পথে নামার ডাক দিয়েছিল মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূলের ছাত্র-যুবরা। কথা ছিল রাজাবাজার থেকে পার্ক সার্কাস পর্যন্ত মিছিলের পর সভা করার। কিন্তু শেষপর্যন্ত রাজাবাজারে জমায়েত ও সভা করার পর রাজাবাজার ইএসআই পর্যন্ত মিছিল করেই কর্মসূচিতে দাঁড়ি টানল তৃণমূল। তবে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাধা সত্ত্বেও রাজাবাজারে দলীয় কর্মসূচিতে উপস্থিতি খারাপ ছিল না। মঙ্গলবার কর্মসূচিতে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, দোলা সেন, কুণাল ঘোষরা উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লিতে সিজেপির আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে ইন্ডিয়া জোটের কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার কথা ছিল ইন্ডিয়া জোটের নেতাদের সঙ্গে মমতারও। কিন্তু রবিবার রাতেই প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানিয়ে দেন, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করবেন না। এরপরই তড়িঘড়ি কলকাতায় ফেরেন মমতা। অনেকেই ভেবেছিলেন দলের ছাত্র-যুবদের ডাকা প্রথম প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যোগ দেবেন মমতা। সোমবার চেতলার পুজো উদ্বোধনে গিয়ে মমতা-তৃণমূলের কর্মসূচি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারিতে জল্পনা আরও বেড়েছিল। সোমবার রাতেই মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, 'মিছিল করতেই দেব না। পুলিশ কমিশনারকে বলেছি রাজাবাজার থেকে এক পাও এগোতে দেবেন না। যেখানে শুরু সেখানেই শেষ হবে।' পুলিশ প্রশাসনকে শক্ত হাতে 'বিশৃঙ্খলা' মোকাবিলা করার নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি।

মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দা মিছিল শুরুর আগেই জানান, মিছিলের ব্যাপারে সরকারিভাবে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও দুপুর দুটো নাগাদ রাজাবাজারে জমায়েত শুরু হয়। কিন্তু বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী কার্যত সেই কর্মসূচিকে ঘিরে ফেলে। শেষপর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ২০০ মিটার প্রতীকী মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হয়।

জল্পনা থাকলেও এদিনের মিছিলে ছিলেন না তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কালীঘাট সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কর্মসূচিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারোরই যাওয়ার কথা ছিল না। তবে কুণাল ঘোষ, দোলা সেন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়রা প্রতিবাদে অংশ নেন। মিছিল থেকে বারবার জ্ঞানেশ কুমারের নামে চোর চোর স্লোগান ওঠে। মিছিল আটকাতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনকে কটাক্ষ করে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'মমতার নামেই এত ভয়? একটা বিক্ষোভ মিছিলকে ঠেকাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে হবে?' কুণালের অভিযোগ, কর্মসূচি বানচাল করতে যেভাবে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে গোটা এলাকাকে অবরুদ্ধ করে দলীয় কর্মীদের পথ আটকানো হয়েছে, তাতে স্পষ্ট যে ওরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলকে ভয় পাচ্ছে। ব্যঙ্গের সুরে তিনি বলেন, 'ওরে হল্লা রাজার সেনা, যুদ্ধ করে তোরা করবি কী তা বল!' রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেনের অভিযোগ, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে গিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। দিল্লি ও দেশের মানুষ বুঝেছে, এভাবে পুলিশ দিয়ে মিছিল আটকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকানো যাবে না।' তবে সরকারের পুলিশ মোতায়েনকে সমর্থন করে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'উনি একটা অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়ে দিলে তার দায় কে নেবে? তখন তো নৃত্য করবেন। মানুষ আমাদের বিপুল জনাদেশ দিয়ে সরকারে বসিয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায় সরকারের।'

জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে মমতা-তৃণমূলের পথসভা। মঙ্গলবার।

> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে গিয়ে প্রতিবাদ করেছেন। দিল্লি ও দেশের মানুষ বুঝেছে, এভাবে পুলিশ দিয়ে মিছিল আটকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকানো যাবে না।
>
> -দোলা সেন সাংসদ

সপ্তমীতে কলকাতায় শা

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : সপ্তমীর রাতে শহরে পৌঁছোবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। ইডেনে রাজ্য সরকারের মহালয়ার অনুষ্ঠানে আসার কথা ছিল তাঁর। সেই অনুষ্ঠানে না এলেও শহরের পুজো দেখতে ১৭ অক্টোবর রাতে কলকাতায় পৌঁছোনোর কথা তাঁর। বিজেপি সূত্রে একথা জানা গিয়েছে।

সপ্তমীর রাতে কলকাতায় পৌঁছে অষ্টমীর সকাল থেকেই পুজো দেখতে বেরোবেন শা। অষ্টমীর সকালে প্রথমে যাবেন বেলুড় মঠে। সেখানে মঠ ও মিশনের পুজো দর্শন এবং বেলুড় মঠের মহারাজদের সঙ্গে মিলিত হবেন তিনি। এরপর কলকাতা, বালি এবং উত্তর ২৪ পরগনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুজো মণ্ডপে যাওয়ার কথা। এর মধ্যে রয়েছে বালির দেশবন্ধু ক্লাব, চেতলায় ২৪-এর পল্লি, উত্তর ২৪ পরগনার লেকটাউনের শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব এবং সবশেষে শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রতিমা দর্শন ও আরতিতে অংশ নেবেন তিনি।

শহরে পুজোয় আসা শা-র কাছে নতুন নয়। রাজ্যে বিজেপির সরকার হওয়ার আগেই একাধিকবার কলকাতার পুজোর উদ্বোধনে এসেছেন তিনি। তবে এবারের সঙ্গে তার কিছুটা ফারাক রয়েছে। কারণ, রাজ্যে বিজেপির সরকারের আমলে এটাই প্রথম পুজো। তাছাড়া বঙ্গ বিজেপির অনেকেই আশা করেছিলেন পুজোয় আসবেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু জ্ঞানেশ ইস্যুতে আন্দোলনের জেরে এযাত্রায় বঙ্গের পুজো দর্শন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলেন মোদি, এমনটাই মনে করছেন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব।

৩০ লক্ষ কোটি ডলারের লক্ষ্য দেশে

উৎসবের শহরে ১২ দেশের প্রতিনিধি

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : চারিদিকে পুজো পুজো ভাব। তার মধ্যেই কলকাতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মেলবন্ধন ঘটাল ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স। পূর্ব ভারত, বিশেষ করে বাংলার বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তুলে ধরতে মঙ্গলবার শহরের একটি পাঁচতারা হোটেলে শুরু হয়েছে দু'দিনের আলোচনাচক্র, 'প্রিভেইলিং গ্লোবাল সিচুয়েশন অ্যান্ড ইমপ্যাক্টস অন ইন্ডিয়া'। ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার মোট ১২টি দেশের রাষ্ট্রদূত, শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ ও কূটনীতিকদের উপস্থিতি এদিনের আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। রাজ্যের তরফে ছিলেন অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্ত এবং শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়। উপস্থিত ছিলেন আইসিসি-র সভাপতি পার্থিব নেওটিয়া সহ বণিকসভার শীর্ষকর্তারা।

বাংলায় বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা খুঁজতে সম্প্রতি একাধিক শিল্পপতি ও কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনার আয়োজন করেছিল আইসিসি। এদিনের সম্মেলনের প্রেক্ষিত আরও বড়, ২০৩০-এর মধ্যে ভারতের অর্থনীতিকে ৭ লক্ষ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়া এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ৩০ লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা। অর্থমন্ত্রী ডঃ স্বপন দাশগুপ্তের কথায়, 'গত একদশকে ভারতের অর্থনৈতিক পরিসরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। আন্তর্জাতিক অংশীদাররা ভারতীয় বাজারে জায়গা করে নিতে চাইছেন। অন্যদিকে, ভারতীয়

কলকাতায় বাণিজ্য সম্মেলন

সংস্থাগুলিও বিশ্ববাজারে নিজেদের উপস্থিতি বাড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে এমন একটি অর্থনীতি হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা কাজ করছি, যেখানে সকলের জন্য সুযোগ থাকবে।'

মন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'সময়সীমা মেনে অনুমোদন, বিনিয়োগে উৎসাহ, ব্যবসার পরিবেশের উন্নতি এবং জিআইএস ভিত্তিক ল্যান্ড ব্যাংক গড়ে তোলার ওপর জোর দিচ্ছে রাজ্য।' আইসিসি-র সভাপতি পার্থিব নেওটিয়ার বক্তব্য, 'পূর্ব ভারত, বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ। বন্দর, পরিবহণ ব্যবস্থা, শিল্প পরিকাঠামো, দক্ষ কর্মী এবং প্রতিবেশী বাজারের নৈকট্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর শক্ত ভিত তৈরি করে।'

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে নিজেদের আগ্রহের কথা তুলে ধরেন বিদেশি কূটনীতিকরাও। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত আহমেদ রামা আজি নাশুসন বলেন, 'পর্যটনশিল্পের বিকাশ এবং ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির ডিজিটাল রূপান্তরে ভারতের প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা বড় ভূমিকা নিতে পারে।'

নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত মারিসা লুইসা জেরার্ড জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভারতের অন্যতম শীর্ষ বাণিজ্য অংশীদার তাঁর দেশ। মে মাসে দুই দেশ জল ব্যবস্থাপনা, কৃষি, স্বাস্থ্য, জাহাজ চলাচল, জলবায়ু, শক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্ব ঘোষণা করেছে। সেই সহযোগিতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাতটি সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসার নতুন সম্ভাবনা খুঁজতে এসেছে।'

অন্যদিকে, জলবিদ্যুৎ, সমুদ্রভিত্তিক জ্বালানি এবং কম-কার্বন প্রযুক্তিতে নরওয়ের দক্ষতার কথা তুলে ধরেন দেশটির রাষ্ট্রদূত মে এলিন স্টেনার।

দুর্গাপুজোয় মুগ্ধ মার্কিন রাষ্ট্রদূত

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : তিলোত্তমার দুর্গাপুজো দেখে মুগ্ধ ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সের্গিও গর। মঙ্গলবার মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বাঙালির এই উৎসবের সৃজনশীলতা, ঐক্য আর উষ্ণতার সঙ্গে মিশে যান তিনি। পরবর্তীতে সেই ভালোলাগার কথা সমাজমাধ্যমেও ভাগ করে নিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদুত।

নিজের এক্স হ্যান্ডলে এদিন দুর্গাপুজোর ছবি পোস্ট করে সের্গিও লিখেছেন, 'কলকাতায় ফেরাটা দারুণ ব্যাপার! এখানকার বেশ কয়েকটি পুজোমণ্ডপ নিজে ঘুরে দেখলাম। এটাই প্রথম অভিজ্ঞতা। সকলের অভূতপূর্ব সৃষ্টিশীলতা, একতা আর উষ্ণ পরিবেশ দেখে বুঝতে পারলাম, কেন এই উৎসব এত বিশেষ।' পুজোর সঙ্গে যুক্ত সকলকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন তিনি।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে দুর্গাপুজো যে মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে, রাষ্ট্রদূতের পোস্টে সেই ছবিই ধরা পড়েছে।

আলিমুদ্দিনের সামনে চণ্ডীপাঠ, পালটা পোস্টার

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : সিপিএমের দলীয় কার্যালয় আলিমুদ্দিনের সামনে পোস্টার যুদ্ধের পর এবার চণ্ডীপাঠ করল সনাতনিরা। সিপিএম সহ সব বামপন্থীরা 'হিন্দুধর্ম বিরোধী' এই অভিযোগে মঙ্গলবার সকাল থেকে মুজফফর আহমেদ ভবন থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আরপিআই। সেখানে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা, বিধায়ক থেকে শুরু করে সাধুসন্তরা। দুপুর পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলে। অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে এই কর্মসূচিকে বিপ্লব বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু। তিনি বলেন, 'এখানে চণ্ডীপাঠ হচ্ছে মানে এটি বড় বিপ্লব। প্রতিবিপ্লবও বলতে পারেন। আজ সেই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে আসলাম।' এদিনই ওই কর্মসূচিস্থল থেকে খানিকটা দূরত্বে নাগরিক কনভেনশন হয়েছে। তার আগে সনাতনিদের এই চণ্ডীপাঠের অনুষ্ঠানের বিষয়টি চাউর হতে পালটা পোস্টার দেয় সিপিএমও। দলীয় দপ্তরে ঢোকার মুখেই শারদীয়ার পোস্টারে লেখা হয়, 'সাম্প্রদায়িক, জাতিবিদ্বেষী, বর্ণ বিদ্বেষীরা ছাড়া সবাই স্বাগত। শুভ শারদীয়া।'

সম্প্রতি 'বামবধ' নামে দুর্গাপুজোর পোস্টার পড়ে আলিমুদ্দিনে ঢোকার মুখে। পালটা হিটলারের কথা স্মরণ করিয়ে সিপিএমও পোস্টার দেয়। তবে এদিনের চণ্ডীপাঠের কর্মসূচি যেন বিজেপি বনাম বামেদের তর্জা আরও কয়েক ধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। এর আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সাধুসন্তদের নিয়ে কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বারবার বামেদের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সেই যুদ্ধ এবার আলিমুদ্দিনে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে। সকাল থেকে উদাত্ত কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ করতে থাকেন বেশ কয়েকজন মহিলা। চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা সত্যজিৎ দাস বলেন, 'যে আলিমুদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় হিন্দু বিরোধী পরিচিত কেন্দ্র, তার

পাশেই আমরা বলতে চাই, বাংলার সংস্কৃতি কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পত্তি নয়। সনাতন ধর্ম, ভারতীয় সভ্যতা ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য কোনও বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকে না।' কটাক্ষের সুরে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের কর্মীরা আছেন ওদের সঠিকভাবে চণ্ডীপাঠ করাটা শিখিয়ে দেবেন।'

প্রকাশ, লাভাসার অভিযোগ

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : দেশজুড়ে নির্বাচনি প্রক্রিয়াকে নিজেদের অনুকূলে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার কলকাতার এক নাগরিক কনভেনশন থেকে কেন্দ্র ও বিজেপিকে আক্রমণ করলেন প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা এবং দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতা প্রকাশ রাজ। অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে পুরো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকেই প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। এর ফলে কমিশনের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সংশয় তৈরি হয়েছে এবং মানুষ বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং বিতর্কিত 'এসআইআর' বাতিলের দাবিতে সারা দেশে বিরোধীদের আন্দোলন জারি রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে 'বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র'-এ এই বিশেষ নাগরিক কর্মসূচির আয়োজন করেছিল নাগরিক মঞ্চ। সাংবিধানিক ন্যায়বিচার ও জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় আয়োজিত এই কনভেনশনে সশরীরে উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও শারীরিক কারণে অশোক লাভাসা ও প্রকাশ রাজ ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আইএএস ও রাজ্যসভার সদস্য জহর সরকার সহ একঝাঁক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

প্রকাশ রাজ অভিযোগ করেন, দেশে সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলকে ভাঙার চক্রান্ত চলছে। তিনি বলেন, 'বর্তমান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার দায়িত্ব নেওয়ার আগেও দেখা গিয়েছে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও বিহারে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বিরোধী দলগুলিকে দুর্বল করা হয়েছে।' ভোটার তালিকা সংশোধনের মাধ্যমে কারা ভোট দেবেন আর কারা দেবেন না, তা নির্দিষ্ট করে একটি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে বলে তিনি দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য, বিরোধীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেজন্যই মোদি সরকার কমিশনকে ব্যবহার করছে। দেশজুড়ে নাগরিক সমাজকে এক জোট হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেন তিনি।

নির্বাচন কমিশনের বর্তমান ভূমিকা ও স্বচ্ছতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার অশোক লাভাসা বলেন, 'গত ৭৫ বছর ধরে দেশবাসীর যে নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা ছিল এবং যা বিশ্বজুড়ে প্রশংসা কুড়িয়েছে, আজ সেই কমিশনকে নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। ইতিহাসে কখনও এভাবে মানুষকে কমিশনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি।' খেলাধুলোয় নিরপেক্ষ আম্পায়ারের গুরুত্বের উদাহরণ টেনে তিনি সতর্ক করেন, কমিশনের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হলে নির্বাচনের ফলাফলের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে।

চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব পুজো কমিটির প্রতিমা। মঙ্গলবার। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ফের আরশোলা কটাক্ষ

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : পুজো উদ্বোধনে গিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ছারপোকা, আরশোলা কটাক্ষ। ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন ও দিমাগি নকশালদের থেকে সতর্ক থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। দেবী দুর্গার কাছে অসুর বধের শক্তি দেওয়ার জন্য প্রার্থনাও জানালেন তিনি।

বেশিরভাগ পুজোর উদ্বোধনেই চাহিদা বেশি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর। মানুষের সেই দাবিই মেটাতে মুখ্যমন্ত্রীও ছুটছেন কলকাতা থেকে জেলায় জেলায়। মঙ্গলবার নদিয়ার কল্যাণী, রানাঘাট ও বনগাঁয় পুজো উদ্বোধনে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বনগাঁর গান্ধিপল্লি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া। দাপুটে নেতা অশোক এবার রাজ্যের মন্ত্রী। একইসঙ্গে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ অনুগামী বলেও পরিচিত। তাই দিল্লি যাওয়ার তাড়া থাকলেও বনগাঁর পুজো উদ্বোধনকে বাদ দেননি মুখ্যমন্ত্রী। পুজোর মঞ্চ থেকেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সরানোর দাবিতে দেশজুড়ে সিজেপির আন্দোলন নিয়ে সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনেক ছারপোকা, আরশোলারা দেশের মধ্যে থেকে ভারতকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে, এদের থেকে সাবধান থাকবেন।' পাশাপাশি শহুরে নকশালদের থেকেও সাবধান হওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'দিমাগি নকশালরা কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি স্লোগান দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতকে তাই শক্ত করা দরকার।'

পুজো উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'আপনাদের জন্য একটা ভালো খবর, সিএএ শংসাপত্র দেওয়া অধিকারী এখন রাজ্য। তাই আগামীদিনে সিএএ শংসাপত্র পেতে এখন আর কোনও সমস্যা হবে না।'

আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন মরসুমে দুই জোড়া ট্রেন বাতিল থাকবে/চলাচলের দিন হ্রাস পাবে

আসন্ন কুয়াশাচ্ছন্ন মরসুম মোকাবিলা করার জন্য, নিম্নলিখিত ০২ জোড়া মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন সম্পূর্ণ বাতিল থাকবে/চলাচলের দিন হ্রাস পাবে, যার বিবরণ নিম্নরূপ :–

● সম্পূর্ণ বাতিল : (১) ১৪০০৪ নিউ দিল্লি - মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ : ০৩/১২, ০৬/১২, ১০/১২, ১৩/১২, ১৭/১২, ২০/১২, ২৪/১২, ২৭/১২, ৩১.১২.২০২৬; ০৩/০১, ০৭/০১, ১০/০১, ১৪/০১, ১৭/০১, ২১/০১, ২৪/০১, ২৮/০১, ৩১/০১, ০৪/০২, ০৭/০২, ১১/০২, ১৪/০২, ১৮/০২, ২১/০২, ২৫/০২ ও ২৮.০২.২০২৭ = ২৬ ট্রিপ)। (২) ১৪০০৩ মালদা টাউন - নিউ দিল্লি এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ : ০৫/১২, ০৮/১২, ১২/১২, ১৫/১২, ১৯/১২, ২২/১২, ২৬/১২, ২৯.১২.২০২৬; ০২/০১, ০৫/০১, ০৯/০১, ১২/০১, ১৬/০১, ১৯/০১, ২৩/০১, ২৬/০১, ৩০/০১, ০২/০২, ০৬/০২, ০৯/০২, ১৩/০২, ১৬/০২, ২০/০২, ২৩/০২, ২৭/০২ ও ০২.০৩.২০২৭= ২৬ ট্রিপ)।

● চলাচলের দিন হ্রাস : নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি সংশ্লিষ্ট দিনগুলিতে বাতিল থাকবে : (১) ২২৪০৬ আনন্দ বিহার টার্মিনাল-ভাগলপুর গরীব রথ এক্সপ্রেস : যাত্রা শুরুর স্টেশন থেকে বাতিলের দিন - কেবলমাত্র বুধবার, অর্থাৎ যাত্রা শুরুর তারিখ : ০২/১২, ০৯/১২, ১৬/১২, ২৩/১২, ৩০.১২.২০২৬; ০৬/০১, ১৩/০১, ২০/০১, ২৭/০১, ০৩/০২, ১০/০২, ১৭/০২ ও ২৪.০২.২০২৭ = ১৩ ট্রিপ। (২) ২২৪০৫ ভাগলপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল গরীব রথ এক্সপ্রেস : যাত্রা শুরুর স্টেশন থেকে বাতিলের দিন - কেবলমাত্র বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ যাত্রা শুরুর তারিখ : ০৩/১২, ১০/১২, ১৭/১২, ২৪/১২, ৩১.১২.২০২৬; ০৭/০১, ১৪/০১, ২১/০১, ২৮/০১, ০৪/০২, ১১/০২, ১৮/০২ ও ২৫.০২.২০২৭ = ১৩ ট্রিপ। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালদা টাউন-শকুর বস্তী-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

উৎসবের মরশুমে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৩৪৩৯/০৩৪৪০ মালদা টাউন-শকুর বস্তী-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুযায়ী চলবে :

মালদা টাউন-শকুর বস্তী			(০৩৪৩৯) (০৩৪৪০)	শকুর বস্তী-মালদা টাউন		
তারিখ	পৌঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঃ	ছাঃ	তারিখ
১৬.১০.২৬	—	১০.০০	মালদা টাউন	০১.৪৫	—	১৯.১০.২৬
	১২.৫০	১২.৫৫	সাহেবগঞ্জ	২২.২৫	২২.৩০	১৮.১০.২৬
	১৪.৪৫	১৪.৫৫	ভাগলপুর	২০.৫৫	২১.০৫	
	১৬.০৫	১৬.১০	জামালপুর	১৯.১৫	১৯.২০	
	২০.১০	২০.২০	পাটনা	১৫.৫০	১৬.০০	
১৭.১০.২৬	১৬.১৫	১৬.২৫	দিল্লি	১১.৩০	১১.৪০	১৭.১০.২৬
	১৭.০০	—	শকুর বস্তী	—	১১.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা, বড়হরওয়া, কহলগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কিউল, মোকামা, বখতিয়ারপুর, রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল, দানাপুর, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, সুবেদারগঞ্জ, গোবিন্দপুরী এবং টুন্ডলা স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখ/দিন : মালদা টাউন থেকে ০৩৪৩৯- ১৬.১০.২০২৬ তারিখ (শুক্রবার) = ০১টি ট্রিপ এবং শকুর বস্তী থেকে ০৩৪৪০ - ১৭.১০.২০২৬ তারিখ (শনিবার) = ০১টি ট্রিপ। গঠন : এসি ৩ টিয়ার - ০৬, স্লিপার ক্লাস - ০৮, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (এলএস) - ০৬, এলএসএলআরডি - ০১ এবং পাওয়ার কার-০১ = ২২টি কোচ। ক্যাটেগরি : মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৪৮ সংখ্যা, বুধবার, ২৬ আশ্বিন ১৪৩৩

ঐক্যের মাঝে সংশয়

শাসককে দড়ি ধরে টেনে নামাতে বিভিন্ন শক্তি জোট বেঁধে থাকে। ইতিহাসে সেরকম উদাহরণ অজস্র। যদিও সেই শক্তিগুলির মধ্যে মতাদর্শের হাজার ফারাক থাকে। তীব্র মতপার্থক্যও থাকে পরিস্থিতির বিশ্লেষণ নিয়ে। কিন্তু পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় বিভিন্ন মতবাদের শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়। পৃথিবীর দেশে দেশে এরকম ঘটনা অনেক। এই ধরনের ঐক্য চিরস্থায়ী হয় না। মূল্য লক্ষ্য হাসিল হলে একতার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। আবার কখনও মাঝপথে জোট ভেঙে পড়ে।

ইন্দিরা গান্ধিকে গদিচ্যুত করতে সফল হয়েছিল জনতা পার্টি ও বামেদের জোট। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বিভিন্ন শক্তির মিলিত রূপ জনতা পার্টি ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল। বামেদের সঙ্গে জনতা পার্টির সখ্যও বেশিদিন টেকেনি। বামেরা বিদ্রোহ করায় ইউপিএ (সোনিয়া গান্ধি যার চেয়ারপার্সন ছিলেন) একসময় শক্তি হারিয়েছিল। বাংলায় বামেদের সরানোর কিছুদিনের মধ্যে কংগ্রেস-তৃণমূলের জোট ভেঙে গিয়েছিল। ঘরোয়া বিবাদে বারবার রক্তক্ষরণ ঘটেছে 'ইন্ডিয়া' জোটে।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে এখন আবার বেশ সক্রিয় 'ইন্ডিয়া'। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার সিপিএমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে মরিয়া। গত কয়েক বছর ধরে সিপিএম ও কংগ্রেসের মাখামাখি বেশ ভালোই। এখন তেমন অতি বাম বলে পরিচিতরাও 'ইন্ডিয়া'য় সক্রিয়। সর্বশেষ মিছিলে রাহুল ও প্রিয়াংকা গান্ধির পাশে আইসা সভাপতি নেহা বোরার উপস্থিতি সেই ছবিটা তুলে ধরেছে।

এর পিছনে কোনও মতাদর্শগত লক্ষ্য নেই। সকলেরই উদ্দেশ্য, ভোটের কারবারে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠা এবং কেন্দ্র থেকে বিজেপিকে অপসারণ। বাংলায় সিপিএম ও কংগ্রেস পরস্পরের হাত ধরেছিল ক্ষমতা থেকে তৃণমূলকে অপসারণ করতে। তৃণমূল অপসারিত হয়েছে বটে। কিন্তু তার পেছনে কংগ্রেস, সিপিএমের ভূমিকা নেই। পুরোপুরি বিজেপির জয়ে তৃণমূলকে সরে যেতে হয়েছে। কোণঠাসা মমতা শিবির এখন খড়কুটোর মতো সিপিএম, কংগ্রেসকে আঁকড়ে ধরছে।

সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবির সঙ্গে ফোনালাপ ও আক্রান্ত হওয়ার পর তড়িঘড়ি বিকাশ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যেতে মমতার ইচ্ছাপ্রকাশ তার প্রমাণ। রাজ্য সরকারের বাধায় বাংলায় কোনও কর্মসূচি করতে না পেরে নয়াদিল্লিতে গিয়ে 'ইন্ডিয়া' জোটে সক্রিয়তা বাড়িয়ে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে ভেসে থাকতে মরিয়া। নেহাকে পাশে নিয়ে রাহুল-প্রিয়াংকার মিছিলের পেছনে তরুণ প্রজন্মকে কাছে টানার গভীর উদ্দেশ্য আছে।

ককরোচ জনতা পার্টি তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু এই দলটি বিজেপির বিরোধিতা করলেও 'ইন্ডিয়া'র ঘনিষ্ঠ হয়নি। আপাতত তেমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে বাম ছাত্রদের বড় অংশ ককরোচ জনতা পার্টির সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলছে। সেই বাম পড়ুয়াদের মধ্যে লড়াকু নেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে নেহা বোরার। দেশজুড়ে নবীন প্রজন্মে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। রাহুল-প্রিয়াংকাদের তাই মিছিলে নেহাকে আগলে হাঁটতে দেখা গেল।

ক্ষমতা থেকে বিজেপিকে বিতাড়ন বা জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের লক্ষ্য শেষপর্যন্ত সফল হবে কি না, তা নিয়ে গভীর সংশয় আছে। কেননা, 'ইন্ডিয়া'র শরিকদের আলাদা আলাদা স্বার্থ আছে। বাংলার বাইরের বিষয়ে মাথাব্যথা নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আবার সিপিএম, কংগ্রেসেরও পাখির চোখ বাংলার ক্ষমতা। উত্তরপ্রদেশ এককভাবে দখল অখিলেশ যাদবের মূল লক্ষ্য। সিপিএমের নজর কেরলে থাকলেও সেখানে আবার পথের কাঁটা ক্ষমতাসীন কংগ্রেস।

অন্যদিকে, নেহা বোরার কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতাদের সঙ্গে মাখামাখির ছবিটা কট্টর বামপন্থীদের মনে সংশয় জাগিয়েছে। এতে বামমনস্ক মানুষ বিরূপ হতে পারে। কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে একই বিরূপতা বাম মানসিকতায় বিশ্বাসী অনেকের আছে। তাছাড়া ভিন্ন মতাদর্শের সঙ্গে পাশে নেহার ছবিটা প্রতীকী অর্থে হলেও সন্দেহ তৈরি করছে, এই অতি বামেরা তাদের পৃথক চরিত্র ধরে রাখতে পারবে কি! নানাবিধ স্বার্থের সংঘাত ও লক্ষ্যচ্যুত হওয়ার আশঙ্কার মেঘ চারদিকে।

অমৃতধারা

কখনও কোনও প্রলোভনের মধ্যে পড়িলে নিজগত জীবনের ব্যাধি-যন্ত্রণা এবং এই নশ্বর দেহের চরম পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময়-সুযোগ নষ্ট করা কাহারও পক্ষে সমীচীন নয়। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

কৌশল আর আদর্শের টানাপোড়েন

মোহন ভাগবত যখন নিউ ইয়র্কে দাঁড়িয়ে বলেন, 'যে হিন্দু ভারত থেকে মুসলমানদের তাড়াতে চায়, সে আদতে হিন্দুই নয়,' তখন স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে— এটি কি সত্যিই আরএসএস-এর আদর্শগত বিবর্তন, নাকি বিশ্বমঞ্চে নিজেদের নতুনভাবে তুলে ধরার এক সুকৌশলী কূটনৈতিক চাল?

কৌশিক কর্মকার

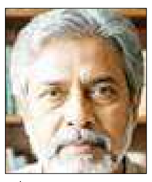

বিশ্বমঞ্চে এখন ভারতের প্রবল দাপট। অর্থনীতি থেকে কূটনীতি— সব ক্ষেত্রেই ভারতের এই অভাবনীয় উত্থান এখন বিশ্ববাসীর চর্চার বিষয়। আর ঠিক এই রকম এক মোক্ষম সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস নিজেদের এক নতুন ও পরিমার্জিত অবতারে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে চাইছে। কয়েক দশক ধরে যে সংগঠনের গায়ে একটি নির্দিষ্ট কট্টরপন্থী তকমা সেঁটে ছিল, আজ সেই সংগঠনের প্রধান মোহন ভাগবত খোদ নিউ ইয়র্কে দাঁড়িয়ে এমন সব কথা বলছেন, যা শুনে অনেক সমালোচক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকও রীতিমতো বিস্মিত হচ্ছেন। ভাগবত প্রকাশ্যে ঘোষণা করছেন যে, বৈচিত্র্যই হল ভারতের ঐক্যের আসল সৌন্দর্য। তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছেন, 'যে হিন্দু ভারত থেকে মুসলমানদের তাড়াতে চায়, সে আদতে হিন্দুই নয়।' তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে এখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটাই আলোচনা— এটি কি সত্যিই আরএসএস-এর এক ঐতিহাসিক পালাবদল, নাকি বিশ্বমঞ্চে নিজেদের একটি সর্বজনীন সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার এক নিখুঁত রাজনৈতিক সমীকরণ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের হিন্দুত্ববাদের ইতিহাস এবং আরএসএস-এর কৌশলগত বিবর্তনের দিকে একটু গভীরভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে নজর দিতে হবে।

মোহন ভাগবতের এই বক্তব্যগুলো নিছকই কোনও আকস্মিক বা আবেগতাড়িত মন্তব্য নয়; এটি আরএসএস-এর সুদূরপ্রসারী বিশ্বকৌশলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আরএসএস এখন আর কেবল ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না। বিদেশে থাকা ভারতীয়দের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে তারা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশে নিজেদের শাখার বিস্তার ঘটিয়েছে। ভাগবতের উদ্দেশ্য স্পষ্ট— বিশ্বমঞ্চে আরএসএস-এর যে একপেশে বা কট্টরপন্থী ভাবমূর্তি অনেক সময় তুলে ধরা হয়, তা বদলে ফেলা। আন্তর্জাতিক স্তরে পশ্চিমী বিশ্বের একাংশ অনেক সময় আরএসএস-কে কট্টরপন্থী শ্বেতাঙ্গ এবং ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে ভুলভাবে তুলনা করে থাকে। এই ধরনের তুলনা আরএসএস-এর বিশ্বব্যাপী বিস্তারের পথে একটি বড় বাধা। তাই ভাগবত এখন অত্যন্ত সুকৌশলে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, পশ্চিমী দেশগুলোর মতো ভারত কেবল পেশিশক্তিতে বলীয়ান কোনও আগ্রাসী সামরিক শক্তি হতে চায় না; বরং ভারত হতে চায় এমন এক 'বিশ্বগুরু', যে সারা বিশ্বকে আধ্যাত্মিকতা, সহনশীলতা এবং বহুত্ববাদের পাঠ দেবে।

ভাগবতের সমর্থকরা এবং সংঘের তাত্ত্বিক নেতারা জোর গলায় বলছেন, আরএসএস কখনোই গোঁড়া সংগঠন ছিল না। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কেবি হেডগাওয়ার কোনওদিন নিজের নামে কোনও মতাদর্শ বা নির্দিষ্ট কোনও দর্শন সংগঠনের ওপর চাপিয়ে দেননি। তিনি সংগঠনকে যুগের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার এবং যৌথ নেতৃত্বের ওপর ভরসা করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এর ফলেই অন্যান্য রাজনৈতিক বা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মতো আরএসএস কোনও নির্দিষ্ট ছকে আটকে পড়েনি। এমনকি তাঁর উত্তরসূরি এমএস গোলওয়ালকরও গত শতকের সত্তরের দশকে প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে, জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী না হলে সংখ্যালঘুদের নিজস্ব আইন বা রীতিনীতি মেনে চলতে কোনও বাধা নেই। ভাগবতের বর্তমান অবস্থান আসলে সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতারই একটি পরিমার্জিত রূপ। তিনি গোটা বিশ্বকে বোঝাতে চাইছেন, আরএসএস ভারতের বহুত্ববাদকে মন থেকে

আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরএসএস প্রধান আজ যে বহুত্ববাদ এবং সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। একদলের মতে, এটি ভারতের বিশ্বগুরু হয়ে ওঠার পথে সংঘের এক যুগান্তকারী আদর্শগত রূপান্তর। কিন্তু সমালোচকদের চোখে, নীচুতলার কিছু নেতার বাস্তব আচরণের সঙ্গে এই বার্তার অমিল থাকায় এটি নিছকই রাজনৈতিক কৌশল। এই দুই বিপরীতমুখী ব্যাখ্যার মাঝেই লুকিয়ে আছে হিন্দুত্ববাদের আগামীদিনের ভবিষ্যৎ।

সম্মান করে। এটি এমন কোনও ব্যবস্থা নয় যেখানে সবার নিজস্বতা হারিয়ে যাবে, বরং এটি একটি মিলনক্ষেত্র, যেখানে সবাই নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি বজায় রেখেও বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে একজোট হবে।

তবে সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভিন্ন। তাঁরা এই বার্তাকে পুরোপুরি আদর্শগত পরিবর্তন হিসেবে মেনে নিতে নারাজ। তাঁদের মতে, কৌশল হয়তো যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলাচ্ছে, কিন্তু হিন্দুত্বের মূল আখ্যান কি সত্যিই এতটা পালটে গিয়েছে? সমালোচকরা প্রশ্ন তুলছেন যে, শীর্ষ নেতৃত্বের এই অন্তর্ভুক্তিমূলক বার্তার সঙ্গে সংগঠনের নীচুতলার কাজের অনেক সময়ই একটা বিস্তর ফারাক থেকে যায়। ভাগবত যখন সম্প্রীতির কথা বলে হাততালি কুড়োচ্ছেন, তখন দেশজুড়ে এমন অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা ঘটছে যা এই সম্প্রীতির বার্তার সঙ্গে সরাসরি সাযুজ্যপূর্ণ নয়। কোথাও পাঠ্যবই থেকে নির্দিষ্ট ইতিহাসের অংশ বাদ দেওয়ার বিতর্ক, আবার কোথাও ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতি কিছু নেতার আক্রমণাত্মক মন্তব্য— এই স্ববিরোধিতাগুলোই সমালোচকদের সন্দেহ বাড়িয়ে দেয়। তাঁদের মতে, হিন্দুত্ববাদ আদতে একটি বহুমুখী মতাদর্শ, যা রাজনৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। বর্তমানে যখন রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের ব্যাপক প্রভাব তৈরি হয়েছে, তখন শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষে একটু উদার ও মহানুভব সাজার সুযোগ তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। এতে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের ভাবমূর্তি যেমন উজ্জ্বল হয়, তেমনই সমালোচকদের যুক্তিতেও শান দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

এই পুরো বিষয়টিকে বুঝতে গেলে আরএসএস-এর একশো বছরের দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে মূলত তিনটি বড় রূপান্তর দেখা গেছে। প্রথমটি ছিল গোলওয়ালকরের আমলে, যখন সংগঠনের একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শগত রূপরেখা তৈরি হয়। দ্বিতীয় রূপান্তরটি ঘটে এমডি দেওরাসের সময়, যখন তিনি আরএসএস-কে কেবল উচ্চবর্ণের গণ্ডি থেকে বের করে সমাজের সব স্তরের, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের কাছে পৌঁছে দেন এবং রাজনীতির বৃহত্তর আঙিনায় প্রবেশের পথ প্রশস্ত করেন। আর তৃতীয় রূপান্তরটি আমরা দেখছি বর্তমান যুগে, যেখানে সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং রাষ্ট্রযন্ত্র প্রায় হাত ধরাধরি করে চলছে। এই পর্বে এসে আরএসএস আর শুধু একটি সামাজিক সংগঠন হিসেবে আটকে নেই, বরং ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির এক অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।

ভাগবতের এই 'বিশ্বগুরু' হওয়ার স্বপ্ন এবং সংখ্যালঘুদের প্রতি তাঁর এই বার্তা আসলে হিন্দু সমাজের ভেতরের ক্ষোভ এবং দেশের বাইরের সমালোচনা—দুইয়েরই একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা। একটা সময় ঐতিহাসিক কারণে হিন্দুদের মধ্যে যে ক্ষোভ বা মেরুকরণ তৈরি হয়েছিল, সংঘ এখন চাইছে সেই সংঘাতের জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে একটি বৃহত্তর আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্যের বাতাবরণ তৈরি করতে। ভাগবতের এই মতবাদ আসলে দেশের সংখ্যালঘুদের কাছেও এক প্রচ্ছন্ন আহ্বান, যাতে তাঁরাও প্রাতিষ্ঠানিক গোঁড়ামি থেকে বেরিয়ে এসে ভারতের এই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক মূলধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন।

সব মিলিয়ে মোহন ভাগবতের এই নতুন দর্শন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। এটি কি সত্যিই ধর্মনিরপেক্ষতার এবং বহুত্ববাদের এক নতুন দিশা, নাকি নিছকই বিশ্বমঞ্চে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর এক সুনিপুণ রাজনৈতিক কৌশল— সেই বিতর্ক হয়তো এখনই থামবে না। তবে আরএসএস যদি সত্যিই তাদের অতীতের কট্টর অবস্থান থেকে খানিকটা সরে এসে একটি সর্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ার দিকে আন্তরিকভাবে পা বাড়ায়, তবে তা নিঃসন্দেহে ভারতের গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ পরিকাঠামোর জন্য এক ইতিবাচক দিক।

(লেখক সাংবাদিক)

নিউ ইয়র্কে এক সমাবেশে বক্তব্যরত আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত।–ফাইল চিত্র

আজ

১৮৮৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা হরদয়াল।

১৯৮১

প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীরের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

অনেকে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব ছড়াচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, আমরা বিজেপির লোক। বিজেপির নির্দেশে আমরা এই কাজ করছি। গত ১০ অক্টোবর আমরা যে পুলিশি দমন-পীড়ন দেখেছিলাম, গতকাল 'ইন্ডিয়া' জোটের কর্মসূচিতে তেমন কিছু ঘটেনি। সরকার এভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেয়। মানুষের মধ্যে যেন সন্দেহ ও অবিশ্বাস তৈরি হয়। সবার কাছে আমার অনুরোধ, সরকারের এই কৌশলটা বুঝুন। তাদের উদ্দেশ্য, আমরা যেন একে অপরকে সন্দেহ করতে থাকি। ষড়যন্ত্রের তত্ত্বে বিশ্বাস করে নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি হতে দেবেন না।

- অভিজিৎ দীপকে

ভাইরাল/১

'বিশাখা এক্সপ্রেস' কাচেগুড়া স্টেশন ছাড়ছিল। একজন কোলের সন্তানকে নিয়ে চলন্ত ট্রেনে ওঠার চেষ্টা করেন। পা পিছলে রেললাইন ও ট্রেনের মাঝে পড়ে যাচ্ছিলেন। এক মহিলা আরপিএফ কর্মী তাঁকে প্ল্যাটফর্মে তুলে নেন। রক্ষা বাবা-শিশুর।

ভাইরাল/২

১০ টাকার কয়েন জমিয়ে কিনে ফেললেন সাধের স্কুটার। তেলেঙ্গানার লাক্সেত্তিপেটের এক যাজক ২০২৩ থেকে ১০ টাকার কয়েন জমাচ্ছিলেন। তিন বছর ধরে জমানোর পর বস্তাভর্তি কয়েন নিয়ে বাইকের শোরুমে আসেন। ১.২৩ লক্ষ টাকার কয়েন গুনতে দু-ঘণ্টা সময় লাগে কর্মীদের। তারপর নতুন স্কুটারের চাবি দেওয়া হয় তাঁকে।

জনমন জনমত

বোনাসটা পেলে বেঁচে যাই

আমি জলপাইগুড়ি জেলার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে কর্মরত হাজার হাজার পার্শ্বশিক্ষক-শিক্ষিকার অত্যন্ত করুণ ও মানবিক সমস্যার কথা রাজ্য সরকার, জেলা আধিকারিক এবং সর্বসাধারণের নজরে আনতে চাই।

শিক্ষা ব্যবস্থার আলো সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে এবং সর্বশিক্ষা অভিযানের লক্ষ্যকে সচল রাখতে বিগত বহু বছর ধরে জেলার পার্শ্বশিক্ষক-শিক্ষিকারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে আসছেন। নিয়মিত ক্লাসে পড়ানো ছাড়াও মিড-ডে মিল পরিচালনা, শুমারির কাজ, ভোটার তালিকা সংক্রান্ত দায়িত্ব এবং সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে তাঁরা সর্বদা সামনের সারিতে থাকেন। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলের বহু বিদ্যালয় শিক্ষক-স্বল্পতার মাঝেও সচল রয়েছে এই পার্শ্বশিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জোরেই।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, যেখানে রাজ্য সরকার সমস্ত সরকারি কর্মচারী, চুক্তিভিত্তিক কর্মী এবং অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের জন্য প্রতি বছর উৎসবের মরশুমে অ্যাড হক বোনাসের বন্দোবস্ত করে, সেখানে পুজোর মুখে এখনও জলপাইগুড়ি জেলার পার্শ্বশিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুজোর বকেয়া বোনাস দেওয়া হয়নি।

বর্তমান আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির বাজারে এই স্বল্প বেতনে সংসার চালানোই যেখানে অত্যন্ত দুরূহ, সেখানে উৎসবের মুখে বোনাস না মেলায় জেলার প্রায় প্রতিটি পার্শ্বশিক্ষক পরিবার নিয়ে গভীর আর্থিক অনটন ও মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। পুজোর দিনে সন্তান ও বৃদ্ধ মা-বাবার মুখে সামান্য হাসি ফোটানোর আনন্দটুকু থেকেও আজ তাঁরা বঞ্চিত। সরকারি কর্মচারীদের সমপরিমাণ দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও এই ধরনের বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক আচরণ পার্শ্বশিক্ষক সমাজের মনোবল চরমভাবে ভেঙে দিচ্ছে।

রাজ্য ও জেলা প্রকল্প আধিকারিক দপ্তরে আবেদন, বিষয়টির সংবেদনশীলতা ও মানবিক দিক বিবেচনা করে অবিলম্বে বকেয়া উৎসব বোনাস দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

কমল বাড়ৈ, সম্পাদক
নিখিলবঙ্গ পার্শ্বশিক্ষক সমিতি, জলপাইগুড়ি।

কুশমণ্ডিতে দুর্ভোগ

দীর্ঘদিন ধরে কুশমণ্ডির বুড়িমা চত্বরে জুয়া, তাস ও মদের আসর রমরমিয়ে চলছে। সাধারণ নাগরিক নির্বিকার, প্রশাসনও উদাসীন। সংলগ্ন এলাকায় একটি মন্দির রয়েছে। মন্দিরের পবিত্রতা বজায় রাখার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের ভূমিকা তথৈবচ। এছাড়া হাটের মধ্যে যেখানে-সেখানে আবর্জনা তো রয়েছেই, সব সৌরবাতিও জ্বলে না। প্রশাসনের তরফে যত সৌরবাতি লাগানো হয়েছিল, তা একবার নষ্ট হলে আর মেরামতের কোনও উদ্যোগ দেখা যায় না।

চৌরাস্তায় যে মদের দোকান আছে, তার দক্ষিণ পাশের দোকানে যখন-তখন দেদার মদ খাওয়া চলে। প্রশাসন যেন না দেখার ভান করে রয়েছে। বেশিরভাগ সময়েই মোটর সাইকেল আরোহীরা হেলমেট পরেন না। গাড়িও বেপরোয়া গতিতে চালানো হয়। সব মিলিয়ে কুশমণ্ডির ঐতিহ্য ধীরে ধীরে নষ্ট হতে বসেছে।

দেবাশিস গোপ, কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

ভাষার শালীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা

কুভাষা ও অন্ধবিশ্বাসের বিস্তার রুখতে দরকার যুক্তিবোধ, তথ্য যাচাই এবং মানবিকতার চর্চা।

শীলা সরকার

সমাজ তৈরি হয় ধীরগতিতে। মানুষের দীর্ঘদিনের আচরণ, ভাষা, চিন্তা, বিশ্বাস, সংস্কার, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক সম্পর্কের নিরিখে। সমাজের সুস্থতা নির্ভর করে মানুষের বিবেক, যুক্তিবোধ, সহনশীলতা, মানবিকতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর। কিন্তু ভাষা যখন আক্রমণের অস্ত্র হয়ে ওঠে, সংস্কৃতির বদলে কুসংস্কার জাঁকিয়ে বসে, আর যুক্তির জায়গা দখল করে অন্ধবিশ্বাস, তখন বাহ্যিক উন্নয়নের আড়ালে শুরু হয় অবক্ষয়। প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির এই সময়েও কুভাষা, বিদ্বেষ ও গুজবের বিস্তার প্রশ্ন তোলে, বিজ্ঞানের সঙ্গে মানুষের মনও কি এগোচ্ছে?

ভাষা শুধু পারস্পরিক সংযোগের মাধ্যম নয়, মানুষের চিন্তারও বাহন। শিক্ষা, রুচি ও মানসিকতার পরিচয় ভাষায় প্রকাশ পায়। মতের অমিল থাকতেই পারে, কিন্তু তা কাউকে অপমান করার অধিকার দেয় না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মতের বিরোধ হলেই আক্রমণ, অশালীন মন্তব্য, বিদ্রুপ বা চরিত্রহননের প্রবণতা দেখা যায়। কখনও সম্পূর্ণ বক্তব্য না পড়েই মন্তব্য করা হয়, কখনও গুজবকে সত্য বলে প্রচার করা হয়। ফলে যুক্তির জায়গা ছোট হয়ে আসে, আর চিৎকারই যেন সত্যের বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। কুভাষা শ্রোতাকে আঘাত করার পাশাপাশি বক্তার মানসিকতারও পরিচয় দেয়। যুক্তির বদলে গালিগালাজ শক্তির পরিচয় হয়ে উঠলে সুস্থ সংলাপ হারিয়ে যায়।

সংস্কার মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারে, কিন্তু কুসংস্কার চিন্তার স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে। দীর্ঘদিনের বিশ্বাস শুধু পুরোনো বলেই সত্য হয় না। আবার পুরোনো প্রথামাত্রই কুসংস্কার, এমন ভাবাও ঠিক নয়। বিশ্বাস বা আচরণের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বুঝে তার মূল্যায়ন করা দরকার। কিন্তু যে বিশ্বাস ক্ষতি করে, ভয় সৃষ্টি করে, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার বদলে বিপজ্জনক পথে ঠেলে দেয় বা মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়, তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা জরুরি। মুখে মুখে ছড়ানো কুসংস্কারের সঙ্গে আজ যুক্ত হয়েছে ডিজিটাল মাধ্যম। ছবি, ভিডিও, অডিও বা মনগড়া বক্তব্যে মিথ্যা তথ্য দ্রুত ছড়াতে পারে। তাই তথ্যের উৎস যাচাই করে নির্ভরযোগ্য সূত্রে মিলিয়ে নেওয়া জরুরি।

শিক্ষা যদি কেবল পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার পদ্ধতি হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু মানুষকে প্রশ্ন করতে, তথ্য যাচাই করতে ও যুক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে না শেখায়, তবে সেই শিক্ষা অসম্পূর্ণ। পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে দরকার গণমাধ্যম সম্পর্কে সচেতনতা। শিশুর প্রথম বিদ্যালয় পরিবার। সে বড়দের ভাষা ও আচরণ দেখে শেখে, তাঁদের বিশ্বাস থেকেও ধারণা গ্রহণ করে। তাই শিশুর সামনে অপমানজনক ভাষা ও যাচাইহীন তথ্যকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করা এড়ানো দরকার। শুধু 'এটা করো' বা 'এটা কোরো না' বললে হবে না, কারণ বুঝিয়ে বলা ও প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিতর্ক, বিজ্ঞানচর্চা, সাহিত্যপাঠ, ইতিহাসচর্চা ও সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণের সুযোগ বাড়াতে হবে। কোনও বিশ্বাসকে উপহাস বা সংস্কৃতিকে অসম্মান না করেও তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও ক্ষতিকর প্রথা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। যুক্তিবাদ সংস্কৃতি বিরোধিতা নয়, বরং তাকে আরও মানবিক করে তুলতে পারে।

কুভাষা ও কুসংস্কার পৃথক সমস্যা হলেও দুটিই অসহিষ্ণুতা বাড়াতে পারে। কুভাষা অন্যের মত প্রকাশের অধিকারকে আক্রমণ করে, কুসংস্কার প্রশ্ন করার অধিকারকে সংকুচিত করে। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মতবিরোধ থাকলেও ভাষা শালীন রাখা, ব্যক্তিগত অপমান এড়ানো ও যাচাই ছাড়া তথ্য প্রচার না করা জরুরি। পর্দার ওপারের মানুষটিরও অনুভূতি ও মর্যাদা আছে। কুসংস্কারের সমালোচনায় কোনও ব্যক্তি, পরিবার বা সম্প্রদায়কে অপমান করেও যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সমাজের অবক্ষয় শুরু হতে পারে একটি কটু কথা, মিথ্যা তথ্য বা অন্ধবিশ্বাস থেকে। পুনর্গঠনের সূচনাও হতে পারে সংযত বাক্য, যুক্তিনির্ভর প্রশ্ন, সত্য তথ্য ও মানবিক আচরণে। সভ্যতার পরিচয় শুধু প্রযুক্তিতে নয়, মানুষের কথা, চিন্তা, যুক্তি ও আচরণে। পরিবর্তনের সূচনা হতে পারে প্রত্যেকের নিজের ভাষা ও চিন্তা থেকেই।

(লেখক অক্ষরকর্মী। বারবিশার বাসিন্দা।)

প্রতীকী

বিন্দুবিসর্গ

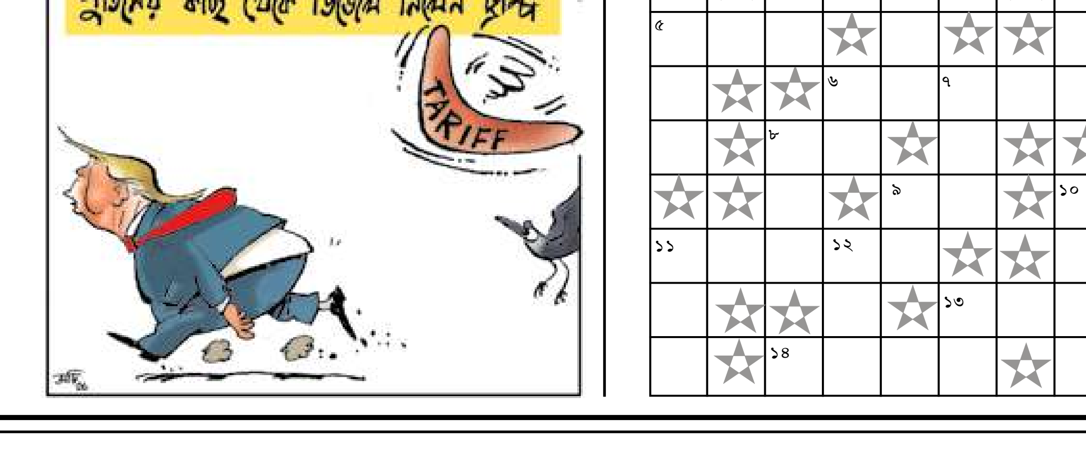

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৭৫

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। দেশ পরিচালনা করা ৫। ভ্রম বা মায়া ৬। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কামান ৮। ইন্টারনেটের বা সমাজমাধ্যমের ভাষায় জোরে হাসা ৯। জলে বা হাওয়ায় ভেসে বেড়ান ১১। আনন্দ উৎসবে হঠাৎ বাধা ১৩। কপালের ওপরে ও পাশে ছোট কোঁকড়ানো চুল ১৪। সাহিত্যিক চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর ছদ্মনাম।

উপর-নীচ : ১। দুর্ঘটনার জায়গা ২। বড়শি ৩। বড় হাঁস ৪। নৈপুণ্য ৬। বিজেপি অথবা তৃণমূল ৭। মাটির বড় সরা ৮। লোভাতুর দৃষ্টি ৯। কৃত্রিম আচরণ ১০। অভিমানজনিত স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ ১১। প্রতারণা বা কপটতা ১২। ভারতীয় একটি তারবাদ্য ১৩। বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি।

সমাধান ■ ৪৫৭৪

পাশাপাশি : ১। আধুনিক ৩। ময়লা ৫। ইকড়িমিকড়ি ৬। ননদ ৭। বরজ ৯। দিকচক্রবাল ১২। সামন্ত ১৩। নকিঞ্চন।

উপর-নীচ : ১। আচকান ২। কনক ৩। মরমি ৪। লাকড়ি ৫। ইদ ৭। বল ৮। জনহীন ৯। দিৎসা ১০। চক্রান্ত ১১। বামুন।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৫০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড় ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট ৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৬৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৩৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গণতন্ত্রের জননী ভারত, বার্তা নরেন্দ্র মোদির

’২৯-এও হারবেন, রাহুলকে খোঁচা শা’র

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ভোট চুরি, এসআইআর বিতর্ক এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে লাগাতার প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চলছে রাজধানীতে। সিইসির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিজেপি, আরএসএস-কেও নিশানা করছে বিরোধী শিবির। এই ‘কে ক্ষমতায় রয়েছে সেটা বড় প্রশ্ন নয়। বরং ক্ষমতা কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটাই বড় কথা।’

দিল্লিতে প্রতিবাদ দমন করতে পুলিশের বলপ্রয়োগ, ধরপাকড়, যন্তরমন্তরে প্রতিবাদ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির রাস্তায় হেঁটেছে কেন্দ্র। এই অবস্থায় মোদির মন্তব্যে চর্চা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপানো বন্ধ করুক কংগ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তাকে এসআইআরের আড়ালে ঢেকে রাখা বন্ধ করা উচিত রাহুল গান্ধির।’

অর্থনৈতিক সম্মেলনে হাজির নরেন্দ্র মোদি। নয়াদিল্লিতে।

> রাজ্যে গত তিন-চার দশক ধরে ক্ষমতায় নেই কংগ্রেস। এর জন্য কি এসআইআর দায়ী? নিজেদের পরাজয়ের দায় এসআইআর এবং নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপানো বন্ধ করুক কংগ্রেস।
>
> -অমিত শা

পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামের বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভারতের গণতন্ত্রের বড়াই করে বলেন, ‘ভারত গণতন্ত্রের জননী। শতাধিক ভাষায় রয়েছে ভারতের। প্রায় ৮০ হাজার নথিভুক্ত সংবাদপত্র রয়েছে। ১ হাজারেরও বেশি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল রয়েছে। শুধু তাই নয়, সমাজমাধ্যমের যুগে ভারতে ৫০ কোটির বেশি ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারী রয়েছেন।’

মোদি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘আমাদের দেশে মানুষজন খোলাখুলিভাবে বিভিন্ন ইস্যুতে বিতর্কে জড়াতে পারেন। নাগরিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের বক্তব্য রাখতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর সাফ কথা, এদিকে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট কড়া ভাষায় কেন্দ্রের সমালোচনা করলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল কংগ্রেসের বিশেষ করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সমালোচনা করেছেন। গুজরাট, ত্রিপুরা, রাজস্থানের স্থানীয় নির্বাচন এবং একাধিক বিধানসভা নির্বাচন ও উপনির্বাচনে বিজেপির দাপুটে জয়ের কথা জানিয়ে শা-র খোঁচা, ‘রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস লাগাতার হারের জন্য বরং আত্মসমীক্ষায় বসুক। তিনি বলেন, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার মতো ‘রাজ্যে গত তিন-চার দশক ধরে ক্ষমতায় নেই কংগ্রেস। এর জন্য কি এসআইআর দায়ী? নিজেদের পরাজয়ের দায় এসআইআর এবং

২০২৯ সালেও কংগ্রেস পরাজিত হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অপরদিকে পীযূষ গোয়েল বলেন, ‘সংবিধানকে অপমান করেছেন রাহুল গান্ধি। নিজেদের অতীতের কথা ভুলে গিয়েছেন তিনি। ১০টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। রাহুলের কারণেই কংগ্রেস বারবার পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছে। উনি সবচেয়ে বড় রেড ফ্ল্যাগ। সুপ্রিম কোর্টের পিটিশনে ১৪টি ত্রুটি রয়েছে। রাহুলের নেতৃত্বে কংগ্রেস ভবিষ্যৎ অন্ধকারে রয়েছে।’

গান্ধিনগর পুরসভার পাশাপাশি বনসকান্থা জেলার থারা পুরসভা এবং দ্বারকা জেলার ওখা পুরসভাও দখল করেছে পদ্মশিবির।

একজোট হয়ে লড়াইয়ের বার্তা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : আলাদা আলাদাভাবে সমান্তরাল আন্দোলন নয়, একটি উদ্দেশ্য নিয়ে একজোট হয়ে আন্দোলন করার বার্তা দিল বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। জ্ঞানেশ কাণ্ডে সোমবার সুপ্রিম কোর্ট অভিযানকে সামনে রেখে দিল্লির রাজপথে যে জনপ্লাবন দেখা গিয়েছে তাতে উচ্ছ্বসিত বিরোধী শিবির। দিল্লি তথা দেশের সাধারণ মানুষকে তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার তাঁর বাসভবনে ইন্ডিয়া জোটের নেতানেত্রীদের সঙ্গে চায়ে পে চর্চায় বসেছিলেন তিনি। সেখানে হাজির ছিলেন জ্ঞানেশ বিরোধী আন্দোলনের দুই মুখ তথা বাম ছাত্রনেত্রী নেহা বোরা এবং ঐশী ঘোষ। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ এবং যোগেন্দ্র যাদবও। বৈঠকের একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনও করেন বিরোধীরা। সেখানে সবার শেষে রাহুল গান্ধি বলেন, ‘রাজনৈতিক প্রতিরোধ থামবে না, মানুষের প্রতিবাদও চলবে। শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যেই লড়াই চালিয়ে যাবে বিরোধীরা।’

লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও জনমতকে যাঁরা খর্ব করেছেন, তাঁদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে জবাবদিহি করতে হবে। ভোট চুরির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক এবং জনপ্রতিরোধ চলবে। শেষপর্যন্ত জয় তাঁদেরই হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে বিচার হবেই। মোদি-শা-র চারপাশে থাকা জাল গুটিয়ে আনা হচ্ছে।’ তাঁর বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে সুপ্রিম কোর্ট, প্রধান বিচারপতি এবং দেশের বিচারব্যবস্থা নিজেদের ভূমিকা পালন করবে।

এদিন রাহুল গান্ধির পাশাপাশি একজোট হয়ে লড়াইয়ের বার্তা দেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজা, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, এনসিপি-এসপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে, মমতা-তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ, শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা সঞ্জয় রাউত, আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণও। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে ইন্ডিয়ার ঐক্যবদ্ধ ছবিটাকে ২০২৯ সালের লোকসভা ভোট পর্যন্ত অটুট রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার নোটিশে রাস্তায় নামার জন্য তৈরি থাকার কথাও হয়েছে। তবে নবরাত্রি পর্যন্ত রাস্তায় নেমে কোনও আন্দোলন হবে না বলেই ঠিক হয়েছে। ১ নভেম্বর রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়ার একটি জনসভা ডাকা হয়েছে। সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের মূল দাবিকে সামনে রেখে কীভাবে আন্দোলন জারি রাখা যায় সেবিষয়েই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যন্তরমন্তরে আন্দোলন, বিক্ষোভ চলবে না বলে কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাও মানা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বিরোধীরা।

সাংবাদিক বৈঠকে অন্য বিরোধী নেতানেত্রীদের পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন আইসা সভানেত্রী নেহা বোরাও। তিনি বলেন, ‘গণতন্ত্র, সংবিধানের অভিন্ন শত্রুর নাম বিজেপি। দেশদ্রোহিতা করেছে যারা তারা হল বিজেপি। এটা করতে সাহায্য করেছে নির্বাচন কমিশন।’ আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বলেন, প্রশান্ত ভূষণ বলেন, ‘২ অক্টোবর থেকে দিল্লিতে সিইসির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে। তাকে পদদলিত করতে সব বন্ধ করেছে সরকার। আধাসেনা নামিয়েছে। প্রতিবাদ আমাদের সাংবিধানিক অধিকার। সবাই মিলে আন্দোলনে লড়ব। শ্রমিক সংগঠনগুলিও আসবে। এটা গণতন্ত্রের লড়াই। আমরাই জিতব।’ অপরদিকে মমতা-তৃণমূলের সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, ‘ভোট কাটার জন্য এসআইআর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ সরকার চলছে। কলকাতায় প্রতিবাদ দমন করা হচ্ছে। জ্ঞানেশ কুমার, সীমা খান্নাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হোক।’

এদিকে এদিনও দিল্লির রাস্তা প্রতিবাদে উত্তাল হয়। সিজেপি নেতা সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কারা গেট টপকে যন্তরমন্তরে ঢুকে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আটক হন। তারপরই কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন জনপথ রোডে যন্তরমন্তর পুনর্দখলের ডাক দেয়। বিক্ষোভকারীদের আটক করে পুলিশ। দিল্লির পাশাপাশি পাটনাতেও আইসার নেতৃত্বে এসআইআর বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়। অপরদিকে জেএনইউয়ের অধ্যাপক তথা কংগ্রেস সাংসদ আঙ্গোমচা বিমল আকোইজামের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের যৌন হেনস্থার অভিযোগ ঘিরে কংগ্রেসের সদর দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে এই বিষয়ে দেখা করেন বিজেপির মহিলা সাংসদদের একটি প্রতিনিধিদলও।

ইন্ডিয়ার বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল, খাড়গের সঙ্গে হাজির ছাত্রনেত্রী নেহা বোরা। নয়াদিল্লিতে।

> রাজনৈতিক প্রতিরোধ থামবে না, মানুষের প্রতিবাদও চলবে। শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যেই লড়াই চালিয়ে যাবে বিরোধীরা।
>
> -রাহুল গান্ধি

> গণতন্ত্র, সংবিধানের অভিন্ন শত্রুর নাম বিজেপি। দেশদ্রোহিতা করেছে যারা তারা হল বিজেপি। এটা করতে সাহায্য করেছে নির্বাচন কমিশন।
>
> -নেহা বোরা

সুদানে মৃত্যুমিছিল

খার্তুম, ১৩ অক্টোবর : সুদানে রক্তক্ষয়ী ড্রোন হামলায় প্রাণ হারালেন শতাধিক সাধারণ মানুষ। মিশর সীমান্তের কাছে এক বিমান হামলায় অন্তত ৭২ জন নিরীহ স্বর্ণখনির শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে ইথিওপিয়া সীমান্তের কাছে আর একটি ড্রোন হামলায় শিশু সহ অন্তত ৪০ জন বাস্তুচ্যুত মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

ধরা পড়ল এআই-তে

বার্মিংহাম, ১৩ অক্টোবর : ট্রাফিক নিয়মে ফাঁকি দিয়ে আর পার পাওয়ার উপায় নেই। ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম ও উলভারহ্যাম্পটনে মাত্র দু’সপ্তাহের পরীক্ষামূলক ট্রায়ালে প্রায় ১৯ হাজার ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনা হাতেনাতে ধরে ফেলল এআই ক্যামেরা। উন্নত প্রযুক্তির এই কড়া নজরদারিতে চোখ এড়াতে রীতিমতো কালঘাম ছুটছে নিয়মভাঙা চালকদের।

বন্ধই থাকছে বিমান

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : সৌদি আরবে হুথি বিদ্রোহীদের ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জেরে রিয়াধ, দাম্মাম এবং জেড্ডাগামী উড়ান বাতিলের মেয়াদ বাড়াল এয়ার ইন্ডিয়া (এআই)। মঙ্গলবার বিমান সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এই তিন শহরের সব আন্তর্জাতিক উড়ান স্থগিত রাখা হচ্ছে। এর আগে ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলি ১০ অক্টোবর পর্যন্ত এই রুটে উড়ান চলাচল বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করেছিল। এবার সেই মেয়াদ আরও বাড়াল এআই। অন্যান্য বিমান সংস্থাগুলিও এবার সেই পথে হাঁটতে পারে বলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

আয়ের ফারাক

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে ভারতের আর্থিক বৈষম্যের রূঢ় ছবি ধরা পড়ল। ভারতে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের দৈনিক আয় বা ব্যয়ের পরিমাণ মাথাপিছু যেখানে প্রায় ১০ ডলার, সেখানে সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশের ক্ষেত্রে তা মাত্র ৩ ডলার। আমেরিকা ও কানাডায় দরিদ্রদের দৈনিক আয় যথাক্রমে ২৫ ও ৩১ ডলার।

আয় তবে সহচরী... মঙ্গলবার ডাল লেকে।

‘লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ’

২৮ জায়গার নামকরণ নিয়ে চিনকে কড়া বার্তা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। চিনের কোনও অযৌক্তিক আপত্তি এই বাস্তবতার বদল ঘটাতে পারবে না। লাদাখে ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের নামকরণের পর বেজিংয়ের আপত্তির কড়া জবাব দিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

সম্প্রতি লাদাখের ২৮টি স্থানের নতুন নামকরণ করেছে ভারত। উদ্দেশ্য, সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় নিজেদের প্রশাসনিক ও কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করা। ভারতের পদক্ষেপ প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফুঁসছে চিন। বেজিংয়ের দাবি, লাদাখের ওই এলাকাগুলির ওপর ভারতের অধিকার নেই। এই ধরনের নামকরণের তীব্র বিরোধিতা করছে তারা।

চিনের এই অযৌক্তিক আপত্তির কড়া জবাব দিয়েছে সাউথ ব্লক। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ সম্পূর্ণভাবে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চিনের কোনও ভিত্তিহীন আপত্তিতে এই বাস্তবতার বদল হবে না।’ বিদেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে থাকা যে কোনও ভৌগোলিক বা কৌশলগত স্থানের নামকরণের একচেটিয়া অধিকার শুধুমাত্র ভারতেরই রয়েছে। এর জন্য অন্য কোনও দেশের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। এই ধরনের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ভারত বরদাস্ত করবে না।

কূটনৈতিক মহলের মতে, অরুণাচলপ্রদেশকে ‘দক্ষিণ তিব্বত’ বলে দাবি করে চিন প্রায়ই সেখানকার বিভিন্ন অংশের চিনা নামকরণ করে থাকে। ভারত বরাবর চিনের সেই আগ্রাসী পদক্ষেপকে কড়া ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছে। এবার ভারত নিজেই লাদাখে কৌশলগত স্থানগুলির নামকরণ করে শি জিনপিংয়ের দেশকে তাদেরই ভাষায় জবাব দিল।

২০২০-তে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর থেকে ভারত-চিন সীমান্তে পরিস্থিতি থমথমে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর দুই দেশই বিপুল সেনা মোতায়েন করেছে। বিভিন্ন স্তরের সামরিক ও কূটনৈতিক বৈঠকের পরেও সীমান্ত সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। এই পরিস্থিতিতে লাদাখের সীমান্ত এলাকায় ভারতের দ্রুত পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং ২৮টি স্থানের নামকরণ বেজিংয়ের অস্বস্তি যে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

- লাদাখের ২৮টি জায়গার নতুন নামকরণ করেছে ভারত
- এর তীব্র বিরোধিতা করেছে চিন
- বিদেশমন্ত্রকের জবাব, লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ
- নিজেদের ভূখণ্ডের নামকরণে অন্য দেশের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই
- অরুণাচলে চিনা আগ্রাসনের পালটা হিসেবে বেজিংকে এই বার্তা দিল্লির

আমেরিকায় ইউনুসকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিউ ইয়র্ক, ১৩ অক্টোবর : নিউ ইয়র্কে জন এফ কেনেডি (জেএফকে) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিক্ষোভ ও হেনস্তার মুখে পড়লেন বাংলাদেশের প্রাক্তন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার দোহা থেকে কাতার এয়ারওয়েজের বিমানে তিনি নিউ ইয়র্কে পৌঁছোন। হুইলচেয়ারে করে টার্মিনাল ৮ থেকে বেরোনোর সময় একদল প্রবাসী বাংলাদেশি তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ক্ষুব্ধ প্রবাসীরা ইউনূসকে উদ্দেশ্য করে ‘আপনি একজন সন্ত্রাসবাদী’ এবং ‘আপনি হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছেন’ বলে স্লোগান দিচ্ছেন। তিনি কেন আমেরিকায় এসেছেন, সেই প্রশ্নও তোলেন বিক্ষোভকারীরা। তাঁদের অভিযোগ, ইউনূসের আমলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে এবং অসংখ্য পুলিশকর্মীর প্রাণ গিয়েছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত ইউনূসকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যান।

প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পর এটাই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। বর্তমানে ইউনূসের হাতে গড়া গ্রামীণ ব্যাংকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্তের দাবি উঠেছে। বিক্ষোভ নিয়ে ইউনূসের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

স্বস্তি রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : রাফাল চুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ‘কমান্ডার-ইন-থিফ’ এবং ‘চোরো কে সর্দার’ মন্তব্যের জেরে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মানহানির মামলা চলছে নিম্ন আদালতে। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলায় স্থগিতাদেশ জারি করেছে। বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি অপরেশ কুমার সিংয়ের বেঞ্চ একটি নোটিশ জারি করে চার সপ্তাহের মধ্যে কৈফিয়ত তলব করেছে। বিজেপি কর্মী মহেশ শ্রীশ্রীমাল অভিযোগ করেছিলেন, রাহুল যে মন্তব্য করেছেন তা অবমাননাকর এবং মোদির সম্মানহানি করেছেন তিনি। তিনি গিরগাঁওয়ের মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন। তিনি এও অভিযোগ করেছিলেন, রাহুলের মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপির সদস্যদের লক্ষ্য করেই করা হয়েছিল। সেই কারণে তাঁদের সম্মানহানি হয়েছে।

সিইসি-কে রক্ষাকবচ
কেন্দ্র-কমিশনকে নোটিশ কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনারদের আইনি রক্ষাকবচকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে নোটিশ পাঠিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্য নির্বাচন কমিশনার আইন, ২০২৩-এর ১৬ নম্বর ধারাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর) মামলাটি করেছে। বৃহস্পতিবার মামলার শুনানি। ওই আইনের ১৬ নম্বর ধারায় বলা আছে, দায়িত্বে থাকা বা প্রাক্তন কোনও সিইসি অথবা নির্বাচন কমিশনারদের বিরুদ্ধে তাঁদের সরকারি দায়িত্ব সংক্রান্ত কাজকর্মের জন্য কোনও ফৌজদারি মামলা গ্রহণ বা চালিয়ে যেতে পারবে না।

যদিও সংবিধানের ৩২৪(৫) অনুচ্ছেদে বলা আছে, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের মতো সিইসি-র অপসারণ সম্ভব। অপসারণের পদ্ধতিও একই হবে। সিইসি-র সুপারিশ ছাড়া অন্য নির্বাচন কমিশনারদের সরানো যাবে না। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর এই বিষয়টি সামনে এনে একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘জ্ঞানেশ কুমারের কোনও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেই। ২০২৩ সালের শেষে বিজেপি সরকার একটি আইন পাশ করিয়ে তাঁকে আইনি রক্ষাকবচ দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাঁর কাছে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ নেই।’

মাদকবিরোধী আন্দোলন কর্মী খুন পঞ্জাবে

মানসা, ১৩ অক্টোবর : ফেসবুক লাইভ চলাকালীন পঞ্জাবের মানসায় এক ওষুধ বিক্রেতার গুলিতে প্রাণ হারালেন পরিচিত মাদকবিরোধী সমাজকর্মী পরবিন্দর সিং ঝোটা। দোকানে বেআইনি মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় তাঁকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়।

মঙ্গলবার সকালে এক প্রৌঢ়কে সঙ্গে নিয়ে ওই ওষুধের দোকানে যান পরবিন্দর। প্রৌঢ়ের দাবি ছিল, সেখান থেকেই তিনি মাদক কিনেছেন। এই নিয়ে দোকানদারের সঙ্গে বচসা শুরু হয় পরবিন্দরের। প্রায় চার মিনিটের সেই সরাসরি সম্প্রচারে দেখা যায়, দোকানদার হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বুক চিতিয়ে পরবিন্দর তাঁকে বলেন, ‘মার মুঝে, মার মুঝে।’ দোকানদারের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ দেখার দাবি জানানোর পরেই আচমকা গুলি চলে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন পরবিন্দর। ঘটনায় নিহতের কয়েকজন সঙ্গী আহত হন। দোকান বন্ধ করে চম্পট দেয় অভিযুক্ত।

গেট টপকে যন্তরমন্তরে বিক্ষোভ ককরোচদের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : প্রতিবাদ, বিক্ষোভ দেখানোর স্থানের তালিকা থেকে যন্তরমন্তরের নাম সোমবারই মুছে দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেই নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মঙ্গলবার যন্তরমন্তরে ঢুকে বিক্ষোভ দেখালেন সৌরভ দাস, আশুতোষ রাঙ্কা, আজিঙ্কা শিন্ডের মতো ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) নেতারা। গেটের রেলিং টপকে তাঁরা যন্তরমন্তরে ঢুকে পড়েন। তাঁদের হাতে ছিল ভারতের জাতীয় পতাকা। ‘ভারত মাতা কি জয়’, ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’ স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। ককরোচদের এই বিক্ষোভ বেশিক্ষণ টেকেনি। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ তাঁদের আটক করে। সংগঠনের নেতাদের এভাবে আটক করায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে।

দেশে স্বৈরশাসন চলছে বলেও তোপ দাগেন তিনি। আটক হওয়ার আগে এক্সে একটি ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করেন সৌরভ। তাতে দেখা যায়, তিনি এবং অন্য সিজেপি নেতারা গেটের রেলিং টপকে যন্তরমন্তরে ঢুকছেন। সৌরভ সাফ লিখেছেন, ‘যন্তরমন্তর থেকে হাত তুলুন।’ জানা গিয়েছে, জেডিইউয়ের দপ্তরের দিক থেকে যন্তরমন্তর যাওয়ার রাস্তায় একটি লোহার গেট টপকে ভিতরে ঢুকে পড়েন সৌরভরা। তিনি সমাজমাধ্যমে লেখেন, ‘আমরা যন্তরমন্তর পুনর্দখল করেছি। আমরা যন্তরমন্তরে ঢুকেছি। আর এবার আমাদের আটক করা হচ্ছে। সমস্ত তরুণদের উদ্দেশে এই বার্তা। আমরা এটা করতে পারি। জ্ঞানু, ইউ আর ডান ব্রো!’ এই ঘটনায় সৌরভ, আশুতোষদের আটক করে নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হতে পারে বলে সূত্রের খবর। গোটা হাতে সংবিধান নিয়ে পুলিশের গাড়ি থেকে অপর একটি ভিডিওয় সৌরভ বলেন, ‘আমাদের থেকে যন্তরমন্তরকে কেড়ে নেওয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কে? এটি একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের স্থান। আমরা যন্তরমন্তর থেকে জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ করাব।’

ঘটনায় দিল্লি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিজিৎ দীপকে। কেন্দ্রকে বিঁধে তিনি বলেন, ‘আমাদের টিম আজ সকালে যন্তরমন্তরে ঢুকেছিল এবং জাতীয় পতাকা তুলেছিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলন কবে থেকে আইনভঙ্গে পরিণত হল? জাতীয় পতাকা তোলার জন্য কীভাবে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়?’ দিল্লি পুলিশকে তাঁর তোপ, যাঁদের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে তাঁদের আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। গোটা দেশ যন্তরমন্তরে পরিণত হবে। এটা শুধু একটি স্থান নয়। আমাদের আইনজীবীরা থানার ভিতরে ঢুকতে পারছেন না। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে। দেশে তানাশাহি চলছে।’

আটক সৌরভ-রাঙ্কা, ক্ষোভ দীপকের

> জাতীয় পতাকা উত্তোলন কবে থেকে আইনভঙ্গে পরিণত হল? জাতীয় পতাকা তোলার জন্য কীভাবে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়?
>
> -অভিজিৎ দীপকে

দীপাবলির পরেই বসবে ইউপিআই চার্জ

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে ইউপিআই লেনদেনে বসছে না মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট (এমডিআর)। ব্যবসায়ীদের চাপে পড়ে আপাতত স্থগিত করল কেন্দ্র। মঙ্গলবার ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (এনপিসিআই) জানিয়েছে, উৎসবের মরশুমের কথা মাথায় রেখে দীপাবলির পরই এই মাশুল কার্যকর হবে। তবে নির্দিষ্ট দিনক্ষণ পরে ঘোষণা করা হবে।

ইউপিআই লেনদেনে এমডিআর চালু করা নিয়ে মোদি সরকারকে নিশানা করে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্সে লিখেছেন, ‘গত ৬ অগাস্ট এবং এর চার দিন পর সংসদে অর্থমন্ত্রী ইউপিআই-এর ওপর এমডিআর চাপানোর কথা অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬-এ মোদি সরকার ইউপিআই-এর ওপর এমডিআর ঘোষণা করে। এটি নিশ্চিতভাবেই একটি ইউটার্ন ছিল।’ কংগ্রেস নেতার কটাক্ষ, ‘সর্বস্তরের মানুষের দাবি ছিল ইউপিআই-এর ওপর থেকে এমডিআর পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হোক। আজ ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইউপিআই-এর ওপর এমডিআর, যা ১৫ অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল তা দীপাবলির পর পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। তাহলে কি এবার ইউটার্নের ওপর আরও একটি ইউটার্ন নেওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে?’

প্রাথমিকভাবে ১৫ অক্টোবর থেকে ইউপিআই-এ মাশুল চালুর কথা ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্র জানিয়েছিল, ২,০০০ টাকার বেশি লেনদেনের ক্ষেত্রে মার্চেন্টদের ০.৪ শতাংশ হারে এমডিআর দিতে হবে। কিন্তু এই ঘোষণার পর থেকেই ব্যবসায়ীমহলে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। উৎসবের সময় এমনিতেই কেনাকাটা ও ডিজিটাল লেনদেন বেশি হয়, তাই এই সময়ে মাশুল চাপালে ব্যবসায় ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছিলেন তাঁরা। সেই চাপেই আপাতত পিছু হটল মোদি সরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইউপিআই-এর দেশব্যাপী জনপ্রিয়তার অন্যতম মূল কারণই হল এর বিনামূল্যে পরিষেবা। এখন ব্যবসায়ীদের ওপর মাশুলের বোঝা চাপলে তা পরোক্ষভাবে সাধারণ ক্রেতাদের ঘাড়েই পড়বে।

শাহরুখের জন্মদিনে কিং-এর প্রথম ঝলক

২৪ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে কিং। প্রধান চরিত্রে শাহরুখ খান, ভিলেন অভিষেক বচ্চন, প্রেম করার দায়িত্বে আছেন শাহরুখ-কন্যা সুহানা খান ও অভয় বর্মা। নির্মাতারা চাইছেন ২ নভেম্বর শাহরুখ খানের জন্মদিনে কিং-এর প্রথম ঝলক প্রকাশ করতে। এই ঝলক প্রকাশের একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও করবেন তাঁরা, তারিখ ঠিক হয়নি। ছবির গুরুত্বপূর্ণ অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং শুরু হয়েছে ১১ অক্টোবর, চলতি মাসের মাঝামাঝি এই অংশের শুটিং শেষ করে পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ একটি নাচের দৃশ্যের শুটিংয়ে মন দেবেন। এই দৃশ্যে থাকবেন সুহানা খান, তাঁর নাচের দক্ষতা এই গান থেকেই দেখতে পাবেন দর্শকরা। ছবিতে আছে চোখ ধাঁধানো ভিএফএক্স, এই বিভাগে কাজ করছে প্রোডাকশন টিম। সব মিলিয়ে এবারের খ্রিস্টমাস জমজমাট করে তুলতে প্রস্তুতি নিচ্ছে কিং বা শাহরুখ খান ও তাঁর টিম।

রাজকুমার কে? প্রশ্ন উজ্জ্বলের

দেশের সেলিব্রিটি আইনজীবী উজ্জ্বল নিকম। তাঁর বয়োপিক প্রহার, দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ উজ্জ্বল নিকম -এ নামভূমিকায় রাজকুমার রাও। এই উজ্জ্বল ২৬/১১-র মুম্বাই বিস্ফোরনে সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন, তাঁর সওয়ালেই বিস্ফোরণে ধৃত আজমল কাসভের ফাঁসি হয়। ইতিমধ্যে ছবির ট্রেলার দর্শকদের পছন্দ হয়েছে, রাজকুমার রাও প্রশংসা পাচ্ছেন। কিন্তু এই রাজকুমারকে উজ্জ্বল চিনতেন না।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে উজ্জ্বল বলেছেন, 'ছবির পরিচলক অবিনাশ অরুণ যখন ছবির কথা আমাকে বলেন এবং জানান রাজকুমার রাও হবেন পর্দার উজ্জ্বল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অবিনাশজি, রাজকুমার কে?' তারপর অবিনাশ রাজকুমার সম্বন্ধে উজ্জ্বলকে জানান। একদিন নিকম সেটে যান শুটিং দেখতে। তখনই রাজকুমারের সঙ্গে পরিচয় হয়। অভিনেতার কাজ সামনে থেকে দেখে তাঁর ভালো লাগে, বিশেষ করে তারকাসুলভ আচরণের বদলে অভিনেতার সাধারণ ব্যবহার তাঁর পছন্দ হয়। তাঁর কথায়, রাজকুমার একজন প্রকৃত অভিনেতা, আমার ওঁকে ভালো লেগেছে।' তিনি দেখতে চেয়েছিলেন কীভাবে রাজকুমার তাঁর ব্যক্তিত্ব, কণ্ঠস্বর, কথা বলার ভঙ্গী, তাঁর রসবোধকে পদার্য় তুলে ধরেন। এখানেও অভিনেতার কাজ তাঁর ভালো লেগেছে। রাজকুমার এর আগে শাহিদ, আলিগড়, শ্রীকান্তর মতো বায়োপিকে কাজ করেছেন।

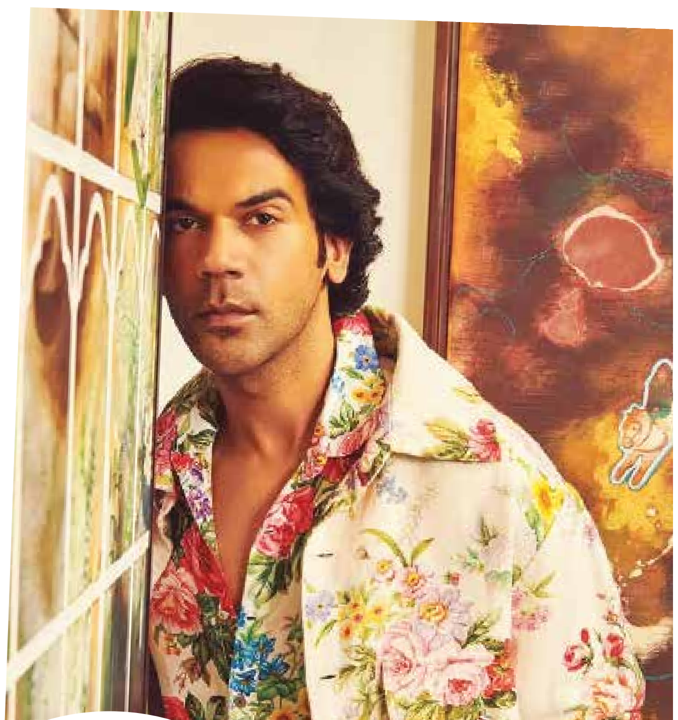

উজ্জ্বল নিকমের বায়োপিক ছাড়াও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক দাদা-তেও তিনি সৌরভের চরিত্র করছেন।

একনজরে সেরা ৫

অভিনেতার মৃত্যু

টেক্সাসে প্রয়াত ব্রেকিং ব্যাড সিরিজের ওয়াল্টার হোয়াইট জুনিয়ার অর্থাৎ আরজে মিত্তে। বয়স হয়েছিল ৩৪। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। এটি আত্মহত্যার ঘটনা হতে পারে মনে করে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। শৈশবে সেরিব্রাল পলসিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেজন্যই শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করেছেন। কেনেডি সুয়ারেজের সঙ্গে তাঁর বাগদান হয়েছিল। শিল্পীমহলে শোকের ছায়া।

দুর্গা হেমা

৭৮ বছর বয়সে হেমা মালিনি দুর্গা হয়ে মঞ্চ মাতালেন। তেলেঙ্গানার আগরওয়াল সমাজের আগ্রা ডান্ডিয়া নবরাত্রি উদযাপনের জন্য ক্লাসিক কনভেনশনে এই অনন্য রূপে দেখা গেল অভিনেত্রীকে। অনুষ্ঠানের কিছু ছবি পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। লিখেছেন তাঁর জনপ্রিয় ব্যালে দুর্গায় পারফর্ম করতে পেরে তিনি ধন্য। নেটজেন তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

পিছোল স্পিরিট

ভমশি পইডিপল্লি পরিচালিত সলমন খান অভিনীত ছবি মনস্টার ২০২৭ এর ইদের সময় মুক্তি পাবে, তারিখ ঠিক হয়নি। আবার, প্রভাসের স্পিরিট আসত ৫ মার্চ। এই সংঘাতে দুটি ছবিরই বক্স অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাই স্পিরিট পিছিয়ে গেল। সম্ভবত ওই বছরের শেষের দিকে আসবে ছবিটি, তারিখ এখনও ঠিক হয়নি।

ফিরলেন বিপাশা

হনসল মেহেতার ক্রাইম থ্রিলারে ৬ বছর পর আবার অভিনয়ে ফিরলেন বিপাশা বাসু। ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য নির্মীয়মান ছবির নাম ঠিক হয়নি। ছবিতে দেখা যাবে বিশাল জেঠওয়া ও সানি কৌশলকে। ছবির শুটিং শুরু হবার কথা জানা গেল সম্প্রতি। সানি পুলিশ অফিসার হয়েছেন, বিপাশা ও বিশালের চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায়নি।

অবসরের অমিতাভ

সম্প্রতি ৮৪-তে পা দিয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। এখনও কাজ করছেন, সে প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমি কৃতজ্ঞ যে এখনও কাজ করতে পারছি।' এখানেই তিনি বলেছেন, 'অনেকে আমাকে অবসর নেওয়াতে চাইছে। কেন নেব? আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি। এতগুলো বছর কেউ একজন কোনও জায়গা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে চলেছে।'

বাবা হতে চান সলমন

কফি উইথ করণ-এর শেষ সিজনের অতিথি সলমন খান। প্রথম পর্বের প্রোমো এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে করণ ও সলমনের খুনসুটির চমকদার মুহূর্ত। তাঁর বিয়ে, প্রেম, এখনও ভার্জিন কিনা-- এসব নিয়ে প্রশ্ন তো ছুঁড়েছেনই করণ, তার সঙ্গে এসেছে সলমনের নিজের সন্তানের কথা। সলমন তাঁর ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নিদের ভালোবাসেন, তাদের সঙ্গে সময় কাটান। এরকম ছবি প্রায়ই দেখা যায়। এখানেই করণ প্রশ্ন করেন, যে মানুষটা ভাইপো-ভাইঝিদের এত ভালোবাসে সে কি নিজে বাবা হতে চায় না। তাতে সলমন বলেছেন তিনি বাবা হতে চান, নিজের সন্তান চান। নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আরও কী বলেছেন তা জানতে চোখ রাখতে হবে কফি উইথ করণ-এ। দেখা যাবে জিও হটস্টার-এ, ১৪ অক্টোবর।

রকির প্রিক্যুয়েলের পরিচালক স্বয়ং স্ট্যালোন

রকি মানে সিলভেস্টার স্ট্যালোন, যে ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁকে বিশ্বজুড়ে সুপারস্টার, করে দিয়েছিল। এই ফ্র্যাঞ্চাইজি এবার সুবর্ণ জয়ন্তীতে পা রাখল। সেই রকির প্রিক্যুয়েলের কথা বলেছেন স্বয়ং সিলভেস্টার। এবার সিরিজ হিসেবে আসবে এটি, তার পরিচালনা করবেন তিনিই। এই কথা তিনি জানিয়েছেন এন্টারটেনমেন্ট উইকলিতে এক সাক্ষাৎকারে। তাঁর কথায়, ১৬ বছর বয়সী রকিকে নিয়ে এরকি সিরিজ বানানো যায়। এখানে রকির বাবা, মা, সৎ ভাইদের আনা হবে। দেখা যাবে রকি জীবনের এই অংশে কতটা লক্ষ্যহীনভাবে কাটিয়েছে। আজকের এই বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য এই ছবি একটা বিশেষ অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে পারে।' অনেক দিন ধরেই তিনি প্রিক্যুয়েল সিরিজ বানাতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন কিন্তু ছবির প্রযোজক আরউইন টুঙ্কলার ছবির সত্ত্ব আটকে রেখেছিলেন। সেটির অধিকার তিনি ছেড়েছেন কিনা, স্ট্যালোন তা জানাননি। তবে প্রিক্যুয়েল বানানোর জন্য তিনি কিন্তু এখনও আগ্রহী। কিছুদিন আগেই জানা গিয়েছিল হলিউডে নতুন ছবি হচ্ছে নাম আই প্লে রকি, রকির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই উদ্যোগ। পিটার ফ্যারোলি ছবির পরিচালক, সিলভেস্টার স্ট্যালোনের চরিত্রে অ্যান্টনি ইপালিতো। এর অর্থ, রকি নিয়ে মেতে উঠেছে হলিউড ও বিশ্বের রকি এবংসিনেমাপ্রেমীরা।

পিত্তথলিতে পাথর, বিগ বস ছাড়লেন ঝিলম

নমিনেশন প্রক্রিয়া চলার সময়েই বিগ বস বাংলার প্রতিযোগী ঝিলম গুপ্তকে ঘর ছাড়তে বললেন বিগ বস। এই ঘটনায় অবাক হয়েছেন দর্শকরা। অসুস্থ হয়েছেন ঠিক কথা, কিন্তু কী হয়েছে, কেউ জানতে পারল না। তার জন্য চর্চা শুরু হয়েছে। বিগ বস বলেছেন চিকিৎসকের পরামর্শ মেনেই ঝিলমকে চলে যেতে বলা হয়েছে। ঝিলমকে রীতিমতো কাঁদতে দেখা যায় সে সময়। পরে এক চিকিৎসকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এই চলে আসার কারণ জানিয়েছেন ঝিলমের বাবা। তিনি জানিয়েছেন, 'মেয়ের পিত্তথলিতে পাথর বড় হয়ে গিয়েছে, খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, তাই চিকিৎসকের কথাতেই ঝিলমকে বিগ বস-এর ঘর ছাড়তে হল। আপনি চিকিৎসক, তাই আপনাকে এ কথা বললাম। আমি ওর বাবা।' ঝিলমের অনুরাগীদের যেমন দুঃখ হচ্ছে, তেমনি অনেকে তাঁর চলে যাবার জন্য বেশ খুশিও হয়েছেন। তাদের প্রতি কটাক্ষ করে ঝিলমের বাবা বলেছেন, 'আপনি দুঃখ পেয়েছেন দেখে ভালো লাগল, অনেকে আনন্দ করছেন, তাদের শুভেচ্ছা জানাই।

কেরালায় একেন ও দেশু ৭

পুজোয় সুরেলা উপহার শিলিগুড়ির দম্পতির

তমালিকা দে

ক্লাস এইটে একটা সেকেন্ড হ্যান্ড গিটার হাতে নিয়ে যে সুরের সফর শুরু হয়েছিল, তা আজ পৌঁছে গিয়েছে টলিউডের গ্ল্যামারাস লাইমলাইটে। শিলিগুড়ির রথখোলার ছেলে অম্লান চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী তথা গায়িকা সোহিনী সাহা— পুজোর আবহে কলকাতার বিনোদন জগতে এখন এই শিলিগুড়ির দম্পতির জোড়া আলো। একদিকে 'দ্য একেন কেরালায় কুরুক্ষেত্র'-এর মতো বিগ বাজেটের ছবিতে মিউজিক ডিরেক্টরের গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত সফলভাবে সামলেছেন অম্লান, অন্যদিকে 'দেশু-৭' ছবিতে ডান্স নাম্বার 'নাচে রে নাচে সারা বাংলা' গেয়ে বাজিমাত করেছেন সোহিনী। ইতিমধ্যেই গানটি ৩ মিলিয়ন ভিউজ পার করে ফেলেছে। দুর্গাপুজোর আবহে দুজনেই এখন নিজেদের ছবির প্রচারে তুমুল ব্যস্ত। আর এর মাঝেই স্বামী না স্ত্রী— কার কাজ শ্রোতাদের মনে বেশি দাগ কেটেছে, তা নিয়ে টলিপাড়ায় চলছে জোর চর্চা।

২০১৪ সালে কলকাতার টলিপাড়ায় একেবারে 'আউটসাইডার' হিসেবে পা রেখেছিলেন অম্লান। তবে হাল ছাড়ার পাত্র তিনি ছিলেন না। শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ থেকে স্কুলজীবন পেরিয়ে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজে পড়াশোনা করেন। এরপর শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি থেকে এমবিএ করে কলকাতা ও দিল্লিতে কয়েক বছর কর্পোরেট চাকরিও করেছেন। কিন্তু টানটা বরাবরই ছিল সংগীতের প্রতি। ছোটবেলা থেকে বাবা-মায়ের সংগীতচর্চার পরিবেশ, 'ব্যান্ডেমাতরম'-এ বিজয়ী হওয়া এবং 'সিধু দা'-কে জীবনের নানা পদক্ষেপে পাশে পাওয়া অম্লানকে লড়াইয়ের রসদ জুগিয়েছে। যাঁর গান শুনে বড় হয়েছেন, সেই ছোটবেলার আইডল অঞ্জন দত্তের সঙ্গেও কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তিনি। জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ 'দুপুর ঠাকুরপো'-তে সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করার পর অম্লানকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। নিজের এই জার্নি প্রসঙ্গে অম্লান বলছিলেন, ''ওয়েব সিরিজের পর 'ভিলেন' নামে একটা বাংলা সিনেমায় প্রথম মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজের সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপর থেকে টলিউডের পাশাপাশি বলিউড এমনকি বাংলাদেশের সিনেমাতেও মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছি। সিনেমা,

সিরিজ সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৭০টির উপরে কাজ হয়েছে।'' টলিউডে জমি শক্ত করা মুখের কথা নয়, তবে হার না মানা মানসিকতা নিয়ে 'চিনি ২', 'চোরে মাসতুতো ভাই', 'ডাল বাটি চুরমা', 'অপারেশন সুন্দরবন' সহ আরও অনেক ফিচার ফিল্মে তাঁর কাজ ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়াও ওয়েব সিরিজ ও টেলিভিশন তো রয়েছেই।

অন্যদিকে সোহিনীর ক্ষেত্রে সংগীতচর্চা একেবারে বংশপরম্পরায় পাওয়া। বাবা কুন্দন সাহা ছিলেন সংগীত জগতের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। সেই সূত্রেই মাত্র পাঁচ বছর বয়সে দূরদর্শনের 'ছুটি ছুটি' অনুষ্ঠানে শিশুশিল্পী হিসেবে গান গাওয়ার সুযোগ পান তিনি। সোহিনীর কথায়, 'বাবার জন্য আমার সংগীত জগতের পরিচিতি ছোট থেকে। নিজেও গান খুব ভালোবাসি। শ্রেয়া ঘোষাল ও আশা ভোঁসলে আমার প্রিয় সংগীতশিল্পী।' বহু সিরিয়ালের জিঙ্গেলও গেয়েছেন সোহিনী। গত বছর 'খাদান' সিনেমায় তাঁর গাওয়া 'ফিরাইয়া দাও' গানটি শ্রোতাদের রীতিমতো মুগ্ধ করেছিল। তাঁর গায়কী নির্মাতাদের এতটাই পছন্দের যে, পরবর্তীতে 'দেশু-৭'-এর মতো সিনেমায় ডান্স নাম্বার গাওয়ার সুযোগ আসে।

গানের জগতের এই দুই মানুষের দেখাও হয়েছিল সংগীতের আলোচনার মাধ্যমেই। তবে প্রেম থেকে বিয়ে পর্যন্ত গড়াতে সময় লেগেছিল মাত্র সাত মাস। কর্মসূত্রে বর্তমানে টালিগঞ্জে সংসার সাজালেও, মাটির টানে শিলিগুড়ি এখনও তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় জায়গা। প্রতিবছর পুজোতে শিলিগুড়ি আসার চেষ্টা করেন তাঁরা। সোহিনী হাসতে হাসতে জানান, শিলিগুড়ি এলে প্রতিবারই বাড়তি কিছুদিন থাকার জন্য তাঁদের টিকিট ক্যানসেল করতে হয়। বাবা ও মা দুজনের কাজই মোবাইলে দেখা যাচ্ছে বলে দারুণ খুশি তাঁদের তিন বছরের মেয়ে আরাধ্যা চক্রবর্তী। বায়না জুড়েছে রিলিজ হলে তাকেও সিনেমা হলে নিয়ে যেতে হবে। দুটো গানই একরত্তির একেবারে মুখস্থ। তাই সারাদিন বাড়িতেই আপনমনে সেসব আওড়াচ্ছে খুদে আরাধ্যা।

পুজো স্বাদে

গল্প-গানে শারদ আড্ডা

পুজোর ক'টা দিন চেনা ছন্দে ফিরুক বাঙালির আড্ডা। ধুতি-পাঞ্জাবি আর শাড়িতে সেজে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে গান, কবিতা আর জমাটি আলোচনায় মেতে ওঠেন দিনহাটার আড্ডাপ্রেমীরা। বাঙালির সেই চিরকালীন আড্ডার ঐতিহ্য ধরে রাখতে ১৩ বছর ধরে শারদ আড্ডার আয়োজন করে আসছে ভেটেরান্স স্পোর্টস অ্যান্ড ফিটনেস ক্লাব।

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৩ অক্টোবর : কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর এক কাপ চা। আর জমাটি গল্পের আসর। এটুকু পেলেই যে কোনও বাঙালি স্রেফ আড্ডা মেরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারেন। আড্ডা আর বাঙালি প্রায় সমার্থক। মুঠোফোনের দাপটে ডিজিটাল এই যুগে বাঙালির আড্ডা দেওয়ার সময় খানিক কমেছে বটে। কিন্তু আড্ডা ছাড়া বাঙালির পুজো কী ভাবা যায়। বাঙালির আড্ডার ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে শেষ ১৩ বছর ধরে ভেটারেন্স স্পোর্টস অ্যান্ড ফিটনেস ক্লাব শারদ আড্ডার আয়োজন করে। দিনহাটার সংহতি ময়দানের উলটোদিকে, নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারের কাছে ফি বছর পুজোর সময় এই আড্ডার আসর বসে। ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত এই আড্ডা চলে।

শুধুই কী আড্ডা? উঁহু। এই আড্ডায় যাঁরা আসেন তাঁরা রীতিমতো বাঙালি 'ড্রেস কোড' ফলো করেন। পুরুষরা ধুতি-পাঞ্জাবি আর মহিলারা শাড়ি পরে এই আড্ডায় আসেন।

উদ্যোক্তাদের তরফে চন্দন সেনগুপ্ত বলেন, 'গত ১৩ বছর ধরে আমরা এই আড্ডার আয়োজন করি। বাঙালির কাছে পুজো আর আড্ডা তো প্রায় সমার্থক। সারা বছর তো আমাদের মধ্যে অনেকেরই একে অপরের সঙ্গে দেখা হয় না। তাই পুজোর ক'টা দিন নিজেরা বসে একটু গল্পগুজব করি। অনেক আলোচনা হয়। গান হয়, কেউ আবৃত্তি করেন। দারুণ সময় কাটে।'

-ফাইল চিত্র

পুজোর সময় আপনি যদি সংহতি ময়দানে যান, দেখতে পাবেন মাঠের উলটো দিকে প্যান্ডেল করা হয়েছে। প্যান্ডেলের ভেতর বেশ কিছু চেয়ার টেবিল পাতা। আছে মাইক্রোফোনও। ওই মাইক্রোফোনে কখনও কেউ খালি গলায় গান করছেন, কখনও কেউ আবৃত্তি করছেন।

স্বপন রায় একজন বাচিকশিল্পী। তাঁর কথায়, 'শারদ আড্ডা আমার কাছে অক্সিজেনের মতো। পুজোর ক'টা দিনে ওখানে গিয়ে মন খুলে কথা বলতে পারি। আলোচনায় সমস্ত বিষয়ই উঠে আসে। মহকুমার সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে শুরু করে পুজোর একাল-সেকাল, সমস্ত বিষয়েই আলোচনা হয়।' একই কথা জানিয়েছেন সংগীতশিল্পী অপূর্ব অধিকারী।

চায়ের সঙ্গে 'টা' না হলে বাঙালির মন ভরে না। সেই বাঙালির আড্ডায় একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে কী চলে নাকি! তাই গল্পগুজবের ফাঁকে ফাঁকে এই শারদ আড্ডায় চা, মিষ্টি এবং জিলিপির বন্দোবস্ত করা হয়।

পারমিতা সরকার দিনহাটার একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের প্রিন্সিপাল। তিনি বলেন, 'হঠাৎ করে দু'বছর আগে ওই শারদ আড্ডায় গিয়েছিলাম। তারপর থেকে পুজোর সময় নিয়ম করে ওই আড্ডায় যাই।'

প্রবীণদের পাশাপাশি নবীনরাও এই আড্ডায় যোগ দেন। পম্পা ভৌমিক বলেন, 'গত বছর ঘুরতে ঘুরতে শারদ আড্ডায় গিয়েছিলাম। এত ভালো আড্ডা আমি এর আগে কোনও দিন দেখিনি। এবারও শারদ আড্ডায় যাব।'

আড্ডার ১৩ বছর

ষষ্ঠী থেকে নবমী পর্যন্ত সংহতি ময়দানের উলটোদিকে বসে শারদ আড্ডার আসর।

ধুতি-পাঞ্জাবি, শাড়িতে বাঙালিয়ানা

আড্ডায় যোগ দিতে নির্দিষ্ট পোশাকে হাজির হন পুরুষ ও মহিলারা।

গান, কবিতা, চায়ের সঙ্গে জিলিপি

সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে পুজোর নানা প্রসঙ্গ, আলোচনার পাশাপাশি থাকে গান, আবৃত্তি ও খাওয়াদাওয়ার আয়োজন।

মাতৃপক্ষেও বোনাস অমিল অস্থায়ী কর্মীদের

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার ছিল তৃতীয়া। কিন্তু এখনও পুজোর বোনাস পাননি কোচবিহার পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা। বোনাস না পাওয়ায় তাঁরা বিপাকে পড়েছেন। কিন্তু অস্থায়ী কর্মী হওয়ায় তাঁরা প্রকাশ্যে কিছু বলতে ভয় পাচ্ছেন।

নাম প্রকাশ করা যাবে না, এই শর্তে পুরসভার এক অস্থায়ী কর্মী বলেন, 'স্থায়ী কর্মীরা আমাদের থেকে কয়েকগুণ বেশি বেতন পান। তাঁরা কিন্তু ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার টাকা বোনাস পেয়েছেন। কিন্তু আমরা মাইনেই পাই মাত্র ৮-৯ হাজার টাকা। ওই টাকা দিয়ে সংসার চালানোই দায়।' তিনি আরও বলেন, 'ভেবেছিলাম পুজোর বোনাসটা পেলে ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় কিনে দেব। পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও আমরা বোনাস পাইনি। কাউকে জামাকাপড় কিনে দিতে পারিনি।' বোনাসের দাবিতে অস্থায়ী কর্মীরা পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার ও ফিন্যান্স অফিসারের দ্বারস্থ হয়েছেন। তবে শেষপর্যন্ত অস্থায়ী কর্মীদের পুজোর বোনাস দেওয়া হবে কি না, তা নিয়ে পুর কর্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারছে না।

পুরসভার এক আধিকারিক বলেন, 'ফান্ডের সমস্যা রয়েছে। এই অবস্থায় আমরা পুজোর আগে অস্থায়ী কর্মীদের ১৫ দিনের মাইনে আগে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তারপরে যদি টাকা থাকে, তাহলে আমরা বোনাস দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে অস্থায়ী কর্মীদের বোনাসের বিষয়ে এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না।' কোচবিহার পুরসভায় প্রায় ৬৫০ জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। প্রতি বছর পুরসভার তরফে তাঁদের পুজোর বোনাস দেওয়া হয়। গত বছরও প্রত্যেক অস্থায়ী কর্মীকে আড়াই হাজার টাকা পুজো বোনাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ বছর তৃতীয়া পেরিয়ে গেলেও বোনাস পাননি পুরসভার অস্থায়ী কর্মীরা।

পুরসভার এক অস্থায়ী কর্মী বলেন, 'আমরা এমনিতেই পুজোয় সামান্য ক'টা টাকা বোনাস পাই। পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও পুর কর্তৃপক্ষ ওই সামান্য ক'টা টাকা আমাদের হাতে তুলে দিতে পারেনি। নিজের কথা বাদই দিলাম, সন্তানদেরও জামাকাপড় কিনে দিতে পারিনি।'

সুনীতি রোডে দাঁড়িয়ে সারি সারি গাড়ি। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

ট্রাফিক সামলাতে জেরবার পুলিশ

তন্দ্রা চক্রবর্তী

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : সোমবার দিনভর যানজটে নাকাল হল কোচবিহার শহর। সুনীতি রোড, রাজেন্দ্রনারায়ণ রোড সহ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকল টোটো, অটো, বাস ও বাইক। সমস্যাটা শুধু সোমবারের নয়, গত দু'তিনদিন ধরেই শহরে একই চিত্র। এর জেরে চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন পথচলতি মানুষ। রেহাই পাননি অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা রোগীরাও।

পুজোর বাজারে এখন ভিড় তুঙ্গে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ কোচবিহারে বাজার করতে আসছেন। সেই চাপ সামলাতেই পুলিশের হিমসিম অবস্থা। তার ওপর কয়েকটি জায়গায় রাস্তা বন্ধ করে প্যান্ডেল হওয়ায় সেই সব রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা যাচ্ছে না।

এর মধ্যে ধর্মতলায় রাস্তায় প্যান্ডেলের কাজ চলায় সমস্ত গাড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে পাওয়ার হাউস মোড় দিয়ে। এছাড়া পূর্ত দপ্তর পুজোর মুখে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা মেরামতির কাজ করছে। অভিযোগ, ট্রাফিক পুলিশকে কিছু না জানিয়েই এই কাজ করছে তারা। ফলে রাস্তায় আরও যানজট বাড়ছে।

মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে পুজোর বাজার করতে এসেছিলেন ঘুঘুমারির পুলক সাহা। জামাকাপড়ের ব্যাগ হাতে হরিশ পাল চৌপথিতে রাস্তা পার হওয়ার জন্য তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে পাক্কা ৭ মিনিট। বললেন, 'ভাবতে পারছি না, শুধু রাস্তা পার হওয়ার জন্য এভাবে দাঁড়িয়ে আছি।' কাছারি মোড় থেকে লম্বা লাইনে টোটো আটকে গিয়েছে সাবিত্রী বর্মনের। হাসপাতালে এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন তিনি। বললেন, 'কতক্ষণ ধরে একই জায়গায় টোটো দাঁড়িয়ে আছে, বিরক্ত লাগছে। সেই সঙ্গে হর্নের দাপটে কান ঝালাপালা।'

এমনিতেই কোচবিহার শহরে টোটোর দৌরাত্ম্য মারাত্মক। পুজোর মুখে শহরের বাইরে থেকে আসা টোটোর দাপটও বেড়েছে। অনেকেই টোটো রিজার্ভ করে শহরে বাজার করতে আসছেন। দোকানের সামনেই টোটো দাঁড় করিয়ে রাখছেন। ফলে রাস্তা আরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে।

পরিস্থিতি সামলাতে বিভিন্ন জায়গায় ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, রেমন্ড মোড়, শিবকালী মোড়, দাস ব্রাদার্স মোড়, রাজমাতাদিঘি মোড়- সর্বত্রই বাড়তি ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

তবে সবচেয়ে বেশি সমস্যা হরিশ পাল চৌপথিতে। সেখানে বেশিরভাগ সময় লাইন দিয়ে অটো দাঁড়িয়ে থাকছে। পুলিশ আচমকা হানা দিয়ে অটো আটক করে জরিমানা করছে। পুলিশ গিয়ে ফাঁকা করে দেওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আবার লাইন দিয়ে অটো দাঁড়িয়ে পড়ছে। অটোস্ট্যান্ডে গিয়ে বারবার বলা হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন পুলিশের ওই আধিকারিক। সব মিলিয়ে ট্রাফিক সামলাতে জেরবার কোচবিহার পুলিশ।

মাতৃস্নেহ।। কোচবিহার বটতলা ক্লাবের প্রতিমা। ছবি : জয়দেব দাস

প্রকৃতির কোলে দেবীর আরাধনা

থিম আছে থিম নেই

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৩ অক্টোবর : তৃতীয়াতেই উৎসবের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছে দিনহাটায়। মঙ্গলবারই শহরের চারটি পুজো কমিটি তাদের উদ্বোধনী পর্ব সেরে ফেলেছে। বাকি পুজো কমিটিগুলির কোনওটি চতুর্থী, আবার কোনওটি পঞ্চমীতে পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা করতে চলেছে। আর তাই মণ্ডপগুলিতে এখন শিল্পকলার শেষমুহূর্তের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। দিনহাটায় চোখজুড়ানো প্যান্ডেলের সঙ্গে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা দর্শনার্থীদের কাছে বরাবরের এক বাড়তি পাওনা। তাই প্রতি বছরই অভিনব থিমনির্ভর মণ্ডপ দেখতে জেলার বাইরে থেকেও প্রচুর দর্শনার্থী দিনহাটায় ভিড় জমান।

দর্শনার্থীদের সেই বিপুল চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এবার ৫৯তম বর্ষে গোসানি রোড সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি (পুরাতন) নিবেদন করেছে তাদের এবারের থিম— 'সৃজন'। অর্থাৎ, গাছগাছালি থেকে পাওয়া প্রাকৃতিক উপাদানের এক অনন্য শৈল্পিক রূপ। মণ্ডপজুড়ে ব্যবহার করা হয়েছে মেহগনি গাছের ফল, কতবেলের অংশ, খেজুর ফুল, খেজুর ঝাড়ু এবং পাটকাঠির অপূর্ব সব শিল্পকর্ম। মণ্ডপের বাইরে থেকে শুরু করে একেবারে ভেতর পর্যন্ত প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি এই সূক্ষ্ম কাজ অনায়াসেই দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করবে।

মেদিনীপুরের শিল্পী মনোজিৎ রায়ের নিপুণ হাতের ছোঁয়ায় এই শিল্পকর্ম ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। শিল্পী মনোজিতের কথায়, 'মা দুর্গার সৃষ্টি এই প্রকৃতি, তাই মা দুর্গার মতো এই প্রকৃতির উপাদানও তেমনই সুন্দর। আর সেই উপাদানে তৈরি শিল্পকর্মই মণ্ডপজুড়ে তুলে ধরা হয়েছে।' তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এই নিখুঁত কাজ দেখতে দর্শনার্থীরা মণ্ডপে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবেন।

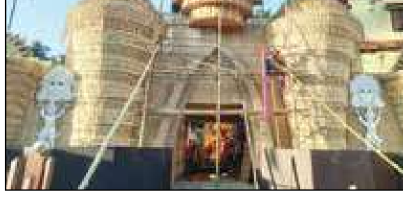

গোসানি রোড সর্বজনীনের পুজোমণ্ডপ।

পুজো কমিটির সম্পাদক সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলছিলেন, 'প্রতি বছরই ভিন্ন স্বাদের পুজো উপহার দেওয়ার কোনও চেষ্টাই আমরা বাকি রাখি না। এ বছর দর্শনার্থীরা মণ্ডপের হস্তশিল্পের নিখুঁত কাজ উপলব্ধি করতে পারবেন। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই প্রতিমা তৈরি হয়েছে।'

পুজো স্পেশাল বাস আজ

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বুধবার থেকে পুজো স্পেশাল বাস চালাবে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন রুটে মোট ৫৬টি বাস চালানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। নিগম সূত্রে খবর, ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত এই পরিষেবা চালু থাকবে। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ফালাকাটা, মাথাভাঙ্গা ও ময়নাগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রুটে চলবে বাসগুলি। পুজোর আগে ট্রেনের টিকিট না পেয়ে অনেকেই সরকারি বাসের উপর নির্ভর করেন। যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিগম। পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে ডিপো ইনচার্জদের নিয়ে বৈঠক করেছেন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশ্বিনী রায়। নিগম সূত্রে জানানো হয়েছে, স্পেশাল বাসের টিকিটের চাহিদাও ভালো।

আন্দোলন প্রত্যাহার

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : পেনশন পাওয়ার আশ্বাস মেলায় অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নিলেন পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা। মঙ্গলবার বিকেল ৪টা নাগাদ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন তাঁরা। অবসরপ্রাপ্ত ঐক্যবদ্ধ পৌর শ্রমিক কর্মচারীবৃন্দের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঈশোর জানান, পুরসভার ফিন্যান্স অফিসার তাঁদের জানিয়েছেন, পেনশনের টাকা পাঠানো হয়েছে। বুধবারের মধ্যে তা অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে। পুজোর মাসে ১২ তারিখেও পেনশন না মেলায় সোমবার সকাল থেকে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেছিলেন পেনশনাররা।

সাইকেল র‌্যালি

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : দূষণ রোধের বার্তা দিতে কোচবিহার সাইকেল কমিউনিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার শহরে সাইকেল র‌্যালি হয়। রাজবাড়ি পার্ক থেকে শুরু হয়ে র‌্যালিটি দেবীবাড়ি সহ শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে ফের নির্ধারিত স্থানে পৌঁছায়। মোট ৭৩ জন সাইকেল আরোহী এতে অংশ নেন।

নিয়োগপত্র

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : সদ্য পুলিশে চাকরি পাওয়া প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হল। মঙ্গলবার রবীন্দ্র ভবনে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ছিলেন পুলিশ সুপার মণীশ যোশি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রিকি আগওয়াল সহ অন্যরা।

৯ কমিটিকে নোটিশ

দিনহাটা, ১৩ অক্টোবর : নিয়ম না মেনে আলোকতোরণ তৈরির জন্য দিনহাটার ৯টি পুজো কমিটিকে নোটিশ দিল বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার দিনহাটা ডিভিশন। মঙ্গলবার এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। পুজো কমিটিগুলিকে তাদের আলোকতোরণের ছবি সহ নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, পুজো কমিটিগুলি বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিয়ম না মেনে আলোকতোরণ তৈরি করেছে। বিশেষ করে কিছু আলোকতোরণের সঙ্গে মূল রাস্তার ওপর দিয়ে যাওয়া ১১ হাজার ভোল্টের তারের দূরত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। এর ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। দ্রুত ১১ হাজার ভোল্টের তারের কাছ থেকে আলোকতোরণগুলি নিরাপদ দূরত্বে না সরানো হলে পুজো কমিটিগুলির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

সংস্থার এক আধিকারিকের কথা, 'যেসব পুজো কমিটি বিদ্যুতের তার ঘেঁষে আলোকতোরণ তৈরি করেছে, তাঁদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নোটিশে কমিটিগুলিকে আলোকতোরণগুলিকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' দিনহাটা শহরের গোসানি রোডের দুটি পুজো কমিটি, রংপুর রোডের একটি পুজো কমিটি, মেইন রোডের একাধিক পুজো কমিটিকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুজো কমিটির সদস্য বলেন, 'নোটিশ পেয়েছি। সবার সঙ্গে কথা বলে দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে।'

ঐতিহ্যে অভিনব দুর্গামণ্ডপের পুজো

আশ্বিনের শারদপ্রাতে

পূর্ণেন্দু রায়

হলদিবাড়ি, ১৩ অক্টোবর : হলদিবাড়ি শহরে দুর্গোৎসব মানে একবাক্যে সবাই চেনেন ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন দুর্গামণ্ডপের পুজো। তাই শতাব্দীপ্রাচীন এই বারোয়ারি পুজো নিয়ে শহরের মানুষের মনে আবেগের পাশাপাশি কাজ করে অনেক স্মৃতি এবং উন্মাদনা। হলদিবাড়ি ব্লকের মানুষের কাছে দুর্গামণ্ডপের পুজো মানেই ঐতিহ্য, সাবেকিয়ানা, নিষ্ঠা আর সৌভ্রাতৃত্বের মিশেল। শহরের প্রবীণ মানুষ ও সমসাময়িক স্থানীয় পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায়, রাজ আমলে শুরু হয়েছিল এই সর্বজনীন পুজো। কোচবিহারের তৎকালীন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর দেবস্থান হিসেবে নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। সেই সময় একচালা ঘরে দেবী দুর্গার আরাধনার আয়োজন করা হত। পুজোর দায়িত্বে ছিলেন ব্রিটিশ কোম্পানির বড়বাবু, জনৈক 'ঘোষমশাই'। পরে মন্মথনাথ মিত্র এই পুজোয় অগ্রণী ভূমিকা নেন।

ঐতিহ্যের এই পুজো এবার ১১৭ বছরে পা দিল। গত শতকের চারের দশকে প্রতিমা গড়ার কাজে ভাস্কর থেকে পুরোহিত, সবাই আসতেন বাইরে থেকে। পরে মানিকগঞ্জ টোল থেকে পণ্ডিতমশাই এসে পুজো করতেন। যদিও স্বাধীনতা এবং দেশভাগের পর সেই পরম্পরায় ছেদ পড়ে। এরপর ধীরে ধীরে বদলেছে ছবি। এখন ওই জমিতেই তৈরি হয়েছে পাকা কংক্রিটের মণ্ডপ। নতুন পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে দুর্গামণ্ডপের এই পুজো। যদিও ঐতিহ্যের রেশ ধরে রেখে এখনও রয়েছে একচালা প্রতিমা। এক কাঠামোতেই সপরিবার বাপের বাড়ি আসেন উমা। প্রতিমা গড়েন স্থানীয় মৃৎশিল্পীরাই।

পুজো কমিটির সম্পাদক পরিতোষ বণিকের কথায়, 'এত বছর পরেও পুজোর নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে কোনও আপস করা হয়নি।' কমিটির আরেক সদস্য শৌভিক সরকার বললেন, 'এখনও একই পুরোহিত এবং ঢাকি পুজোয় অংশ নেন। ঐতিহ্যের টানে বৃদ্ধা থেকে নববধূ, সকলেই অষ্টমীর পুজো এবং বিজয়ার সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন।'

হলদিবাড়ির বাসিন্দা অমিত রক্ষিত স্মৃতিচারণায় বললেন, 'একসময় এই পুজোয় সাহেবরা সপরিবার অংশ নিতেন। ব্লকের অগণিত মেয়ে, বৌ এবং সাধারণ মানুষ সন্ধ্যারতি দেখতে ভিড় করতেন। দশমীর দিন মেলা হত মণ্ডপ চত্বরে।'

মহাভারত থেকে হারানো কৃষ্টি রাজশহরে

আইলো উমা বাড়িতে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : রাজশহরের বিভিন্ন পুজো কমিটি নিজেদের মতো করে দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। কোথাও সাবেকি প্রতিমা, কোথাও পুরাণের কাহিনী, আবার কোথাও সমাজের বদলে যাওয়া ভাবনা মণ্ডপে তুলে ধরার প্রস্তুতি চলছে। শহরের তিনটি পুজোয় এবার নজর কাড়ছে ডাকের সাজ, মহাভারতের কাহিনী এবং হারিয়ে যেতে বসা কৃষ্টির ভাবনা। উৎসবের আয়োজনের সঙ্গে সামাজিক দায়িত্বকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা। পুজোর কয়েকটি দিনকে ঘিরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ভোগপ্রসাদ বিতরণ এবং নানা সহায়তামূলক কর্মসূচির পরিকল্পনা রয়েছে। ফলে মণ্ডপের সাজসজ্জার পাশাপাশি মানুষের অংশগ্রহণ ও সামাজিক উদ্যোগও এই পুজোগুলির আয়োজনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে। এতেই পুজোর আয়োজন পাবে বাড়তি মাত্রা।

দক্ষিণ খাগড়াবাড়ি ক্লাবের পুজো এবার ৬৯তম বর্ষে। ডাকের সাজের প্রতিমা ও চন্দননগরের আলোকসজ্জা তাদের বিশেষ আকর্ষণ। ক্লাবঘরে চলছে শেষমুহূর্তের কাজ। উদ্বোধনের সন্ধ্যায় চারাগাছ বিতরণের পাশাপাশি পরিবেশিত হবে নৃত্যনাট্য 'মহিষাসুরমর্দিনী'। অষ্টমীতে প্রায় দেড় টন খিচুড়ি বিলির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। বস্ত্রদান ও রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হয়েছে। বাজেট প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির সভাপতি অখিলচন্দ্র সরকার বলেন, 'চতুর্থীর সন্ধ্যায় আমাদের পুজোর উদ্বোধন হবে।'

বেলতলা ইউনিটের উদ্বোধনে পিবিইউ-এর উপাচার্য সপ্তারী রায় মুখোপাধ্যায়।

শহরের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার পুজো এবার ৯৫তম বর্ষে। থিম 'ধর্মযুদ্ধ'। আলিপুরদুয়ারের শিল্পীরা প্লাইউড, বাঁশ ও কাপড় দিয়ে মহাভারতের নানা চিত্র ফুটিয়ে তুলছেন। সুসজ্জিত মাতৃপ্রতিমাও এই পুজোর অন্যতম আকর্ষণ। বাজেট প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। পুজো কমিটির সম্পাদক ভাস্কর পাল বলেন, 'অষ্টমীতে ভোগ বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি হবে।'

বেলতলা ইউনিটের পুজো এবার ৬৬তম বর্ষে। থিম 'ভাবনা'। মেদিনীপুরের শিল্পীরা প্রায় এক মাস ধরে মণ্ডপ তৈরি করছেন। বর্তমান সামাজিক ভাবনায় পুরোনো কৃষ্টি ভুলে যাওয়ার ছবিই সেখানে ফুটে উঠবে। বাজেট প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। মাতৃপ্রতিমা ও আধুনিক আলোকসজ্জাও আকর্ষণ। মঙ্গলবার এই পুজোর উদ্বোধন হয়েছে।

উদ্বোধন ঘিরে বিতর্ক

মেখলিগঞ্জ, ১৩ অক্টোবর : মাছ বাজার সংলগ্ন মার্কেট কমপ্লেক্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ না পাওয়ার অভিযোগ তুলল মেখলিগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতি। সোমবার ওই কমপ্লেক্সের উদ্বোধন হয়। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন সমিতির সদস্যরা। যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনির বক্তব্য, 'বিষয়টি পুরসভার পুর আধিকারিক দেখেছেন। তাই তিনিই বলতে পারবেন।' পুর আধিকারিক মণিকাঞ্চন চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

পৃথিবীর পাঠশালা

ভয়ংকর চিরস্থায়ী বজ্রপাত

ভেনেজুয়েলার ক্যাটাতুম্বো নদীর মোহনায় এক অবিশ্বাস্য প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে। সেখানে বছরের প্রায় তিনশোদিন রাতের আকাশে একটানা বজ্রপাত হতে থাকে। মিনিটে প্রায় আঠাশবার বাজ পড়ে ওই এলাকায়। চারপাশের পাহাড়ের ওপর দিয়ে আসা ঠান্ডা বাতাস এবং হ্রদের গরম আর্দ্র বাতাসের সংঘর্ষে মেঘের ভেতর এই বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক চার্জ তৈরি হয়। এই ভয়ংকর অথচ সুন্দর বজ্রপাত অনেক দূর থেকে দেখা যায় বলে নাবিকরা একে প্রাকৃতিক বাতিঘর হিসেবে ব্যবহার করেন।

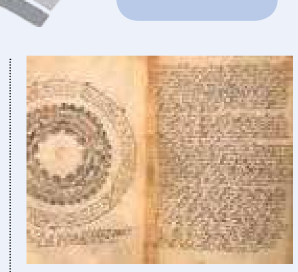

সমাধান না হওয়া বই

ভয়নিচ ম্যানুস্ক্রিপ্ট নামের পনেরো শতকের এক প্রাচীন বই আজও বিশ্বের সেরা ভাষাবিদ এবং বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিশাল ধাঁধা। এই বইটি এমন এক ভাষায় লেখা আছে যা পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষার সঙ্গে মেলে না। পাতায় পাতায় আঁকা আছে অদ্ভুত সব অজানা গাছপালা, নক্ষত্র এবং স্নানরত নারীদের ছবি। বহু সুপারকম্পিউটার লাগিয়েও আজ পর্যন্ত কেউ এই বইয়ের একটি লাইনেরও মানে উদ্ধার করতে পারেনি।

মরুভূমির চলন্ত পাথর

আমেরিকার ডেথ ভ্যালি বা মৃত্যু উপত্যকায় রেসট্র্যাক প্লায়া নামের এক শুকনো হ্রদের বুকে ভারী ভারী পাথরগুলো আপনা থেকেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যায়। কেউ তাদের ধাক্কা দেয় না, অথচ পাথরের পেছনে মাটিতে চাকার মতো ঘষে যাওয়ার দাগ স্পষ্ট দেখা যায়। বহু বছর রহস্য থাকার পর বিজ্ঞানীরা ক্যামেরায় ধরেন যে, শীতের রাতে সামান্য জল জমে বরফের পাতলা চাদর তৈরি হয় এবং ভোরের প্রবল বাতাসে সেই বরফের ওপর দিয়েই পাথরগুলো পিছলে অনেকটা পথ এগিয়ে যায়।

মরুভূমির রহস্যময় বৃত্ত

আফ্রিকার নামিব মরুভূমিতে হাজার হাজার গোল গোল ফাঁকা জায়গা দেখা যায়, যেখানে কোনও ঘাস জন্মায় না। আকাশ থেকে দেখলে মনে হয় যেন মাটির ওপর কেউ নিখুঁত ছাঁচে ফেলে নকশা করেছে। এদের ফেয়ারি সার্কেল বা পরিদের বৃত্ত বলা হয়। অনেক দিন ধরে মানুষ একে ভিনগ্রহীদের কাজ ভাবলেও, বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন মাটির নীচের উইপোকার বিশাল কলোনি এবং ঘাসগুলোর মধ্যে জল ভাগাভাগি করার প্রতিযোগিতার ফলেই এমন নিখুঁত জ্যামিতিক নকশা তৈরি হয়।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দুই সংসার

পুণ্ডিবাড়ি, ১৩ অক্টোবর : পুণ্ডিবাড়ির করিভাড়াল এলাকায় সোমবার রাতে অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হলেন সুবল রায় ও রাম রায়। ঘটনায় প্রাণহানি না হলেও সুবল রায়ের গোয়ালে থাকা ১৫টি ছাগলের মধ্যে ১৪টির মৃত্যু হয়েছে।

রাতে রান্নার সময় সুবল রায়ের পুত্রবধূর ঘরে আগুন লাগে। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের রাম রায়ের বাড়িতেও। কোনওক্রমে একটি ছাগলছানাকে বাঁচান সুবলের পুত্রবধূ। সুবল জানান, ভাতা ও আবাস যোজনার ৭০ হাজার টাকা, নথিপত্র, আসবাব ও সঞ্চয় পুড়ে গিয়েছে। কিস্তিতে কেনা জীবিকার একমাত্র সম্বল টোটোটিও ভস্মীভূত হয়েছে।

স্থানীয় যুবক রানা রায়ের অভিযোগ, কোচবিহার থেকে দমকল পৌঁছানোর আগেই সব শেষ হয়ে যায়। এলাকায় দমকলকেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গোরু পাচার

প্রথম পাতার পর

রাজ্যে পালাবদলের পর গোরু পাচার রুখতে কড়াকড়ি বেড়েছে বলে দাবি প্রশাসনিক মহলের। আগে মূলত পণ্যবাহী গাড়িতে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে গোরু পাচারের অভিযোগ উঠত। এখন যাত্রীবাহী গাড়ির ডিকি কিংবা সিটের নীচে গোরু লুকিয়ে পাচারের অভিযোগ সামনে আসছে। কিছুদিন আগে খাগড়াবাড়িতেও একই কায়দায় গোরু পাচারের অভিযোগে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল অভিযুক্তরা।

কোচবিহারকে কেন্দ্র করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে একাধিক পাচারচক্র সক্রিয় বলে অভিযোগ। গত এক মাসে অসম-বাংলা সীমানার বক্সিরহাটে শতাধিক গোরু ও মোষ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বিলাসবহুল গাড়ির ভিতরে গোরু পাচারের ঘটনা একাধিকবার প্রকাশ্যে আসায় তদন্তকারীদের কপালেও চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। যাত্রীবাহী গাড়িতে পাচারের একের পর এক অভিযোগ সামনে আসায় নজরদারি আরও বাড়ানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

উৎসবমুখর শহর

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, 'আমরা বাঙালিরা সারাবছর পুজোর জন্য অপেক্ষা করে থাকি। তাই পুজোর উদ্বোধন হওয়ার পর আর দেরি করিনি। বেরিয়ে পড়েছি প্যান্ডেল হপিংয়ে।'

পুজোর আয়োজনে দিনহাটা বরাবরই বাকিদের টেক্কা দেয়। তৃতীয়ায় দিনহাটার পুজোমণ্ডপগুলিতে সেই একই দৃশ্য দেখা গেল। এদিন কলেজপাড়া সর্বজনীন, রংপুর রোড অধিবাসীবৃন্দ, বলরামপুর রোড চড়ক মাঠ ও বলরামপুর রোড কালীবাড়ি দুর্গাপুজো কমিটির পুজোর উদ্বোধন হয়ে যায়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক ও দিনহাটার বিধায়ক অজয় রায় একাধিক পুজোর উদ্বোধন করেন। দিনহাটার বাসিন্দা বীণা রায়ের কথায়, 'এখন তুলনামূলক ফাঁকা রয়েছে। তাই নির্বিঘ্নে প্রতিমা ও মণ্ডপ দর্শন করে গেলাম।'

পুজো মানেই দেদার খাওয়াদাওয়া। সাগরদিঘি পাড় হোক কিংবা এমজেএন রোডে সার বেঁধে বসা ফাস্ট ফুডের দোকান—প্রতিটি জায়গায় এদিন তিলধারণের জায়গাও ছিল না। ফাস্ট ফুডের পাশাপাশি ফুচকা কিংবা আইসক্রিমের দোকানেও খাদ্যরসিকদের ভিড় দেখা যায়। পুজো এখন আর দরজায় কড়া নাড়ছে না, একেবারে ঘরের অন্দরে এসে ঢুকে পড়েছে। আর সেজন্যই তৃতীয়াতেই কোচবিহারজুড়ে বইছে পুজোর আনন্দের স্রোত।

সিয়াটেলে ঢাকের বাদ্যি

প্রবাসের পুজোর চিঠি

সন্দীপ দেবনাথ
সিয়াটেল, আমেরিকা

দুই পুরোহিত গভীর আলোচনায় মগ্ন। একজনের কাছে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা, আর একজন ইন্টারনেটে উইকিপিডিয়া খুলে বসেছেন। আমরা পুজোর সময়সূচি তৈরি করছি। আচ্ছা, পুজোর শুরুটাকে কী বলব? বরণ না বোধন? এক পুরোহিত বলছেন, 'শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে যুদ্ধের সময় দুর্গা মাকে আবাহন করেছিলেন শরৎকালে। সেটা ছিল অকালবোধন। তাই ওটা হবে বোধন।' আরেক পুরোহিত বলছেন, 'না, মা আসছেন বাপের বাড়িতে। আমরা মাকে বরণ করে নিচ্ছি। তাই এটা হবে বরণ।'

আর আমরা যারা উৎসবে আছি, পুজোর আমেজে আছি— তারা এসব শুনছি না। আমরা শুনছি দূরে কোথাও ঢাকের আওয়াজ। আমরা দেখছি সিয়াটেলের আকাশে শরতের মেঘ, সকালের ঘাসের ডগায় শিশিরবিন্দু আর প্যাম্পাস ঘাসের ফুলে মৃদুমন্দ হাওয়া— আমাদের প্রবাসের কাশফুল।

পুজো এসে গিয়েছে দোরগোড়ায়। আমরা যারা প্রবাসে থাকি, আমরা জানি আমাদের উৎসব দিন-ক্ষণ-তিথি-বার দেখে করা মুশকিল। তাই আমাদের উৎসব হয় সপ্তাহান্তে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের শনি-রবিবার বরাদ্দ থাকে শারদীয়া পুজোর জন্য। এবারে সিয়াটেলে পুজো হচ্ছে অক্টোবরের দু'সপ্তাহজুড়ে। মহালয়ার পরদিন থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে আয়োজন। নয় নয় করে সিয়াটেলের সর্বজনীন দুর্গাপুজোর সংখ্যা এখন প্রায় দশটি। সঙ্গে আরও কিছু পারিবারিক পুজোও আছে। মোট কথা, সিয়াটেলবাসী বাঙালিদের জন্য এখন বেশ খুশির খবর। এখানেও এখন প্যান্ডেল হপিং করে পুজো দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা চলছে।

সবথেকে পুরোনো বাঙালি সংগঠন 'উত্তরণ'-এর পুজো দিয়ে এবারে সিয়াটেলের পুজো শুরু। এই পুজো সবথেকে বড়ও বটে। শুক্র থেকে রবি— তিনদিন মিলে প্রায় তিন হাজার বাঙালির সমাগম হয় এখানে। আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে বাঙালির সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। আর বাঙালি মানেই রবি ঠাকুর, দুর্গাপুজো, সত্যজিৎ রায় আর নলেন গুড়ের মিষ্টি। উত্তরণের এবারের মুখ্য আয়োজক রাজদীপ দে জানালেন, এবারের দুর্গাপুজোর থিম 'পটচিত্রাঙ্গন'। বিভিন্ন পটচিত্র দিয়ে সাজিয়ে তোলা হবে দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল। প্রান্তিক ও গ্রামবাংলার এই বহুচর্চিত লোকশিল্পকলাকে সকলের মাঝে তুলে ধরাই উত্তরণের উদ্দেশ্য; এই শিল্প যাতে হারিয়ে না যায় তারই এক আন্তরিক প্রয়াস। থাকছে গ্রামবাংলার সাধারণ জীবনের ছবি, ফুল, পাখি ইত্যাদি। প্রায় মাসখানেক ধরে বহু রাত জেগে তৈরি হচ্ছে এই ডেকোরেশনের কাজ। শিল্পীর তুলির টানে প্রাণ পাচ্ছে উৎসবের অবয়ব।

সিয়াটেলে উত্তরণের আয়োজনে দুর্গাপুজো।

অপরদিকে, 'ভিনদেশি'র পুজোর এবারে দশ বছর হতে চলল। এই পুজো পরের সপ্তাহান্তে। এখানকার বাঙালিদের জন্য দুটো পুজো দেখারই এক সুবর্ণ সুযোগ। দশ বছর উপলক্ষ্যে থাকছে বিভিন্ন চমক। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কচিকাঁচাদের নিয়ে আর প্রবীণদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে নতুন দুর্গা প্রতিমা আসছে কুমোরটুলি থেকে। ওখানেও তিনদিনের বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান, থাকছে কুমারীপুজোও।

'ঐক্যতান' বা 'মৈত্রী'র মতো সংগঠনরাও মায়ের আবাহনের জন্য প্রস্তুত। আয়োজনে বিশাল না হলেও আন্তরিকতায় তাদের কোনও ঘাটতি নেই। ঐক্যতানের পুজোয় সন্ধিপুজোর সন্ধ্যায় থাকছে ১০৮ জন বাঙালি নারীকে নিয়ে সান্ধ্য আরতি। আর মৈত্রী এবারে তাদের পুজোয় তুলে ধরতে চাইছে বাংলা ব্যান্ডের ইতিহাস এবং তার সঙ্গে লোকসংগীত, বাউল বা সুফি গানের মেলবন্ধন।

তিনদিনের উৎসবের আয়োজন হলেও, এর পরিকল্পনা ও কাজ শুরু হয় অনেক আগে থেকেই। দুর্গাপুজোয় বাঙালি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে না, তা কি হয়? প্রতিবারের মতো এবারেও উত্তরণের আগমনী অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল প্রবল আগ্রহ। বিশেষ করে কচিকাঁচাদের নিয়ে বিখ্যাত জাপানি লেখিকা তেৎসুকো কুরোয়ানাগির আত্মজীবনীমূলক গল্পের প্রেক্ষাপটে তৈরি নাটকে ওদের অভিনয় সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রতিদিন স্কুল শেষে নিয়ম করে রাত জেগে রিহার্সাল, বন্ধুদের সঙ্গে খুনশুটি, খাওয়াদাওয়া, অভিনয়, ঢাকের তালে তালে ধুনুচি নাচের মহড়া— এগুলোই ওদের মনের মণিকোঠায় পুজোর সোনালি স্মৃতি হিসেবে রয়ে যাবে বড় হলে।

এবারে যেহেতু এখানে পুজো শুরু হচ্ছে মহালয়ার ঠিক পরপরই, তাই উত্তরণে বিশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে থাকছে লাইভ 'মহিষাসুরমর্দিনী'। মহিষাসুরমর্দিনী দিয়ে শুরু আর সিঁদুরখেলা দিয়ে শেষ। এই তিনদিন সিয়াটেলের বাঙালির বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না। অষ্টমীর মায়ের ভোগের খিচুড়ি আর লাবড়া, আর দশমীর কচি পাঁঠার ঝোল ছাড়া কি বাঙালির দুর্গাপুজো সম্পূর্ণ হয়? দুর্গাপুজো তো পেটপুজোও বটে! তিনদিন শুধুই হইচই, আড্ডা আর খাওয়াদাওয়া।

সম্প্রতি এখানকার অবাঙালিদের, বিশেষ করে আমেরিকানদের মধ্যেও দারুণ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে। স্থানীয় কাউন্সেলর, কংগ্রেসম্যান ও নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও এসে দেখে যাচ্ছেন বাঙালির পুজো। গভর্নর সম্প্রীতির বার্তা পাঠিয়েছেন দুর্গাপুজোর জন্য। নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারেও এখন দুর্গাপুজো হচ্ছে— এই বিশ্বায়নের যুগে এটাও বা কম কিসে!

স্কুল যেন ভাগাড়, শোচনীয় হাল পড়ুয়াদের

সুখময় সরকার

পুণ্ডিবাড়ি, ১৩ অক্টোবর : কোচবিহার-২ ব্লকের প্রান্তিক এলাকায় অবস্থিত বড়রাংরস দীনেশ্বরী হাইস্কুলের পরিস্থিতি শোচনীয়। একরাশ সমস্যা এবং চরম প্রশাসনিক অবহেলায় বিদ্যালয়টি যেন ধসে পড়ছে। একটু ভারী বৃষ্টি হলেই বিদ্যালয়ের কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে আসে। শ্রেণিকক্ষের সামনের বারান্দায় ফুটো ও ভাঙা টিন দিয়ে জল পড়ে। যার ফলে এক শ্রেণিকক্ষ থেকে অন্য শ্রেণিকক্ষ যাতায়াতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সমস্যা হয়। স্কুল প্রাঙ্গণের একাংশে ভেঙে পড়ে রয়েছে নিকাশিনালা, সেখান থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। পঠনপাঠনের সুষ্ঠু পরিবেশ তো দূরের কথা, মিড-ডে মিল খাওয়ার জায়গাটিরও অবস্থা তথৈবচ। সেখানে বসে খেতে গেলে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসার অবস্থা হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চিন্ময় তালুকদার জানান, স্থায়ী বা অস্থায়ী কোনও সুইপার পাওয়ার উপায় নেই। বিদ্যালয়ের নিজস্ব ফান্ড শূন্য। আর প্রত্যন্ত এলাকা হওয়ায় অল্প টাকায় কেউ কাজ করতে চায় না। ফলে স্কুলের শৌচালয়গুলো নোংরা হয়ে আছে এবং আবর্জনার স্তূপে ভরে গিয়েছে। ছাদ ফাটা, শেড ভেঙে পড়া এবং জলের তীব্র সংকট— সব মিলিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত ন্যূনতম পরিবেশটুকুও নেই স্কুলে।

বিদ্যালয়ের মাঠটিও সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। একটু বৃষ্টিতেই কাদাজল জমে খেলার অযোগ্য হয়ে পড়ে। ছাত্র দীপায়ন দাস জানায়, টিফিনের সময় কাদামাঠে খেলতে যাওয়া অসম্ভব। তাই তাদের ঘরের ভেতরেই বন্দি থাকতে হয়।

বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত একটি হস্টেল রয়েছে, যেখানে আছে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ জন ছাত্র। হস্টেলের রুমগুলো থেকে ভেসে আসে তীব্র দুর্গন্ধ। আবাসিকরাই জানিয়েছে, দু-একটা বিছানায় বৃষ্টি হলেই জল পড়ে। এত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে যে কোনও মুহূর্তে রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। স্কুল পড়ুয়া সুজন রায়, আনোয়ার আলম ও বিশু দাসের মতো ছাত্ররা জানায়, দুর্গন্ধ ও ভগ্নদশার কারণে টয়লেটে যাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাধ্য হয়ে তাদের এই চরম নরকযন্ত্রণা সহ্য করতে হয়।

বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা প্রশ্ন তুলেছেন, শহর ও শহরতলির স্কুলগুলো সব রকম সরকারি সুযোগসুবিধা পেলেও এই প্রান্তিক স্কুলের ওপর কেন এমন বিমাতৃসুলভ আচরণ? ক্লাসরুমের জানলা ভাঙা, ব্ল্যাকবোর্ড ক্ষতিগ্রস্ত এবং চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আবর্জনা স্কুলে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট করে দিয়েছে। আরও দুই শিক্ষক জানান, পর্যাপ্ত সরকারি অনুদান ও সাহায্য পেলে এটিকে একটি আদর্শ স্কুলে রূপান্তর করা সম্ভব।

প্রধান শিক্ষক বলেন, 'পরিকাঠামোর এই চরম দৈন্যদশার কারণেই দিন-দিন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এর আগে সরকারি আধিকারিকদের লিখিতভাবে জানানো হলেও কোনও সমাধান হয়নি। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাছে নতুন করে আবেদন জানানো হয়েছে। তবে সেই আবেদনে সাড়া পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় কাটেনি।' বিষয়টি নিয়ে পুণ্ডিবাড়ি সার্কেলের এএসআইকে বার বার ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

ভেঙে পড়েছে শৌচালয়।

কলকাতার হাতিবাগানের একটি পুজোমণ্ডপ। ছবি : রাজীব মণ্ডল

মেডিকেলে সুপার পদে নিয়োগ হবে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : রাজ্যের প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার (এমএসভিপি) পদের জন্য আবেদনপত্র চেয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। এ বিষয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহার স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দপ্তরের পোর্টালে প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যের মোট ২৬টি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং কলকাতার সাতটি মেডিকেল কলেজের ডিরেক্টরকে এই বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকের কথায়, 'রাজ্যের বেশিরভাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেই উপযুক্ত সুপার নেই, যা ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের (এনএমসি) নিয়মবহির্ভূত। সে জন্য নতুন করে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে উপযুক্ত অধ্যাপক চিকিৎসককে সুপার পদের জন্য নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরের মধ্যেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।'

এনএমসির নিয়ম অনুযায়ী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার পদের জন্য ১০ বছরের অধ্যাপনা এবং ন্যূনতম পাঁচ বছর প্রফেসর হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কিন্তু রাজ্যের সিংহভাগ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারের সেই অভিজ্ঞতা নেই। কোথাও অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, চিকিৎসক মহলের দাবি, তৃণমূল সরকারের আমলে 'উত্তরবঙ্গ লবি' নিজের কাছের লোকজনকে বিভিন্ন পদ পাইয়ে দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। রাজ্যে সরকার বদলের পরে সমস্ত কিছু এনএমসির নিয়ম মেনে করতে চাইছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

স্বাস্থ্য দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বর্তমানে বিভিন্ন মেডিকেলের সুপার পদে থাকা চিকিৎসকরাও আবেদন করতে পারবেন।

ডেরা বদলে

প্রথম পাতার পর

অসমে প্রশান্ত কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আছেন বলেই খবর। সুপ্রিম কোর্টে সুবিধা হবে না বুঝতে পেরে অসমে থাকতেই নেপাল পালানোর ছক করেছিলেন রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও। সেইমতো রবিবার রাতেই শিলিগুড়িতে পৌঁছান তিনি। তবে শিবমন্দিরের দুই বাড়ির কোনওটিতেই রাতে ছিলেন না। সেবক রোডে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এক সরকারি আধিকারিকের ফ্ল্যাটে প্রশান্ত রাত কাটাতে পারেন। ওই আধিকারিকের ফ্ল্যাটে আগেও প্রশান্তর যাতায়াত ছিল। প্রশান্তর শিবমন্দিরের বাড়িতেও নিয়মিত আড্ডা দিতেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিক।

সোমবার শহরের স্টেশন ফিডার রোডের কোনও এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা করেন প্রশান্তর এক শাগরেদ। সেই ব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রশান্তর সম্পর্ক নিয়ে রহস্য তৈরি হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকদের কেউ কেউ সন্দেহ করছেন, ওই ব্যবসায়ী হাওয়ালার মাধ্যমে প্রশান্তর টাকা লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। কিছুদিন আগেও স্টেশন ফিডার রোডে প্রশান্তকে দেখা গিয়েছিল। ফলে সন্দেহ আরও জোরালো হয়েছে। ওই ব্যবসায়ীর ঠিক করে দেওয়া গাড়িতে প্রশান্ত মাঝেমধ্যেই যাতায়াত করছেন বলেও খবর পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের তথ্য অনুসারে নেপালের কাঁকরভিটা এলাকায় এক হোটেল ব্যবসায়ীর অ্যাকাউন্টে উত্তরবঙ্গের বহু প্রভাবশালীর বেআইনি টাকা জমা আছে। সেই তহবিলে প্রশান্তর বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন পুলিশের আধিকারিকদের একাংশ। দ্বিতীয়বার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করলেও প্রশান্তর নামে এখন পর্যন্ত লুকআউট নোটিশ জারি করা হয়নি। ফলে তাঁর পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। পুলিশ আদৌ প্রশান্তকে ধরতে চায় কি না তা নিয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রশান্তর বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত শাগরেদরা প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের অবসরপ্রাপ্ত এক আধিকারিকের কথা, 'গোয়েন্দারা চাইলেই প্রশান্তর শাগরেদদের জেরা করে, প্রয়োজনে হেপাজতে নিয়ে, তাদের মোবাইল ফোন ঘেঁটে সহজেই প্রশান্ত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। সেটা কেন করছে না তা বুঝতে পারছি না।' সূত্রের খবর, ইদানীং গাড়িতেই যাতায়াত করছেন পলাতক প্রশান্ত। ডেরার মতো ঘনঘন গাড়িও বদলাচ্ছেন তিনি। নামে, বেনামে কেনা চারটি গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করছেন। তবে প্রশান্তকে ধরার ক্ষেত্রে পুলিশের যে কোনও সদিচ্ছা নেই সে বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালতের সঙ্গে একমত একাধিক প্রাক্তন পুলিশকর্তাও।

পুজো তো ওদেরও!

প্রথম পাতার পর

এখন দুর্গাপুজো মানে শুধু একা বা পরিবারের সকলের সঙ্গে আনন্দ নয়, আনন্দের সমান অংশীদার হচ্ছে পোষ্যরা।

শিলিগুড়ির শ্রাবন্তী রায় তাঁর পোষ্য 'রেমো' (ল্যাবরাডর) সম্পর্কে বললেন, 'ওকে নিজের ছেলে হিসেবেই দেখি। রেমোর জন্য দুটো বিশেষ ড্রেস অর্ডার দেওয়া হয়েছে।' এমনকি অষ্টমীর দিনের জন্য পরিবারের সবার সঙ্গে মিলিয়ে রেমোরও সাদা রঙের পোশাকের সুন্দর থিমও ঠিক করেছেন তিনি। তন্বী দাস তাঁর গোল্ডেন রিট্রিভার 'ক্যান্ডি' সম্পর্কে বলেন, 'আমার নিজের একটা মেয়ে আছে বটে, তবে ক্যান্ডি-ই প্রথম সন্তান।'

ক্যান্ডির জন্য টি-শার্ট কিনেছেন। তন্বীর কথায়, 'বাড়ির পাশে পুজো হয়। ওকে স্নান-টান করিয়ে, নতুন জামা পরিয়ে সেখানে নিয়ে যাই। এনজয় করে। পুজোর সময় ও লক্ষ্য করে কার হাতে গাড়ির চাবি আছে। কারণ, বাইরে ঘুরতে যেতে হবে যে। না নিয়ে যাওয়া হলে মন খারাপ করে বসে থাকে।' ডগস নেল কাটার, ট্রিমার ও চিরুনি কিনে রেখেছেন তন্বী। উৎসবের দিনগুলিতে ইউটিউব দেখে ক্যান্ডির গ্রুমিং ও নেল কাটিং সেরে নেবেন।

শিলিগুড়ির আরেক বাসিন্দা শালিনী মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বোবো (গোল্ডেন রিট্রিভার) পোশাক পরতে চায় না, যা-ই পরাই না কেন, টেনে খুলে ফেলবেই। বড়জোর বো টাই পরাতে পারি। পুজোয় সেটাই পরানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ট্রিমিংও করাব ভেবেছি।' এত গেল ক্যান্ডি, রেমো, বোবোদের পুজো-ফ্যাশনের প্রসঙ্গ। শিলিগুড়ির পথে কালু-ভুলুদেরও দেখা যায়। যাদের আলাদা যত্নআত্তি বা পোশাকের গল্প নেই। তবে অনেকে ভালোবেসে তাদের খেতে দেন।

কেউ কেউ আবার নির্দয় হন বৈকি। দেখলে তাড়িয়ে দেন, লাঠি দিয়ে মারেন, এমনকি গাড়ির চাকায় পিষেও দেন। দেশীয় প্রজাতির এরকম কুকুরদের দেখভাল করেন শিলিগুড়ির মধুশ্রী চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'পুজোয় তেমন কোনও প্ল্যান নেই। তবে উৎসবের আগে ওদের স্নান করাব, একটুখানি গ্রুমও করাব। আমার সামর্থ্য অনুযায়ী ওদের খেয়াল রাখার চেষ্টা করি সবসময়। জানেন তো, ওই মায়াভরা চোখগুলি একটু স্নেহ চায়।'

উৎসব সকলের। রেমো-ক্যান্ডিদের মতো কালু-ভুলুদের পুজো ভালো কাটুক- এটুকু প্রার্থনা তো করা যেতেই পারে।

বিরোধী অনৈক্য, উৎসবের মরশুমের অপেক্ষা পদ্মে

প্রথম পাতার পর

'গলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধি চোর হ্যায়', তখনও হয়তো এতটা সাড়া ফেলতে পারেননি তিনি। ইতিহাস বলে, পরবর্তীতে ভিপি নিজে সোনিয়ার কাছে গিয়ে বলে এসেছিলেন, ভুল বলেছিলাম। তবে এবার জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে সেই রকম বলার কোনও কারণ দেখছেন না প্রতিবাদীরা। ভবিষ্যতে তাঁর ভাবমূর্তি পালটানোর সম্ভাবনা নেই কোনও।

বিমানের মধ্যে পুলিশ ঢুকিয়ে প্রতিবাদ হওয়ার আগেই প্রতিবাদীদের গ্রেপ্তার করে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। গণতন্ত্রের পক্ষে এমন লজ্জার ছবি জরুরি অবস্থাও দেখেনি। ওই সময় প্লেনের ভিতর চলে গিয়েছিল সরকারি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের ক্যামেরাও। কী অবিশ্বাস্য! কী লজ্জার! নেতাদের পাশাপাশি রাস্তা থেকে সাংবাদিকদের পর্যন্ত গ্রেপ্তার করে নেওয়া হচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, সরকার খুব কড়া মনোভাব নিয়েছে এখানে। বাস্তব বলছে, দেশজুড়ে বিক্ষোভের মাঝে মোদি এবং তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একেবারে চুপ। তাঁদের জোটের অন্য নেতারাও চুপ। বরং চিরাগ পাসোয়ানের মুখে অন্য কথা। এই নীরবতা কি কৌশল, না অস্বস্তি? প্রশ্নটা ক্রমশ বড় হচ্ছে।

যে দুটোকে ইস্যু করে বিজেপি পরের পর দেশে নির্বাচন জিতেছে, সেই দুটো ইস্যুই বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজ করছে না। সম্পূর্ণ আড়ালে চলে গিয়েছে। এক, হিন্দু-মুসলমান বিভেদ তৈরি করে ঘৃণার বাতাবরণ সৃষ্টি। দুই, মন্দির ইস্যু। রাম মন্দিরে অর্থ কেলেঙ্কারির অভিযোগের পর এবার নতুন মন্দির বানানো নিয়ে প্রশ্ন তোলাও বিপজ্জনক। সেখানেও চোর চোর স্লোগান উঠতে পারে। ধর্মের আবেগ দিয়ে, পাকিস্তানকে গালাগাল দিয়ে মানুষের দৈনন্দিন ক্ষোভ কতদিন চাপা রাখা সম্ভব, সেই পরীক্ষার মুখেই এখন শাসকদল।

সন্দেহ নেই, বিজেপি এখন শুধু ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচের খেলায় নিমগ্ন। তারা গভীরভাবে লক্ষ করবে, বিরোধীদের ইন্ডিয়া মঞ্চ কতদিন টেকে। রাহুল গান্ধি যতই মিছিলের একদিকে নেহা, অন্যদিকে প্রিয়াংকাকে নিয়ে হাঁটুন না কেন, ইন্ডিয়া মঞ্চ সব সময়ই নড়বড়ে। জনস্রোতে ভাসতে ভাসতে যাচ্ছিল তাদের বাস। যেভাবে বিশ্বকাপ জেতার পর স্পেন বা আর্জেন্টিনার টিমবাস যায়। অবাক লাগবে, নীচ থেকে লাল পতাকা তুলে অখিলেশ যেভাবে বাসের ওপরে তা নকশাল নেত্রী নেহার হাতে তুলে দিলেন। এই ঐক্যের হাওয়াতেও অনেক কাঁটা ছড়ানো!

জোটসঙ্গী হিসেবে মমতা কখনও ভরসা করার মতো নন। এখন চরম বিপদে, তাই রাহুল-সোনিয়ার পাশে। একটু অক্সিজেন পেলেই আবার কী করবেন, দেবতারাও জানেন না।

অখিলেশও তাই। উত্তরপ্রদেশে যোগীরাজ টলমল, তবু কংগ্রেস-সমাজবাদী জোট জমাট করতে পারেনি। সবচেয়ে বাগড়া দেবেন স্থানীয় নেতারা, নিজস্ব স্বার্থে। একই রকম পরিস্থিতিতে সিপিএমের বাংলার নেতারাও। এ বছরেও তাঁরা একটার বেশি আসন পাননি, তবু মুখে অনেক বড় বড় কথা। জাতীয় রাজনীতির তত্ত্বকথা বাংলায় খাটতে দিতে নারাজ। সিপিএমের অন্য রাজ্যের নেতারা যখন দিল্লির রাজপথে বিক্ষোভে অনড়, তাতে বাংলার খুব কম মুখই ছিল। তাঁরা এখনও মমতাকে আটকানোর কথা নিয়ে পড়ে আছেন, মোদিকে নিয়ে ভাবেন না। মমতা-বধেই তাঁদের যত আনন্দ। এই পরিস্থিতিগুলোই বিজেপিকে ফায়দা তুলতে দেবে।

বাংলায় বেশ কিছু সাহিত্যিক এখন প্রকাশ্যেই বিজেপির হয়ে প্রচার শুরু করেছেন। তাঁদের লক্ষ্য, আগের জমানায় সুবোধ সরকার, জয় গোস্বামীরা যেমন বিভিন্ন সরকারি পদে থাকতেন, সেই পদগুলোতে বসা। বইমেলায় যেমন আরএসএসের ঘনিষ্ঠ লোকেরা কমিটির মাথায় সটান বসে গিয়েছেন ইতিমধ্যেই। এঁদের সামাজিক মাধ্যমের পোস্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে, বিজেপি এখন দেশে এই তুমুল ঝড়ের পিছনে এলন মাস্কের জুজু দেখাতে চাইছে। মাস্কই নাকি ককরোচ পার্টির পিছনে অর্থ ঢালছেন। অর্থাৎ প্রতিবাদের রাজনৈতিক জবাব দেওয়ার বদলে প্রতিবাদের পিছনে বিদেশি ষড়যন্ত্র খোঁজার পুরোনো কৌশল। দুটো ঘটনা এখানে বলা দরকার। এক, আমেরিকায় গিয়ে মোদি মাস্কের সঙ্গে ওয়াশিংটনে ব্লেয়ার হাউসে দেখা করেন গত বছর ফেব্রুয়ারিতে। মাস্কের বাচ্চাদের জন্য তিনি তিনটি বইও নিয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, আরকে নারায়ণ আর বিষ্ণু শর্মার পঞ্চতন্ত্র।

দুই, আদানি-আম্বানির এখন ভালোই লেগেছে। আম্বানিরা মনে করছেন, মোদি অ্যান্ড কোম্পানি আদানিকে বাড়তি সুবিধে দিচ্ছে অনেক। নয়াদিল্লির রাজপথে বিক্ষোভ সংক্রান্ত খবরে হঠাৎ আম্বানির চ্যানেল, সাইটগুলো নিরপেক্ষ হয়ে উঠেছে। আদানির সংবাদমাধ্যমের মতো আর নির্লজ্জভাবে সরকারের পাশে দাঁড়ায়নি। এই অবস্থানগত ফারাকও রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

তবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনটা অন্য জায়গায়। এতদিন বিরোধীরা অভিযোগ করতেন, সরকার উত্তর দিত। এখন পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে অভিযোগের চেয়ে সরকারের নীরবতাই বেশি আলোচিত হচ্ছে। রাষ্ট্রক্ষমতা দিয়ে মিছিল আটকানো যায়, প্রতিবাদীকে আটক করা যায়, এমনকি সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরাকেও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা যায়। কিন্তু মানুষের মনে একবার সন্দেহ ঢুকে গেলে তাকে গ্রেপ্তার করার কোনও আইন নেই।

দিল্লির তিনদিনের প্রতিবাদ তাই শুধু তিনদিনের ঘটনা নয়। এটা হয়তো দীর্ঘ রাজনৈতিক সংঘাতের শুরু। বিজেপি অপেক্ষা করছে বিরোধীদের ভাঙনের। অপেক্ষা করছে উৎসবের মরশুমের, যেখানে প্রতিবাদ থামতে বাধ্য। বিরোধীরা অপেক্ষা করছেন মানুষের আর এনডিএ জোট শরিকদের ক্ষোভ আরও বাড়ার।

এবং পশ্চিমবঙ্গ? সে এখনও নিজের ছোট ছোট রাজনৈতিক হিসেবের মধ্যে বন্দি, পিছিয়ে পড়া রাজ্য। গোটা দেশে যখন ভোট চুরি নিয়ে ঢেউ উঠছে, তখন বাংলার বিরোধী নেতারা ব্যস্ত কে কাকে হারাবেন, সেই অঙ্ক কষতে। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরিহাস হল, কখনো-কখনো ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েও মানুষ বুঝতে পারে না, চারপাশে কত কিছু বদলে যাচ্ছে। বাংলার রাজনীতি কি আবার সেই ভুলটাই করতে চলেছে?

কড়া শুভেন্দু

প্রথম পাতার পর

সদ্য একটি অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিশের দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই শীর্ষ আদালতের ভর্ৎসনায় পুলিশের সম্মান ও দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ। কেন এতদিন আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও প্রাক্তন বিডিওকে ধরা যায়নি বা তিনি কেন আত্মসমর্পণ করেননি, তার ব্যাখ্যাও তলব করেছেন শুভেন্দু।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের ওপর তারা হস্তক্ষেপ করবে না বা স্থগিতাদেশ দেবে না। হাইকোর্টে মামলাকারী সংগঠন প্রসূন মৈত্র বলেন, 'রাজ্য সরকারকে এভাবে ভর্ৎসনা করায়, সবটাই এখন রাজ্যের হাতে। হাইকোর্টে পরবর্তী শুনানির আগে রাজ্য পদক্ষেপ করে কি না, সেটাই দেখার।'

বিচার আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে এখনও সংশয়ে নিহত স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার পরিবার। তাঁর শ্যালক দেবাশিস কামিল্যা বলেন, 'এর আগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করা সত্ত্বেও কেন ওঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হল না। আদৌ ন্যায় বিচার পাওয়া যাবে তো? আশা রাখতে পারছি না।' বিধাননগরের দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ ও খুনে মূল অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন।

গত বছর জুলাইয়ে সিআইডি ওই খুনের তদন্তভার নিলেও তিনি এখনও অধরা। গত ২৫ মে নিউটাউনের ইকো পার্ক এলাকায় বেপরোয়া গাড়ি চালানোর অভিযোগে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও খুনের মামলার নথি ঠিক সময় আদালতে না পৌঁছানোয় সহজেই জামিন পেয়ে যান প্রশান্ত।

সামিদের ভরসায় জয়ের স্বপ্ন বাংলার

দিল্লি-২৪০ ও ১০১/৩
বাংলা-৪২৯
(তৃতীয় দিনের শেষে)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণী, ১৩ অক্টোবর : থমথমে মুখচোখ। শরীরীভাষায় একরাশ হতাশা। বিরক্তিও।

তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হতেই কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমি মাঠের সাজঘরের সামনের বারান্দা থেকে হনহন করে হেঁটে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়লেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। দলের ক্রিকেটারদের আলাদাভাবে ডেকে নিলেন। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গে টুকটাক কথা বললেন। আর তারপরই মহম্মদ সামি (১৮/০), আকাশ দীপ (১৫/১), মুকেশ কুমারদের (১৭/১) নিয়ে বৈঠক শুরু করে দিলেন। কল্যাণীর মাঠের বাইশ গজ নিয়ে প্রথম দিনের খেলার শেষেই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন সামি। তাঁর পর্যবেক্ষণ যে ভুল ছিল না, আজ তৃতীয় দিনের খেলায় বারবার তা প্রমাণ হয়েছে।

সময়ের সঙ্গে কল্যাণীর 'ডাবল পেসড' বাইশ গজ আরও মন্থর হয়েছে। কিছু ডেলিভারি নীচুও হয়েছে। সঙ্গে আমির গনি, প্রদীপ প্রামাণিকের মতো স্পিনাররা টার্নও পেয়েছেন। গতকালের ৩০৪/৩ থেকে শুরু করে আজ সুদীপকুমার ঘরামি (১৩৩) ও অভিষেক পোড়েল (১৪৯) খুব বেশি সময় থাকতে পারেননি উইকেটে। তাঁরা ফেরার পর সুমন্ত গুপ্ত (৫০) ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিয়েছেন। বাকিদের কেউই ব্যাট হাতে বড় রান পাননি। শেষ পর্যন্ত ৪২৯ রানে শেষ হয় বাংলার প্রথম ইনিংস। ১৮৯ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে মন্থর ও হতাশার ব্যাটিং দিল্লির। তৃতীয় দিনের শেষে দিল্লির স্কোর ১০১/৩। এখনও ৮৮ রানে এগিয়ে থাকা বাংলা কাল সরাসরি দিল্লি দখলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। আর সেই স্বপ্নপূরণের পথে ভরসা হিসেবে রয়েছেন সামি-আকাশ-মুকেশরা।

শেষ বিকেলের কল্যাণী আজ জমজমাট। একদিকে বাংলা বনাম দিল্লির চলতি রনজি ম্যাচ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে আগ্রহ তো রয়েছেই। তার মধ্যেই বেশ কিছু পুজোর উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে। ফলে কল্যাণীর সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই পুজোর আমেজে ঢুকে পড়েছে। বাংলা দলের অন্দরে এখনও সেই পুজো পুজো ব্যাপারটা নেই। বুধবার দিল্লির বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের শেষদিন। বাকি থাকা সাত উইকেট নিয়ে সামি-আকাশ-মুকেশরা যদি আগামীকাল জয়ের স্বপ্নপূরণ করতে পারেন, তাহলে নিশ্চিতভাবেই দলের অন্দরে উৎসবের আমেজ ঢুকে পড়বে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'রনজি ট্রফি শুরু হয়ে যাওয়ার পর পুজোর কথা কি আর আলাদাভাবে ভাবা যায়। আগামীকাল বাকি থাকা সাত উইকেট দ্রুত নিতে হবে আমাদের। আমাদের বোলাররা আগামীকাল কী করে, তার উপরই এখন ম্যাচের ভাগ্য নির্ভর করে রয়েছে।'

১৮৯ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে দিল্লির অতি মন্থর ব্যাটিং নিয়ে সমালোচনা চলছে। তার মধ্যেই আজ দিল্লির যশ ধুল (০) ব্যাটিং করতে নেমে আকাশের প্রথম ডেলিভারিতেই আহত হয়ে মাঠ ছাড়েন। রাতের দিকে জানা গিয়েছে, যশের চোট গুরুতর নয়।

> রনজি ট্রফি শুরু হয়ে যাওয়ার পর পুজোর কথা কি আর আলাদাভাবে ভাবা যায়। আগামীকাল বাকি থাকা সাত উইকেট দ্রুত নিতে হবে আমাদের। আমাদের বোলাররা আগামীকাল কী করে, তার উপরই এখন ম্যাচের ভাগ্য নির্ভর করে রয়েছে।
> -লক্ষ্মীরতন শুক্লা

আয়ুষ দোসেজাকে আউট করে উল্লাস মুকেশ কুমারের। ছবি : সিএবি

আকাশ দীপের শর্ট বলে বুকে আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন দিল্লির যশ ধুল। মঙ্গলবার কল্যাণীতে রনজি ট্রফির ম্যাচে।

রোকো-কে জোড়া শর্ত মানহাসের

মুম্বই, ১৩ অক্টোবর : বয়স নয়। ফিটনেস আর পারফরমেন্সই নির্বাচনের মাপকাঠি।

২০২৭ বিশ্বকাপে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার টিমে থাকা প্রসঙ্গে এমনই জোড়া শর্তের কথা শোনালেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি মিঠুন মানহাস। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা বোর্ডের শীর্ষকর্তার মতে, নির্বাচন নিয়ে শেষকথা বলবে নির্বাচক কমিটি, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি মনে করেন বয়স কখনোই নির্বাচনের মাপকাঠি হতে পারে না।

'বিশ্বকাপ দল বাছবেন নির্বাচকরাই'

আগামী বছর বিশ্বকাপের সময় বিরাট চল্লিশের কোঠায় পা রাখবেন। রোহিত একচল্লিশ প্লাস। তবে মানহাসের যুক্তি, 'বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে বলতে পারি, এই নিয়ে কিছু বলার অবস্থায় নেই আমরা। কারণ নির্বাচনের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে নির্বাচক কমিটি ও কোচেদের ওপর। তবে আমার মতে, ফিটনেস ও পারফরমেন্সই মাপকাঠি হওয়া উচিত, বয়স নয়। কেউ যদি খেলার মতো ফিট থাকে এবং দলের জয়ে অবদান রাখতে পারে, সেটাই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।'

বোর্ড সভাপতির যুক্তি, বিরাট-রোহিতের মতো অভিজ্ঞদের পাশে পেয়ে উপকৃত অধিনায়ক শুভমান গিলও। মিঠুন বলেছেন, 'দলে বিরাট, রোহিত, হার্দিকের (পান্ডিয়া) উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে ওকে সাহায্য করছে। জসপ্রীত বুমরাহও আছে। যার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। বোলিং ব্রিগেডকে নেতৃত্ব দিতে পারে। কেউ আবার ফিল্ডিং ক্যাপ্টেন। এর ফলে দায়িত্ব, ওয়ার্কলোড অনেকের মধ্যে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। সুবিধা অধিনায়কেরই। আর চাপের মধ্যে ওরা (বিরাট, রোহিত) বারবার দায়িত্ব সামলেছে। দলকে রসদ জুগিয়েছে। সবমিলিয়ে নবীন-প্রবীণে মিলে যথাযথ কম্বিনেশন।'

প্রাক্তন তারকা মহম্মদ কাইফ মনে করেন, ব্যাটাররা সুবিধা পাবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। কারণ বর্তমানে ওখানকার পিচ অনেক বেশি ব্যাটিং সহায়ক হয়ে গিয়েছে। বিরাট, রোহিতের উপস্থিতি সেদিক থেকে ভারতীয় দলের জন্য ইতিবাচক দিক। কাইফের মূল চিন্তা বোলিং ও ফিল্ডিং নিয়ে। গৌতম গম্ভীরদের উদ্দেশে কাইফের পরামর্শ, 'ব্যাটাররা বিশ্বকাপে দাপট দেখাবে। যা সামলাতে বোলিং ব্রিগেড শক্তিশালী হওয়া জরুরি। সাফল্য পেতে হলে বোলিং ও ফিল্ডিংয়ের ফাঁকফোকরের দ্রুত সমাধান জরুরি।'

মাসের সেরা গিল, শেফালি

দুবাই, ১৩ অক্টোবর : আইসিসির সেপ্টেম্বর মাসের সেরা প্লেয়ারের দৌড়ে ভারতের 'জোড়া ধামাকা'। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সেরার শিরোপা পেলেন শুভমান গিল ও শেফালি ভার্মা। এশিয়া কাপ ও এশিয়ান গেমসে ভারতীয় মহিলা দলের সাফল্যে অন্যতম কারিগর ছিলেন শেফালি। শুভমান অপরদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে স্বপ্নের ফর্মে ছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ মাসের সেরার সম্মান।

তৃতীয়বার একই মাসে পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগে সেরা হলেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। শুভমান আগেও চারবার এই সম্মান পেয়েছেন। এবারের নিয়ে পাঁচবার। যে কৃতিত্ব দ্বিতীয় কোনও পুরুষ খেলোয়াড়ের নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ মহিলা দলের অধিনায়ক হেইলে ম্যাথিউজ পাঁচবার আইসিসি-র 'প্লেয়ার অফ দ্য মান্থ' হয়েছেন।

প্রতিক্রিয়ায় শুভমান বলেছেন, 'পঞ্চমবার পেলাম। দারুণ অনুভূতি। যাঁরা আমাকে নির্বাচিত করেছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। রানের মধ্যে থাকা, ঘরের দর্শকদের সামনে রান তাড়ায় সাফল্য পাওয়ার মধ্যে বাড়তি তৃপ্তি মেলে, আত্মবিশ্বাস জোগায়। আগামী বছর বিশ্বকাপ রয়েছে। এই মানটা বজায় রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর।' শেফালি বলেছেন, 'আবার সেরা হওয়াটা আমার কাছে বিরাট সম্মান। এশিয়া কাপ ও এশিয়ান গেমসে দলের সাফল্যে ভূমিকা রাখতে পেরে আমি খুশি।'

পিএসজি-র চ্যালেঞ্জে তৈরি সিটি

প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে নামছেন মোরিনহো

পিএসজি-র বিরুদ্ধে নামার আগে জিম সেশনে আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। মঙ্গলবার।

লন্ডন, ১৩ অক্টোবর : অনেক আশা আশঙ্কার মাঝে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে নামছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর্থিক নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ। গত ১৫ বছরে জেতা শিরোপাগুলি কেড়ে নেওয়া কিংবা ইপিএল থেকে বহিস্কারের মতো কঠোরতম শাস্তির আশঙ্কা রয়েছে ম্যান সিটির। এই পরিস্থিতিতে তারা ভারতীয় সময় গভীর রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলতে নামছে। প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ।

প্রবল অস্থিরতার মধ্যে ইপিএলে দারুন ছন্দে ম্যান সিটি। টানা ছয় ম্যাচ জিতে লিগ শীর্ষে। শেষ ম্যাচে লিভারপুলকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে। সেই ছন্দে পিএসজি-র বিরুদ্ধে ধরে রাখতে চায় এনজো মারেস্কার ছেলেরা। তুলনায় একটু ছন্দহীন লুইস এনরিকের দল। শেষ পাঁচ ম্যাচে তিনটি জয়। তবে এই ম্যাচে পিএসজি খেলবে সম্পূর্ণ ভিন্ন মেজাজে। টানা তিনবার ইউরোপ সেরা হওয়ার হাতছানি তাদের সামনে। এটাই বাড়তি অনুপ্রেরণা দিচ্ছে এনরিকের দলকে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে লিভারপুল খেলবে অস্ট্রিয়ান দল লিনজার অ্যাথলেটিক স্পোর্টস ক্লুবের (এলএএসকে) বিরুদ্ধে। শেষ ম্যাচে ম্যান সিটির কাছে হেরে বেশ চাপে রেডস শিবির। এই ম্যাচে আলেকজান্ডার ইসাক ও কোডি গাকপোকে পাচ্ছে না লিভারপুল। ডোমিনিক সোবোসলাইও অনিশ্চিত। তবে রায়ান গ্রাভেনবার্চকে পাচ্ছে আন্দোনি ইরাওলা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদ খেলবে ইতালির এএস রোমার বিরুদ্ধে। নিজের প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে ৩ পয়েন্ট ঘরে তুলতে মরিয়া রিয়াল কোচ হোসে মোরিনহো। লা লিগায় ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে জিতলেও পারফরমেন্স মোটেও আহামরি ছিল না। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বরাবরই ভিন্ন মেজাজে দেখা যায় স্পেনের দলটিকে। এখনও পর্যন্ত নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি বার্নার্ডো সিলভা। ছন্দহীন ভিনিসিয়াস জুনিয়ারও। তাই কাজটা একটু হলেও কঠিন রিয়ালের কাছে। সামনেই রয়েছে এল ক্লাসিকো। তার আগে নিজেদের ছন্দ ফিরে পেতে রোমা ম্যাচ পাখির চোখ কিলিয়ান এমবাপেদের।

এএস রোমা ম্যাচের প্রস্তুতিতে রিয়াল মাদ্রিদের ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, কিলিয়ান এমবাপে, ডেনজিল ডামফ্রিসরা। মঙ্গলবার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

এলএএসকে বনাম লিভারপুল
ফেনুর্দ বনাম কোমো
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ
এএস রোমা বনাম রিয়াল মাদ্রিদ
বোডো/গ্লিমট বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
শাখতার দোনেস্ক বনাম এইকে এথেন্স
রিয়াল বেটিস বনাম এফসি পোর্তো
অ্যাস্টন ভিলা বনাম ফেনেরবাখ
স্লোভান ব্রাতিস্লাভা বনাম স্টুটগার্ট এফসি
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

চণ্ডীগড়কে ইনিংস ও ১৪০ রানে হারানোর পর ফোটোসেশনে মুম্বইয়ের তুষার দেশপান্ডে, তনুষ কোটিয়ান, শামস মুলানিরা। মঙ্গলবার।

অধিনায়ক হিসেবে সিরাজের প্রথম জয়

সেকেন্দ্রাবাদ, ১৩ অক্টোবর : অধিনায়ক হিসেবে প্রথমবার জয়ের স্বাদ পেলেন মহম্মদ সিরাজ। তিনদিনেই ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ইনিংস ও ৪০ রানের বিশাল জয় তুলে নিল সিরাজের নেতৃত্বাধীন হায়দরাবাদ। ইনিংস হার বাঁচাতে ১৬১ রান দরকার ছিল। কিন্তু বাঁহাতি স্পিনার তনয় ত্যাগরাজনের (৫২/৬) স্পিন ঘূর্ণির সামনে ১২০-তেই আটকে যায় ত্রিপুরা।

দুই উইকেট নেন সিরাজ। ম্যাচ শেষে সিরাজ বলেছেন, 'মরশুমে প্রথম জয়। অধিনায়ক হিসেবেও প্রথমবার জিতলাম। অবিশ্বাস্য লাগছে। এই ম্যাচ থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাস নিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাই।' মেন্টর ওয়াসিম জাফরকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন। সিরাজের কথায়, 'ওয়াসিমভাই ব্যাটারদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, কীভাবে রান করতে হয়। ওর উপস্থিতিতে দল, বিশেষত নতুনরা উপকৃত।'

তিনদিনে চণ্ডীগড় বধ মুম্বইয়ের

চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ১৪০ রানের বিশাল জয় দিয়ে রনজি অভিযান শুরু করেছে মুম্বইও। মুম্বইয়ের ৪২৯ রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে মাত্র ৭৮ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল। ফলোঅনের পর খেলতে নেমে তুষার দেশপান্ডে (৩৭/২), তনুষ কোটিয়ান (৩০/৩), শামস মুলানিদের (৬৯/৩) সামনে দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৫-তে অলআউট চণ্ডীগড়। জয়ের মাঝেও বড় ধাক্কা গ্রেড-৪ হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে লম্বা সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেলেন সহ অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে।

বিহারের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ২৬৬ রানে জয়ী উত্তরপ্রদেশ। ৫৪০ রানের জবাবে বিহার দুই ইনিংসে করে মাত্র ১৪১ ও ১৩২। বিজয়ওয়াড়ায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচ বাঁচাতে লড়াই চালাচ্ছে কর্ণাটক। তৃতীয় দিনের শেষে কর্ণাটকের স্কোর ১৭৬/৪। মাত্র ৩২ রানে এগিয়ে। ৮১ রান করে অপরাজিত আছেন করুণ নায়ার। সঙ্গী অধিনায়ক রবিচন্দ্রন স্মরণ (২১)। আগামীকাল শেষদিনে উত্তেজক সমাপ্তির হাতছানি।

ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে শতরানের পর বল হাতেও দাপট রবীন্দ্র জাদেজার। রাজকোটে অনুষ্ঠিত ম্যাচে সৌরাষ্ট্রের ৩৯৩-র জবাবে ছত্তিশগড় করে ৩১২। দলের পক্ষে সর্বাধিক ৩ উইকেট নেন জাদেজা। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে সৌরাষ্ট্র ৪৫/০। সবমিলিয়ে ১২৫ রানের লিড।

অসম-পাঞ্জাব ম্যাচে মূল লড়াই প্রথম ইনিংসে এগিয়ে গিয়ে ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করার। তৃতীয় দিনের শেষে অসমের ৩৭৩ রানের জবাবে পাঞ্জাবের স্কোর ২৮৭/৫। হরনুর সিংকে (৫৪) নিয়ে ১৩৭ রানের ওপেনিং পার্টনারশিপ গড়েন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী দলে সদস্য বিহান মালহোত্রা (১০৩)। বিহানের সুবাদে একসময় পাঞ্জাবের স্কোর ছিল ১৯৫/১। এখান থেকে অসমকে ম্যাচে ফেরান বোলাররা। আপাতত প্রথম ইনিংসে লিড পেতে পাঞ্জাবের দরকার আরও ৮৭ রান। হাতে অবশিষ্ট ৫ উইকেট।

> মরশুমে প্রথম জয়। অধিনায়ক হিসেবেও প্রথমবার জিতলাম। অবিশ্বাস্য লাগছে। এই ম্যাচ থেকে পাওয়া আত্মবিশ্বাস নিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চাই।
> -মহম্মদ সিরাজ

'চাকরি' খুঁজছেন বিরাট!

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : ৩৭ বছর বয়সে কি চাকরি খুঁজছেন বিরাট কোহলি? চাকরি প্রার্থীদের প্ল্যাটফর্ম 'লিঙ্কডইন'-এ নিজের প্রোফাইল খুলেছেন 'চেজ মাস্টার'। দীর্ঘ পোস্টও করেছেন এই নিয়ে। নিজের ভাবনা, লক্ষ্যের কথাও বিস্তারিতভাবে যে পোস্টে তুলে ধরেছেন। মূলত ক্রীড়াসরঞ্জাম প্রস্তুতকারক অ্যাজিলিটাস ও ওয়ান৮ওয়ার্ল্ড ব্র্যান্ডের প্রচারের জন্যই বিরাট উদ্যোগ। অ্যাজিলিটাসে বিশাল অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করেছেন বিরাট। ওয়ান৮ওয়ার্ল্ড নিজের ব্র্যান্ড। 'লিঙ্কডইন' প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়েছেন নিজের জোড়া ব্র্যান্ডের প্রচারের কাজে।

পোস্টে বিরাট লিখেছেন, 'এমন একটা ভারত দেখতে চাই, যেখানে প্রতিটি খেলা সমানভাবে গুরুত্ব পাবে। নতুন প্রজন্ম প্রমাণ করছে বিশ্বমানের ক্রীড়াবিদ তৈরি সম্ভব আমাদের দেশ থেকে। এই ভাবনাকে এগিয়ে দিতে পুরোদস্তুর ক্রীড়া প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে চাই। এই লক্ষ্যেই বিনিয়োগকারী হিসেবে অ্যাজিলিটাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। পুরো কেরিয়ারে নিজস্ব এক মান বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। সেই বিশ্বাস থেকে তৈরি করেছে নিজস্ব ব্র্যান্ড ওয়ান৮ওয়ার্ল্ড।'

মাহিকে নিয়ে আশায় সিএসকে

চেন্নাই, ১৩ অক্টোবর : দলে থাকলেও ২০২৬ আইপিএলে একটা ম্যাচেও মাঠে নামেননি। প্রশ্ন উঠছে আগামী আইপিএলে ক্রিকেটার নাকি নতুন কোনও ভূমিকায় দেখা যাবে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে? টানাপোড়েনের মাঝে চেন্নাই সুপার কিংসের সিইও কাশী বিশ্বনাথন মাহি সমর্থকদের জন্য আশার খবর শোনালেন। আশাবাদী, আগামী মেগা লিগে বাইশ গজে ব্যাট হাতে দেখা যাবে বছর পঁয়তাল্লিশের ধোনিকে। কাশী বলেছেন, 'এই প্রশ্নটা (মাহির খেলা নিয়ে) ওকেই করা উচিত। আমিও জিজ্ঞাসা করব। আমাদের জানিয়েছে, চেন্নাইয়ে পৌঁছোনোর পর সিদ্ধান্ত জানাবে। আমার ধারণা সিএসকে-র হয়ে ওর খেলা চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এখনও ধোনি আমাদের দলের অন্যতম ক্রিকেটার।'

তেরোর গেরোয় ফাঁসলেন বাভুমা

হ্যাজেলউডের ছয়ে এগোল অস্ট্রেলিয়া

ডারবান, ১৩ অক্টোবর : আনলাকি থার্টিন! অধিনায়ক হিসেবে প্রথম ১২টি টেস্টে অপরাজেয় তকমা ধরে রেখেছিলেন টেম্বা বাভুমা। তেরো নম্বর টেস্টে তাঁর সেই রথ থামিয়ে দিলেন অজিরা। প্রথম টেস্টের পঞ্চম দিনে জোশ হ্যাজেলউডের (৪৯/৬) দাপটে দক্ষিণ আফ্রিকা ৮৬.৫ ওভারে ২০৬ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে অল আউট হয়। ব্যাট হাতে দুই ইনিংসে দাপট দেখানোর পর অফস্পিন বোলিংয়ে ম্যাট রেনশের (৩০/২) শিকার বাভুমা (১) ও কাইল ভেরেইনি (১)। ডারবান টেস্টের সেরা ক্রিকেটারের পুরস্কারও তাঁর হাতে উঠেছে। জয়ের জন্য ৪২১ রানের টার্গেট নিয়ে নামা দক্ষিণ আফ্রিকা গতকালই ১০২ রান তোলার ফাঁকে টপ অর্ডারের চার ব্যাটারকে হারিয়েছিল। মঙ্গলবার তাদের হয়ে যেটুকু লড়াই তা পাওয়া গেল আইডেন মার্করামের থেকেই। ২৩৭ বল খেলে তিনি ৭৫ রান করেন। কিন্তু এদিন দুই অলরাউন্ডার মার্কো জানসেন (৩৫) ও উইয়ান মুল্ডার (২৯) ছাড়া কেউই মার্করামকে সহযোগিতা করতে পারেননি। রবিবার থেকে গকেবেরহায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে।

কেউই মার্করামকে সহযোগিতা করতে পারেননি। রবিবার

কোচকে সরিয়ে দল ঘোষণা প্যারা এশিয়াডের

নয়াদিল্লি, ১৩ অক্টোবর : অবশেষে এশিয়ান প্যারা গেমসের জন্য ১৬৬ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। ১৮ অক্টোবর থেকে প্যারা এশিয়াডের আসর বসছে জাপানের আইচি-নাগোয়ায়। তার আগেই দল নির্বাচন প্রক্রিয়ায় চরম অনিয়ম ও স্বজনপোষণের অভিযোগে তোলপাড় হয়েছে এদেশের ক্রীড়ামহল। প্যারা শুটার এবং সাইক্লিস্টদের একাংশ দল নির্বাচন নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রতিবাদে নামেন। পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠায় অবশেষে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয় ক্রীড়ামন্ত্রক। ভারতের প্যারা শুটিং কোচ জয়প্রকাশ নটিয়ালকে দলের কোচের পদ থেকে সরিয়েও দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছিল, নির্দিষ্ট মাপকাঠি বা সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া না মেনেই শুটারদের নির্বাচন করেছেন কোচ জয়প্রকাশ। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগও তোলেন খেলোয়াড়রা। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সদর দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভও দেখান তাঁরা। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্যর সঙ্গে দেখা করে বিচার চান। সব দিক বিবেচনা করে অভিযুক্ত কোচকে বাদ দিয়ে অভিজ্ঞ জীবন এল রাইয়ের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল। প্যারা গেমসের জন্য ভারত মোট ২৭৫ জনের দল জাপানে পাঠাচ্ছে। এর মধ্যে ১৬৬ জন অ্যাথলিট। ক্রীড়াবিদরা মোট ১০টি বিভাগে অংশগ্রহণ করবেন।

বৈভবকে নিয়ে টানাপোড়েন

চারমিনার শহরে সিরিজ দখলে চোখ শ্রেয়সদের

হায়দরাবাদ, ১৩ অক্টোবর : নিজামের শহর। কারও কারও কাছে বিরিয়ানির শহর।

শহরের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক স্মারক চারমিনার। যার টানে প্রতি বছর ভ্রমণপিপাসুরা ভিড় জমান ইতিহাসবিজড়িত হায়দরাবাদে। বুধবার অবশ্য ইতিহাস নয়, ক্রিকেট-জ্বরে আক্রান্ত মহম্মদ আজহারউদ্দিন, ভিভিএস লক্ষ্মণের শহর। ভারতীয় দলের জন্য হাতছানি আরও একটা সিরিজ জয়ের। তিন ম্যাচ শেষে স্কোরলাইন ২-১। আগামীকাল জিতলে সিরিজ নিশ্চিত।

রাজীব গান্ধি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেই লক্ষ্যে নামছে শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেড। রাঁচির হারের ধাক্কা কাটিয়ে ইন্দোরে ব্যাটে-বলে দাপুটে জয় এসেছে। হায়দরাবাদে যে ধারা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর 'মেন ইন ব্লু'।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ
চতুর্থ টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা, **স্থান :** হায়দরাবাদ
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ঘরের ছেলে তিলক ভার্মা সাংবাদিক সম্মেলনে সেই কথাই বলছিলেন। সাফ কথা, সিরিজ জয়ের অপেক্ষা দীর্ঘ করতে নারাজ তাঁরা।

ঘরের মাঠ নিয়েও আবেগতাড়িত। তিলক বলেছেন, 'নিজের শহরে খেলা আলাদা অনুভূতি। নতুন করে পিচ তৈরি করা হয়েছে এখানে। সবকিছু খতিয়ে দেখেই চূড়ান্ত গেমপ্ল্যান তৈরি করা হবে।' তবে বিগহিটার সমৃদ্ধ ক্যারিবিয়ান ব্যাটিংকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে আক্রমণাত্মক বোলিং স্ট্র্যাটেজি গুরুত্ব পাচ্ছে। তিলকের কথায়, নিয়মিত উইকেট তুলে নেওয়ার লক্ষ্য থাকবে।

ব্যাটিং পজিশন নিয়ে বার্তাও দিয়ে রাখলেন টি২০ দলের সহ অধিনায়ক। তিলকের কথায়, 'তিন নম্বরে ব্যাটিং করতে ভালোবাসি। পাওয়ার প্লে-তে বৃত্তের বাইরে মাত্র ২ জন ফিল্ডার থাকার সুবিধা পাওয়া যায় শুরুতে নামলে। তবে দলের প্রয়োজনে যে কোনও পজিশনে (চলতি সিরিজে ৫-৬ নম্বরে খেলছেন) খেলতে প্রস্তুত আমি। ব্যক্তিগত ইচ্ছে নয়, দলের চাহিদাই গুরুত্বপূর্ণ।'

হাইস্কোরিং ম্যাচের পরম্পরা রয়েছে হায়দরাবাদে। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বৈরথেও পরম্পরা ভাঙার সম্ভাবনা ক্ষীণ। নিট ফল, আতশি ব্যাটিংয়ের পূর্বাভাস। প্রশ্ন, সুবিধাটা সেই হোপ, শেরফানে রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড, রোভমান পাওয়েলরা নেবেন নাকি অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন, শ্রেয়সরা টেক্কা দেবেন?

দুই দলের তারকা ব্যাটারদের ভিড়ে কালকের দ্বৈরথে সিরিজে এখনও সুযোগ না পাওয়া বৈভব সূর্যবংশী ঢুকে পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বিস্ময় বালককে খেলানোর দাবি উঠলেও সঞ্জু অগ্রাধিকার পাচ্ছেন। তবে পাটা পিচ, তুলনামূলক ছোট বাউন্ডারির কথা মাথায় রেখে পরিবর্তনের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন। বল গৌতম গম্ভীরের কোর্টে। তবে প্রথম এগারো কী হবে, তার জন্য টস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। রাতের ম্যাচ। ফলে কয়েন যুদ্ধ ফের ফ্যাক্টর। দুই শিবিরের স্লোগানও এক- টসে জিতে ফিল্ডিং।

ইন্দোরে পথের কাঁটা শাই হোপকে শুরুতে আউট করে স্বস্তি দিয়েছিলেন অর্শদীপ সিং। কালকের নীল নকশাতেও অগ্রাধিকার হোপকে দ্রুত ফেরানো। অর্শদীপ জানিয়েছিলেন, হোপের জন্য নির্দিষ্ট প্ল্যান ছিল। তারই সুফল পেয়েছেন। আগামীকাল? উত্তরের মধ্যে অনেকাংশে লুকিয়ে নিজামের শহরের ক্রিকেট দ্বৈরথের ভাগ্য। অবশ্য ক্যারিবিয়ান ব্যাটিং লাইনআপে বারুদের অভাব নেই। কখন কে বিস্ফোরণ ঘটাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা মুশকিল।

আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদে খেলার সুবাদে রাজীব গান্ধি স্টেডিয়াম অভিষেকের ঘরের মাঠ। আর এই মাঠে ঝড় তোলাটা কার্যত 'বাঁয়ে হাত কা খেল'। চলতি সিরিজে দুর্দান্ত ফর্মেও রয়েছেন। চেনা মাঠে আগামীকাল টপ গিয়ারে ব্যাট চালাতে চাইবেন। সানরাইজার্সের আরেক তারকা ঈশান কিষানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

ব্যাটারদের দাপটের মাঝে রোস্টন চেজ কিছুটা ব্যতিক্রম। স্পিন ঘূর্ণিতে ভারতের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছেন। গত ম্যাচে অভিষেক যে জাল কেটে বেরোতে সক্ষম হয়েছেন। শ্রেয়স ইতিমধ্যেই ম্যাচ জেতানো ইনিংস উপহার দিয়েছেন। ঘরের মাঠে তিলকও মুখিয়ে থাকবেন বড় ইনিংস খেলতে। আগামীকাল কে বা কারা হিসেব মিলিয়ে বাজিমাত করতে পারেন, সেটাই দেখার।

সাংবাদিক সম্মেলনে ফুরফুরে মেজাজে তিলক ভার্মা। বুধবার নামবেন সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে।

নেটে টানা অনুশীলন করে গেলেও প্রথম একাদশে জায়গা হচ্ছে না বৈভব সূর্যবংশীর।

রোহিতকে নেতৃত্বে ফেরানোর ভাবনা মুম্বইয়ের

মুম্বই, ১৩ অক্টোবর : সফলতম অধিনায়ক রোহিত শর্মার ওপরই কি ফের আস্থা রাখতে চলেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স? অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়ে আগেই মোহভঙ্গ হয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজি কর্তাদের। গত দুই আইপিএলে অধিনায়ক ও ব্যাটার, জোড়া দায়িত্বেই ব্যর্থ। চোটআঘাতও পথের কাঁটা। নেতৃত্বের অপর দাবিদার সূর্যকুমার যাদবও অফ-ফর্মে। এহেন পরিস্থিতিতে রোহিতকে অধিনায়ক হিসেবে ফেরানোর ভাবনা গুরুত্ব পাচ্ছে।

দৌড়ে ভারতীয় দলের সহ অধিনায়ক তিলক ভার্মাও রয়েছেন। তবে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্র্যাঞ্চাইজির শীর্ষকর্তারা তিলককে নিয়ে ধীরে চলোর পক্ষে। সূত্রের খবর, রোহিতকে নেতৃত্বে ফিরিয়ে, ডেপুটির দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে তিলককে। সেক্ষেত্রে রোহিতের তত্ত্বাবধানে নিজেকে তৈরি করে নেওয়ার কিছুটা সময় পেয়ে যাবেন বাঁহাতি মিডল অর্ডার ব্যাটার।

শুধু নেতৃত্ব বদল নয়, হার্দিককে সম্ভবত ট্রেডের ভাবনা রয়েছে মুম্বইয়ের। কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা হওয়ার কথাও সামনে এসেছিল। মুম্বই সবথেকে আগ্রহী হার্দিকের বিনিময়ে রাজস্থান রয়্যালস থেকে যশস্বী জয়সওয়ালকে পেতে। সবমিলিয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে হার্দিকের ভবিষ্যৎ ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে।

এদিকে, রোহিতকে নিয়ে মুম্বইয়ের নতুন ভাবনার মাঝে দিল্লি ক্যাপিটালস তাদের ব্যাটিং কোচ হিসেবে যুবরাজ সিংয়ের নাম ঘোষণা করল। হেড কোচ তথা নিজের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন যুবি। প্রতিক্রিয়ায় যুবরাজ বলেছেন, 'দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে নতুন শুরুর অপেক্ষায় মুখিয়ে আছি। আমি উত্তেজিত। দাদার সঙ্গেও ফের কাজ করার সুযোগ পাব। এবার কোচের ভূমিকায়। আমি নিশ্চিত দারুণ কিছু অপেক্ষা করছে।'

দিল্লির ব্যাটিং কোচ যুবরাজ

কলকাতায় এল ক্লাসিকো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : পুজোর পরেই ফের মেগা ম্যাচ। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হতে চলেছে স্প্যানিশ এল ক্লাসিকো। ২৫ নভেম্বর কলকাতায় বার্সেলোনা লেজেন্ডস দল মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ লেজেন্ডস দলের। বুধবার রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ডাঃ ইন্দ্রনীল খাঁ এই ঘোষণা করেছেন। তবে টিকিটের দাম কী হবে, কবে থেকে টিকিট ছাড়া হবে এই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। রিয়াল ও বার্সার হয়ে কারা খেলবেন সেটাও এখনও জানা যায়নি। আশা করা হচ্ছে, এই ম্যাচে লুইস ফিগো, কার্লেস পুওলদের মতো অতীতের তারকারা আসতে পারেন।

সামিদের ভরসায় জয়ের স্বপ্ন বাংলার

অধিনায়ক হিসেবে সিরাজের প্রথম জয়

-খবর এগারোর পাতায়

দুইবার এগিয়েও হার ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল এফসি-২ (ডেভিড-২)
আল শোর্তা এফসি-৩
(আহমেদ, হুসেন ও কুকু)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : সমর্থকদের শারদ উৎসবে জয় উপহার দিতে পারলেন না আনোয়ার আলি-ডেভিড লালহালানসাঙ্গারা।

প্রথমার্ধেই অন্তত চার গোল দিয়ে খেলা শেষ করে দেওয়ার কথা ইস্টবেঙ্গলের। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর দ্বিতীয় ম্যাচে ইরাকের আল শোর্তা এফসি-র বিপক্ষে দুইবার এগিয়ে থেকেও ম্যাচটা শেষপর্যন্ত ২-৩ গোলে হেরেই ফিরতে হচ্ছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দলকে। আইএফএ শিল্ডের সেমিফাইনালে হ্যাটট্রিক করার পরেও কেন তাঁকে ফাইনালে নামাননি হাবাস, সেটা এদিনের খেলায় পরিষ্কার। তরতাজা অবস্থায় এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর এই ম্যাচে নামাতে চেয়েছিলেন বলেই এই সিদ্ধান্ত। প্রথমার্ধের পুরো সময়টা যেন আগুন ঝরালেন এই মিজো স্ট্রাইকার। মাত্র ৯ মিনিটে গোল। ড্যানি র‍্যামিরেজের মাইনাস ধরে বলটা তুলে দেন হার্দিক ভাট। অসাধারণ হাফ টার্ন করে নেওয়া শটে গোল ডেভিডের। দ্বিতীয় গোলটা ৪১ মিনিটে। এবার বক্সের বাইরে থেকে ড্যানি ফ্রি কিক নিলে তা থেকে মহম্মদ বসিম রশিদের মাইনাস এবং ডেভিডের গোলে বল ঠেলতে ভুল হয়নি। কিন্তু তিনি গোল করেও নিজের দোষ ঢাকতে পারবেন না। প্রথমার্ধেই ম্যাচটা শেষ করে সাজঘরে ফেরার কথা ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু একের পর এক নিশ্চিত সুযোগ নষ্ট করার খেসারত দিতে হল। অন্তত দুইটি ক্ষেত্রে ডেভিড ৬ গজ বক্সের মধ্যে থেকে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। প্রথমার্ধে ওই অসাধারণ পারফরমেন্সের মধ্যেই একটা বিশ্রি গোল খেয়ে নিজেরাই নিজেদের জন্য চাপ তৈরি করে রাখে ইস্টবেঙ্গল। ১৪ মিনিটে রুবেন র‍্যামিরেজের কর্নার থেকে অন্তত দুইটি হেড ছিল। যা ঠিকঠাক না হওয়ায় গোলে না ঢুকলেও ফের রুবেন এসে বল তুললে আহমেদ ইয়াহা আল-হাজাজ্জের একটা ড্রপ হেডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোল খেলেন প্রভসুখান সিং গিল।

ঘটনা হল, এই অর্ধেই যদি ডেভিডের গোলগুলো হত তাহলে হয়তো ম্যাচে ফিরতেই পারে না আল শোর্তা। বিশ্বকাপার গোলকিপার জালাল হাসানের পারফরমেন্স এদিন কিছু ক্ষেত্রে ভালো হলেও অসাধারণ নয়। তাঁর যে চোট ছিল তা বারবার মাঠে শুয়ে পড়ায় বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু এই সুযোগটা নিতে পারেনি হাবাসের দল। উলটে ২-১ এগিয়ে থাকাটাই যেন কাল হল ইস্টবেঙ্গলের। বিরতির পর ফিরে এসেই পরপর গোল ইরাকিদের। বিশ্বকাপার স্ট্রাইকার মোহানন্দ আলিকে না নামালেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ক্রিস্টিয়ান বারকোকে নামিয়ে দেন আল শোর্তা কোচ। সম্ভবত এটাই টার্নিং পয়েন্ট ম্যাচের। ৫১ মিনিটে আহমেদ ইয়াহা আল-হাজ্জাজের ক্রস থেকে হুসেন আল সাইদির ছোট্ট টোকায় গোল। আনোয়ার আলি এটা তো বটেই, ঠিক দুই মিনিটের মাথায় তিন নম্বর গোলের সময়েও পাশে দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে। ৫৩ মিনিটে বারকোর কর্নারে হেড করে ৩-২ করেন কিংসলে ফিডেলিস কুকু। তবে এই দাপট বেশিক্ষণ আর ধরে রাখতে পারেনি আল শোর্তা। ৭৬ মিনিটে দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখেন আব্দুল মাজিদ মৌমৌনি। ১০ জনে কিছু সুযোগ তৈরি করলেও এই সময়টা ইস্টবেঙ্গলেরই সুযোগ ছিল বেশি। ড্যানি, ডেভিড, লুকাস জোলিনস্কি ও আকে আর্নাউদ লোবা, প্রত্যেকে সুযোগ নষ্টের দোষে দোষী। তেমনি ডিফেন্সে এদিন আনোয়ার আলি-দিয়েগো জিভুলিচ জুটি অসম্ভব খারাপ। প্রতিপক্ষ লাল-হলুদ বক্সে ঢুকলেই পরিস্থিতি ত্রাহি ত্রাহি হয়েছে। তবে এই আল শোর্তাকেও আহামরি লাগেনি। এবারের ইরাকি লিগে কেন তারা ৫ নম্বরে, সেটা খেলায় পরিষ্কার। হাবাস এদিন বিপিন সিং, লোবা ও জোলিনস্কিকে পরে নামান।

আল হুসেইন ম্যাচের মতোই এদিনও দুইবার এগিয়ে থেকেও তা ধরে রাখতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল। এর ফল কিন্তু পরে ভুগতে হতে পারে। ঘরের মাঠে অন্তত ড্র না করতে পারলে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া কঠিন হবে।

ইস্টবেঙ্গল এফসি : প্রভসুখান, হার্দিক (বিপিন), আনোয়ার, জিভুলিচ, নুঙ্গা, জয়, র‍্যামিরেজ (লোবা), রশিদ, জিকসন, এডমুন্ড ও ডেভিড (লুকাস)।

আল শোর্তার বিরুদ্ধে দুইবার ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ডেভিড লালহালানসাঙ্গা। তবে দিনের শেষে হার হজম করতে হল লাল-হলুদ শিবিরকে। ছবি : ডি মণ্ডল

দিল্লিতে জেমি, চাপ বাড়ছে প্যানোসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ অক্টোবর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কোচ প্যানাজিওটিস ডিলপেরিসের ওপর চাপ কিন্তু ক্রমশই বাড়ছে। গ্রিক কোচ নিজে কি তা উপলব্ধি করতে পারছেন!

আইএফএ শিল্ড জিতেও স্বস্তি নেই সবুজ মেরুন শিবিরে। আইএসএলের প্রথম ম্যাচেই ধাক্কা। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র কাছে হারের পর এবার মিশন দিল্লি। ১৬ অক্টোবর স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিপক্ষে মঙ্গলবারই গুয়াহাটি থেকে রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে টিম মোহনবাগান। দিল্লি ম্যাচ বাগান কোচ ডিলপেরিসের জন্য কার্যত অগ্নিপরীক্ষা। ওই ম্যাচে পয়েন্ট খোয়ালে সবুজ-মেরুনে তার আসন আর টলমল হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে ২৬ অক্টোবর ঘরের মাঠে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচই গ্রিক কোচের জন্য শেষ সুযোগ হতে পারে। যদিও সে এখন দূরের কথা। নর্থইস্টের কাছে হারের পর তা ভাবনাতেও আনতে চাইছেন না প্যানোস। বরং তিন পয়েন্ট হারিয়ে ভাগ্যকেই দুষলেন বাগান কোচ।

সোমবার রাতে ম্যাচ শেষে প্যানোস বলেছেন, 'আমরা বিপক্ষ গোলরক্ষকের সামনে কমপক্ষে পাঁচটা নিশ্চিত সুযোগ হাতছাড়া করেছি। এটাই মূল সমস্যা। আর এই ধরনের পরিস্থিতিতে একটু ভাগ্যেরও দরকার হয়। নর্থইস্ট গোল করার আগেও সুহেলের শট পোস্টে লেগেছিল। কিন্তু ফুটবল এমনই। ফলাফলে আমরা হতাশ।'

এদিকে, নর্থইস্ট ম্যাচ খেলতে দলের সঙ্গে গুয়াহাটি যাননি জেমি ম্যাকলারেন। এদিন সরাসরি দিল্লি পৌঁছে শিবিরে যোগ দিয়েছে অজি তারকা। দিল্লি ম্যাচে তাঁকে খেলাতে পারেন প্যানোস। সোমবার ম্যাচের পরই লি এরউইনকে তুলে নেওয়ার প্রসঙ্গে গ্রিক কোচ বলেছিলেন, 'আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি কারণ আমি মনবীরকে (সিং) ৯ নম্বর পজিশনে ভরসা করি। লি ততক্ষণে চারটি সুযোগ নষ্ট করেছিল। আমি ভেবেছিলাম ডুরান্ড কাপ এবং জাতীয় দলের হয়ে মনবীর যেভাবে খেলেছে, তাতে ও ভালো ছন্দে আছে এবং গোল করতে পারবে।' ম্যাকলারেন ফিরলে সেদিক থেকে নিঃসন্দেহে স্বস্তি পাবেন প্যানোস।

নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ৪টি সুযোগ নষ্ট করে হতাশ করলেন লি এরউইন।

শতরানের পর সেদিকুল্লাহ অটল।

বাংলাদেশকে রুখে দিলেন অটলরা

আবু ধাবি, ১৩ অক্টোবর : ৪৭৯ রানের টার্গেট ছুড়ে দিয়ে আফগানিস্তানের জয়ের রাস্তা আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন লিটন দাসরা। এরপর গতকাল শেষবেলায় ৩ উইকেট তুলে নিয়ে আফগানদের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে বাংলাদেশ জয়ের পথেই ছিল। টেস্টের শেষদিনে মঙ্গলবার মরিয়া লড়াইয়ে সেদিকুল্লাহ অটলরা (১১১) ম্যাচ ড্র করে দেন। টেস্টে যখন দাঁড়ি টেনে দেওয়া হয় তখন দ্বিতীয় ইনিংসে আফগানিস্তানের স্কোর ৩৪৬/৮। এবাদত হোসেন (৫০/৩), মেহিদি হাসান মিরাজদের (৭৩/৩) প্রয়াসে জল ঢেলে দিয়ে সেদিকুল্লাহর লড়াইয়ে শেষদিনে সংগত করেন হাশমাতুল্লাহ শাহিদি (৩৬), ইক্রাম আলিখিলরা (৩৩)। এমনকি নয় নম্বরে ব্যাটিং করতে নামা কাইস আহমদ ৪৯ রানে অপরাজিত রয়ে যান।

৪ উইকেট দেবায়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৩ অক্টোবর : ঋতম ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ঋতম চ্যালেঞ্জার্স কাপ অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের ক্রিকেটে মঙ্গলবার ইসলামপুর ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৭ উইকেটে জাভেদ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন মাঠে টসে হেরে জাভেদ ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১১ রান তোলে। রিয়াজ আনসারি ৩৮ রান করে। ম্যাচের সেরা শুভজিৎ কালু ৬ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করে অভিষেকও (২৩/২)। জবাবে ইসলামপুর ১৬.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়। প্রিয়শিস রজক ৩৫ ও নিলয় ব্যাপারি ৩৩ রান করে।

পরে আম্বে ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৩৩ রানে ইসলামপুরের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে আম্বে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩২ রান তোলে। রোহন পাসোয়ান ২৯ ও ম্যাচের সেরা অর্জুন সাহানি ১৫ রান করে। দেবায়ন কুণ্ডু ১৬ রানে পেয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করে প্রিয়শিসও (১৪/২)। জবাবে ইসলামপুর ১৯.১ ওভারে ৯৯ রানে গুটিয়ে যায়। অভিষেক ২০ ও প্রিয়শিস ১৯ রান করে। দেবাংশ আগরওয়াল ১৩ ও শ্রেয়াংশ আগরওয়াল ২৮ রানে নেয় ২ উইকেট।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে শুভজিৎ কালু ও অর্জুন সাহানি।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অনূর্ধ্ব-১৭ উত্তর দিনাজপুর ফুটবল দল। -রাহুল দেব

সুপার ডিভিশনের ফাইনালে মর্নিং

আলিপুরদুয়ার, ১৩ অক্টোবর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে ফাইনালে উঠল মর্নিং বয়েজ ফুটবল অ্যাকাডেমি। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে ফালাকাটা টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা রীতেশ ওরাওঁ।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে শুভঙ্কর রায়। ছবি : জয়দেব দাস

সোনার বাংলার ফুটবল শুরু

কোচবিহার, ১৩ অক্টোবর : সোনার বাংলা যুব সংঘের ৮ দলীয় ফুটবল মঙ্গলবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে জলপাইগুড়ি পুলিশ দল ২-০ গোলে মংরা এফসি-কে হারিয়েছে। সংঘের মাঠে বীরু বাসাইলি ও ম্যাচের সেরা শুভঙ্কর রায় গোল করেন। বৃহস্পতিবার খেলবে দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও কোচবিহার ওয়াইবি এফসি। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুকুমার রায়।

খেতাব ঝমকলালের

রাজগঞ্জ, ১৩ অক্টোবর : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ঝমকলাল লেউসিপাখরি। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে রাহান সেভেন স্টারকে হারিয়েছে। বলদাপুকুর নেতাজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ফাইনালের সেরা ঝমকলালের গোলকিপার আরমান। *ছবি : দেবব্রত সেন*

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে ঝমকলাল লেউসিপাখরি।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অনূর্ধ্ব-১৭ উত্তর দিনাজপুর ফুটবল দল। -রাহুল দেব

চ্যাম্পিয়ন দলকে সংবর্ধনা

রায়গঞ্জ, ১৩ অক্টোবর : পুরুলিয়ায় অনূর্ধ্ব-১৭ আন্তঃ জেলা মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে উত্তর দিনাজপুর দল। এদিন উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসকের দপ্তরে খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। খেলোয়াড়দের হাতে জার্সি, বুট, ফুটবল, চারাগাছ, মিষ্টির প্যাকেট, শংসাপত্র দেন জেলাশাসক শেভালে অভিজিৎ তুকারাম, হেমতাবাদের বিধায়ক হরিপদ বর্মন প্রমুখ।